নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ০১ জ্যৈষ্ঠ – ০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ঃ ১৬ মে – ২২ মে, ২০২৬ | Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 29, 16 May - 22 May 2026 | ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বিপুল জয়ের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয়

পর্যবেক্ষক অমিত শাহ ও সহ পর্যবেক্ষক তথা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গ পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হলেন শুভেন্দু অধিকারী।

রবিবার : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ,

এনডিএ শাসিত ২০ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, বিধায়ক ও বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে ব্রিগেডে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে আরও ৫ মন্ত্রী। শপথ বাক্য পাঠ করালেন রাজ্যপাল আরএন রবি।

সোমবার : হায়দ্রাবাদের এক সভা থেকে দেশবাসীকে পেট্রোল,

ডিজেল, ভোজ্য তেল ব্যবহারে ও সোনা কেনায় রাশ টানতে পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। এতে বাঁচবে বিদেশী মুদ্রা, কমবে মুদ্রাস্ফীতি।

মঙ্গলবার : পশ্চিমবঙ্গের নব নির্বাচিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে যখন

আয়ুষ্মান ভারত, বিএসএফকে জমি প্রদানের মত একের পর এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তখন জিজ্ঞাসাবাদে সদুত্তর না পেয়ে তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করলো ইডি।

বুধবার : দুবছর পর ফের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে অভিযুক্ত হল ৩

মে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় নিট ইউজি ২০২৬। বাতিল হয়ে গেল পরীক্ষা। ক্ষতিগ্রস্থ হল প্রায় ২৩ লক্ষ ডাক্তার হতে চাওয়া পরীক্ষার্থী। ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে রাজস্থান পুলিশের এসওজি।

বৃহস্পতিবার: পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা, পুর ও সমবায় দপ্তরের বিভিন্ন

দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা আমলা ও অধিকারিকদের বিরুদ্ধে আটকে থাকা মামলা চালাবার ছাড়পত্র দিল শুভেন্দু সরকার। এখন এদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা ও চার্জশিট দেওয়া যাবে।

শুক্রবার: বাংলায় সরকারি কাজ বাঙালির আবেগে সুড়সুড়ি দেওয়ার

এক কৌশল। বাম আমলে বেশ কয়েকবার নির্দেশ প্রকাশ হয়েছে। পরিভাষার বই বেরিয়েছে। তৃণমূল প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু কিছুই হয়নি। নতুন সরকারের আমলেও বাংলায় কয়েকটি নির্দেশনামা প্রকাশ হল। এটা কতটা আন্তরিক সেটা বলবে ভবিষ্যৎ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

অ্যাকশান মোডে সিক্স হেড আর্মি

আস্থা ফিরছে বঙ্গ হৃদয়ে

ওঙ্কার মিত্র

বাংলার রাজনীতিতে নতুন পরিবর্তনের পর নতুন মন্ত্রীসভা শপথ নিয়েছে মাত্র ৭ দিন আগে। কাজ শুরু করেছে তারও ২ দিন পর। এই কয়েকটা দিনেই একটা গুমোট আবহাওয়া থেকে মুক্তির আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার মানুষের চোখে মুখে। জীবন জীবিকা নিয়ে একটা আস্থা ফিরে এসেছে বঙ্গবাসীর মনে। এবার হয়তো বাংলা বদলাতে পারে, এরকম একটা বিশ্বাসের বীজ যেন একটু একটু করে জন্ম নিচ্ছে বাংলার হৃদয় গর্ভে।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই বাঙালির ভাঙা মনে এই আশার জোয়ার এনে দিয়েছে নব নিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী সহ সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের 'অ্যাকশান মোড'। প্রথম দিনেই প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠক সেরে ছক্কা হাঁকিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে আয়ুষ্মান ভারত। সীমান্তে কাঁটা তার দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য আটকে থাকা লক্ষ লক্ষ আবেদন সবুজ সংকেত পেয়েছে। উজালা যোজনায় বাংলার আরও ১৫ লক্ষ মহিলা অন্তর্ভুক্তির বাধা সরে গিয়েছে। সরকারি চাকরিতে বয়সের উর্ধ্ব সীমায় ৫ বছরের ছাড় মিলেছে। রাজনৈতিক হিংসার বলি হওয়া ৩২১ জনের বিচার ও তাদের পরিবারের পাশে থাকা নিশ্চিত করেছে সরকার। সংসদে পাস হওয়া বিচারের নতুন আইন বিএনএস আটকে ছিল এ রাজ্যে। আটকে ছিল জনগণনার বিজ্ঞপ্তিও। দুটোকেই রাজ্যে লাগু করে দিয়েছে সিক্স হেড আর্মি মন্ত্রীসভা। জুন থেকে বাংলার মেয়েদের জন্য চালু হতে চলেছে বাড়তি ভাতার অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ও বিনা ভাড়ায় সরকারি বাস যাত্রা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, স্বাস্থ্যসাথী সহ রাজ্যে চালু থাকা কোনও সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প বন্ধ হবে না। ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সরকার পরিচালিত হবে। অর্থাৎ সুশাসনের একটা বার্তা নিজের নতুন ইনিংস শুরু করার আগেই দিয়ে রেখেছেন শুভেন্দু।

এর পরেও ছক্কার সংখ্যা কমেনি। 'দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স'-এর বার্তা দিয়ে দাবাং স্টাইলে ব্যাট করছেন মন্ত্রীরা। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত শিক্ষা, পুর ও সমবায় দপ্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যা এতদিন আগের সরকার আটকে রেখেছিল।

এরপর দুয়ের পাতায়

পাল্টানো দরকার
শিক্ষা যখন অস্বচ্ছতার অন্ধকারে অসুস্থ

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

বিপুল প্রত্যাশা জাগিয়ে দীর্ঘ বাম জমানার অবসানে মমতার তৃণমূল সরকার এসেছিল। বিগত ১৫ বছরের পোস্টমর্টেম যখন চলছে তখন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভেঙে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিতে বিশেষ নজরে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছেন। শিক্ষা যে জাতির মেরুদণ্ড তা পূর্বতন সরকারগুলি এবং তাঁদের মন্ত্রীরা বিলক্ষণ জানতেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিনের পর দিন চালানো হয়েছে সরকারী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি। যারা সরকারী বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তাদের নিয়েই চলেছে একচেটিয়া হুকুমদারি। নানা সরকারি থেকে দলীয়, আংশিক দলীয় সভায় ভীড় বাড়াতে দিনের পর দিন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাধ্য করা হয়েছে হাজিরা দিতে। আনুগত্য প্রকাশের তাড়নায় শিক্ষাকে 'সেল' এ তুলতে অনেকেই ঝাঁপিয়েছেন 'রত্ন' কিংবা 'কাছের লোক' হয়ে ওঠার বাসনায়। একাধিক 'শ্রী' প্রকল্পের আড়ালে জমেছে দুর্নীতির কালো মেঘ। সেই 'ক্লাউড ব্লাস্ট' হয়েছে 'অপা সংস্কৃতিতে'। চাকরী হারাদের অশ্রুপ্লাবনে আর অনিলায়ন থেকে মমতায়নের প্রতিকারহীন স্বেচ্ছাচারিতায়।

- প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিজ্ঞাপন তিনবার পরীক্ষা হয়নি।
- সিলেবাসেও অনুপ্রেরণা।
- ডি. আই অফিসেও অহংকার সংস্কৃতি।
- বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণকল্পে।
- সরকারি শিক্ষার গঙ্গা প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করা।
- চাকরীহারাদের অশ্রুতপ্লাবনেও নির্দয় প্রশাসনের সুপ্রীম যাত্রা।

ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আপাত কল্যাণকামী ভাবনার আড়ালে 'ব' চিহ্নের বাড়বাড়ন্ত দৃষ্টিকটুভাবে লক্ষ্য করা গেছে বারংবার।

এরপর দুয়ের পাতায়

সীমান্ত সুরক্ষায় খুশি বাসিন্দারা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যা দেশের সুরক্ষা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে এক অগ্নিগর্ভ বিষয়। দেশভাগের পর থেকেই এই সমস্যা ভারতকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। যার মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগণায় ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা রয়েছে প্রায় ১ হাজার কিমি। বিভিন্ন ভৌগোলিক অসুবিধার কারণে এই সীমান্ত এলাকায় আজও সম্পূর্ণ কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে এখনও বহু এলাকা অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। আর এই অরক্ষিত সীমানাগুলো দিয়ে নারী পাচার, শিশু পাচার, চোরাচালান,অনুপ্রবেশ সহ বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ এখনও অব্যাহত। আর এই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যে জমি অধিগ্রহণ দরকার তা এযাবৎ করেনি বিগত সরকার সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রথম ক্যাবিনেট মিটিংয়েই এই জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি ৪৫ দিনের মধ্যেই এই জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করে তা বিএসএফের হাতে তুলে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

স্টেশন হকার মুক্ত করতে রেলের তৎপরতা শুরু

কুনাল মালিক

শিয়ালদহ থেকে বজবজ পর্যন্ত স্টেশনগুলিকে অবৈধ হকারদের মুক্ত করতে রেল দপ্তর উদ্যোগী হয়ে উঠলো। প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন আগে আমাদের পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কোমাগাতা মারু-বজবজ থেকে পার্কসার্কাস পর্যন্ত প্রতিটি স্টেশনের হাল হকিকৎ তুলে ধরেছিলাম। বিশেষ করে সন্তোষপুর, বালিগঞ্জ, পার্কসার্কাস, লেকগার্ডেন্স স্টেশনগুলি অবৈধ দখলদারীদের হাতে চলে গিয়েছিল। সন্তোষপুর স্টেশনে পরপর অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছিল। বালিগঞ্জ

বালিগঞ্জ স্টেশনে তোলপি-তলপা গোছাচ্ছে হকাররা। ছবি : অরুণ লোধ

স্টেশনের এমন পরিস্থিতি যে ট্রেন দাঁড়ালে যাত্রীরা নামার জায়গা পেত না। সমস্ত স্টেশনটাই অবৈধ দোকানদার হকারদের হাতে চলে গিয়েছিল। পার্কসার্কাস স্টেশন যেন একটা পূর্ণাঙ্গ বাজারের রূপ নিয়েছিল।

এরপর দুয়ের পাতায়

বালি বিক্রির সামান্য টাকা যেত কোষাগারে

রবীন দাস : রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার কাকদ্বীপের লট নম্বর ৮-এর বহুল চর্চিত বালি খাদান নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে এই খাদানকে ঘিরে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি চলেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসীর একাংশ। তাদের দাবি, মুড়িগঙ্গা নদীতে তৈরি হওয়া বিশাল চরের কারণে গঙ্গাসাগর মেলার আগে প্রতিবছর প্রশাসনের পক্ষ থেকে ড্রেজিংয়ের কাজ করা হত। সেই ড্রেজিং থেকে উঠে আসা বিপুল পরিমাণ সাদা বালি লট নম্বর ৮-এর উপকূলে মজুত করে রাখা হত। পরে সেই বালিই উচ্চ মূল্যে বিক্রি হত বিভিন্ন জায়গায়।

অভিযোগ, বিপুল মূল্যে এই বালি বিক্রি করা হলেও সরকারি কোষাগারে যেত সামান্য অংশ। বাকি বিপুল টাকা স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের পকেটে ঢুকত বলে দাবি এলাকাবাসীর। তাদের কথায়, এই বালি ব্যবসাকে কেন্দ্র করে এলাকার একাধিক ছোট নেতা অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছেন। কেউ বাড়ি করেছেন, কেউ আবার নতুন ব্যবসা শুরু করেছেন। তদন্ত হলে সমস্ত আর্থিক লেনদেন ও সম্পত্তির হিসাব সামনে আসবে বলেও মনে করছেন অনেকে।

স্থানীয়দের দাবি, মূলত পুকুর ভরাটের কাজে এই বালির ব্যাপক চাহিদা ছিল। পাশাপাশি বাইরের বড় বড় নির্মাণ সংস্থা ও ব্যবসায়ীরাও এই বালি কিনে নিয়ে যেতেন। ফলে বছরের পর বছর ধরে এই ব্যবসা ঘিরে বিপুল অর্থের লেনদেন চলেছে বলে অভিযোগ।

রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর এখন এলাকায় নতুন করে এই খাদান নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের দাবি, পুরো বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে প্রকৃত তথ্য সামনে আনা হোক এবং সরকারি রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

পলাতক বিধায়ক, এলো বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ মে সকাল ১০টা নাগাদ হঠাৎই ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তথা প্রাক্তন পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডলের বাসভবন এবং তার কার্য্যালয় ঘিরে ফেলে। প্রসঙ্গত, ২ দিন আগে মলঙ্গা মোড়ে বিজয় মিছিল থেকে তিনি বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হুমকি দিয়েছিলেন। এমনকি এও তিনি বলেছিলেন পুলিশকে ভয় পান না। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের নাম ধরে কটুক্তি করেছিলেন। সেই ঘটনায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা আতঙ্কিত হয়ে বিভিন্ন এফআইআর দায়ের করেছিল থানাতে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার বিশাল পুলিশবাহিনী ও কেন্দ্রবাহিনী দিলীপ মণ্ডলের বাড়িতে চিরুনি তল্লাশি চালায়। কিন্তু তিনি অফিসে কিংবা বাড়িতে ছিলেন না। পুলিশ তার ছেলের কথা রেকর্ড করে নিয়ে যায়।

দিলীপ মণ্ডলের বিলাসবহুল বাড়ির পিছনেই আছে সুন্দর রিসোর্টের মতো পরিবেশ। বিদেশি পাখি, অ্যালসেশিয়ান কুকুর সহ সুইমিং পুল শোভা পাচ্ছে। বাড়ির পিছনের অংশে একটি সুন্দর লন আছে যেখানে ক্লে-মডেলিং করে হরিণ এবং বাঘের মডেল করা হয়েছে। সুইমিং পুলের ডানদিকে আছে একটি গুহা। বাড়ি এবং বাড়ির পিছনের সৌন্দর্য দেখলে অনেকেই চমকে উঠবেন। পুলিশি অভিযান প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুর এলাকার বিজেপি নেতা সুফল ঘাঁটু বলেন, '১৫ বছর ধরে বিষ্ণুপুর এলাকায় দিলীপ মণ্ডলের নেতৃত্বে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসমূলক কাজ হয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

শুকিয়ে গিয়েছে জাহাঙ্গীরের বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ফল ঘোষণার পরই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর স্নেহধন্য বেতাজ বাদশা জাহাঙ্গীর খানের সাজানো বাগান শুকিয়ে যেতে থাকে। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের দিন ২৯ এপ্রিল আমরা যখন ফলতা বিধানসভা ঘুরেছি দেখেছি ২৮৫টি বুথের কোথাও পদ্মফুলের পতাকা বা দেওয়াল লিখন চোখে পড়েনি। ১০ এপ্রিল ফলতা বিধানসভায় যখন প্রবেশ করলাম বিশ্বাস করতে পারছিলাম না এই সেই ফলতা বিধানসভা। জামিরা, দলুইপুর, শতল, কলসা, হরিণডাঙ্গা, বেলসিংহা, সহরারহাট, সুজাপুর, মল্লিকপুর, বকুলতলা সর্বত্র শুধু পদ্মফুলের পতাকা আর বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডার ফ্লেক্স।

এরপর দুয়ের পাতায়

তারা মায়ের মন্দিরে হস্তক্ষেপ করুক সরকার : বুদ্ধানন্দ গিরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার কি বীরভূম জেলার অন্যতম ধর্মীয় পীঠস্থান তারাপীঠে তারা মায়ের মন্দিরের নিয়ম-কানুন বদলাতে চলেছে? এমনই প্রশ্ন তীর্থযাত্রীদের। কারণ, তারাপীঠে তারা মায়ের মন্দিরে পূজো দিতে গেলে যে বৈষম্যের ব্যাপার ছিল তা নিয়ে অনেকেই ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। যাদের পয়সা আছে তারা ৫০০ টাকা, ১ হাজার টাকায় টিকিট কেটে ভিআইপি লাইনে ঢুকে যেতেন নির্দ্বিধায়। কিন্তু যারা নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত তাদেরকে দীর্ঘ লাইন পেরিয়ে তবে মন্দিরে ঢুকতে হত। মন্দিরে প্রবেশের পরেও গর্ভগৃহে যাবার আগে সেখানেও ছিল পাণ্ডাদের নানা অত্যাচার জুলুমবাজি। গর্ভগৃহে মাকে দর্শনের পরে শেখানও পাণ্ডারা প্রণামীর জন্য জুলুমবাজি করতেন। বর্তমানে তারাপীঠ যে বিধানসভার অন্তর্গত রামপুরহাট সেখানে পূর্বতন বিধায়ক ছিলেন তৃণমূলের আশীষ ব্যানার্জি। বর্তমানে এই কেন্দ্রে জয়ী

হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব সাহা। এখন দেখার মন্দির পরিচালনা কমিটি নতুন কি নিয়ম তৈরি করে। এমনকি তারাপীঠের মহাশ্মশানে যেখানে তারা মায়ের পাদপদ্ম আছে সেখানে যারা পূজো দিতে যান লম্বা লাইন পড়ে এবং সেখানে লক্ষ্য করা যায় কোন পুরুষ বা মহিলা হাতে একটি লাঠি নিয়ে বসে আছে লাইন গার্ড দিচ্ছে। প্রণামি পাত্রে ভালো প্রণামী দিলে তাদের অগ্রাধিকার।

এরপর দুয়ের পাতায়

বাংলার পরিবর্তনে খুশি বারাণসীর 'মিনি বেঙ্গল'

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে চলে গেলে ২ কিলোমিটার উত্তর কলকাতার মত গলিতে প্রায় দেড় লক্ষ বাঙালি বসবাস করেন। এই অঞ্চলটি 'বাঙালি টোলা' নামে পরিচিত। সেই মিনি বেঙ্গলেও এখন খুশির উচ্ছ্বাস। কারণ, বাংলায় পরিবর্তন এসেছে। বাঙালি টোলায় ঢোকার মুখেই আছে বাবা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। এই মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের যিনি মালিক তার নাম হল বিশ্বনাথ ঘোষ।। পূর্বে তাদের পৈত্রিক বাড়ি ছিল বাঁকুড়া জেলায়। বর্তমানে প্রায় ৭০ বছর এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তিনি সনাতনী হিন্দু বাঙালিদের নানা সংগঠন সহ গোমাতা রক্ষা কমিটিরও সদস্য। বাংলায় পরিবর্তনের পর বিশ্বনাথ বাবুকে ফোন করলে তিনি জানান, 'আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম। কিন্তু এবার যে রাজ্যে

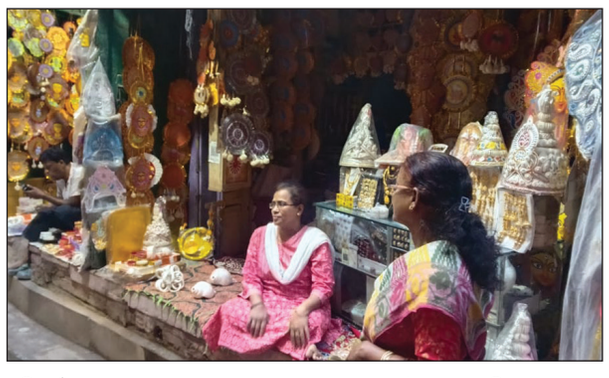

পরিবর্তন এসেছে তার জন্য আমরা ভীষণ আনন্দিত। গোটা বাঙালি টোলার হিন্দু সনাতনীরা এখন খুশির জোয়ারে ভাসছে। বিভিন্ন মন্দিরে মন্দিরে পূজা চলছে। আগামী ফলহারিণী অমাবস্যায় আমাদের যে প্রাচীন কালী মন্দির আছে সেখানে অমাবস্যা উপলক্ষে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়েছে। এবছর এই পূজার আয়োজন একটা অন্যমাত্রা পাবে বাংলায় পরিবর্তনের জন্য।

প্রসঙ্গত, প্রায় মাস ছয়েক আগে বারাণসীতে গিয়ে এই বাঙালি টোলায় ঘুরেছিলাম এবং একটি প্রতিবেদন আলিপুর বার্তায় প্রকাশ করেছিলাম। তখন বিশ্বনাথ ঘোষ, সঞ্জীব লাহা যারা ওখানে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করছেন তাদের সঙ্গে কথাও বলেছিলাম। তখন ওনারা জানিয়েছিলেন, বাংলার সনাতনী হিন্দুরা ভালো নেই। হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি বাংলায় পরিবর্তন আনতে না পারে তাহলে তাদের ভাগ্যে চরম পরিণতি আছে। সঞ্জীব লাহা অ্যান্টিকস্-এর যার দোকান তিনি বলেছিলেন, বাংলার মানুষরা সহজেই ভাতার কাছে বিক্রি হয়ে যায় তাই ওখানে আদৌ পরিবর্তন হবে কিনা সে নিয়ে আমরা ভীষণ চিন্তিত। কিন্তু শেষমেশ বাংলায় ২০৮টি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। তাই বাঙালি টোলার বাঙালিরা ভীষণ খুশি।

প্রসঙ্গত, এই বাঙালি টোলায় প্রায় দীর্ঘদিন ধরি বাঙালিরা তাদের নিজস্ব ধর্মসংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করছেন। যোগী আদিত্যনাথ ক্ষমতায় আসার পরে তাদের আরো উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করেন এলাকার বাসিন্দারা। এখানে একটি প্রাচীন মন্দির আছে যেটা ১৭৫৭ সালে নাটোরের রানী ভবানী তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই মন্দিরে প্রতিদিন মা তারা ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি নিত্য পূজিত হয় এবং বাঙ্গালীদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। এই বাঙালির টোলায় মিষ্টির দোকান, অ্যান্টিকসের দোকান, বেনারসি দোকান, দশকর্মা ভাণ্ডার সহ নানা ধরনের দোকান আছে।

কাজের খবর

অর্থনীতি

বাজারে মন্দার গন্ধ

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও
মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখাই আমরা বলেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি যতক্ষণ না ২৪,৮০০ – ২৫,০০০ এই রেঞ্জের উপরে চলা শুরু হচ্ছে। ততক্ষণ উপরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম এবং নিচের দিকে ২৩,৫০০ অর্থাৎ বাজার খুব দ্রুত নিচে পড়বে, সেই সম্ভাবনা বা আশঙ্কা অমূলক বলেই মনে হয়। এই মুহূর্তে উপরের দিকে ২৪,২০০ থেকে ২৪,৫০০ ধাক্কার জায়গা। যা আগামী সপ্তাহে আমরা দেখতে পারি বলে মনে হচ্ছে। নিচের দিকে পরপর দুদিন যদি ২৩,৫০০–র নিচে থাকে তবে স্লিপ লেভেল ২৩,০০০ – ২৩২০০। যদি না বড় কোন অঘটন ঘটে তবে নিচের দিকে ২৩,০০০ এবং উপরের দিকে

লেভেলে ভালো সাপোর্ট আছে। মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা এবং প্রধানমন্ত্রীর সতর্কবার্তা যে পেট্রোল–ডিজেলের কম ব্যবহার এবং সোনা না কেনা সহ একাধিক বিষয়গুলো বাজারকে শঙ্কিত করে তুলেছে। আজ বুধবার এই লেখা যখন লিখছি তখন বাজার ২৩,৫০০ এর কাছাকাছি। অর্থাৎ 'মেক ওর ব্রেক' এই লেবেলে রয়েছে। বিনিয়োগকারীদের সেন্টিমেন্ট তলানিতে। বড় বড় ফান্ড হাউসের যারা আছেন তারা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে আরও ৩০০০ পয়েন্ট এখান থেকে নিচের দিকে আসতে পারে। এই রকম পরিস্থিতিতে আগামী সপ্তাহে বাজার কেমন থাকবে সেটা সত্যিই উদ্বেগের। তবে ওই যে কথা আছে যে যত গর্জায় তত বর্ষায় না ২৪, ৫০০ এটাই হবে আগামী সপ্তাহের সম্ভাব্য রেঞ্জ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিনিয়োগকারীরা কি করবে। স্টক স্পেসিফিক মুভমেন্ট চলছে তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু বাজার যদি পড়া শুরু করে তবে ইনডেক্স ম্যানেজমেন্টের যে বিষয়টা থাকে সেখানে দেখা যায় যে স্টকগুলোতে বেশি ইনডেক্সের কন্ট্রিবিউশন রয়েছে সেগুলোকেই কাজে লাগানো হয় সাধারণ সেন্টিমেন্ট ঠিক করার জন্য। কাজেই এক্ষেত্রেও এই লজিকের উপর ভিত্তি করে নিচের লেভেলে পেলে কিনা যেতে পারে। এখন দেখার আগামী সপ্তাহে আমরা অলৌকিক কোন ঘটনা দেখতে পাই কিনা যা বাজার কে উপরের দিকে নিয়ে যায়!

সরকার পাল্টাতেই সংগ্রামে জয়ী চন্দ্রা গ্যাসের শ্রমীকরা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বাঁকুড়ার চন্দ্রা গ্যাস এজেন্সির ইন্ডেন–এর গ্যাস ডেলিভারির কাজে যুক্ত ২৫ জন ডেলিভারি শ্রমিকদের ২০২৫ সালে পূজোর পর অক্টোবর মাস থেকে মজুরী বড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে মালিক তা কার্যকরী না করায় শ্রমিকেরা শুরু করেছিলেন আন্দোলন। পাশাপাশি দাবী তুলেছিলেন তাদের ইপিএফ, ইএসাই–এর মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করার। দাবীগুলির সমর্থনে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন ডিসেম্বর, ২৫–এ। প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই ধর্মঘট বারবার তোলা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পরে বাঁকুড়া সদর থানার হস্তক্ষেপে এপ্রিলের গোড়ায় দ্বিপাক্ষিক সভা হলেও সেই আলোচনায় অচলাবস্থা অব্যাহত থাকে বা শ্রম দপ্তরের ডেপুটি লেবার কমিশনার সমস্যার সমাধানে একাধিকবার ত্রিপাক্ষিক সভা ডাকলেও মালিক পক্ষ সেই সভাগুলির বেশীরভাগই এড়িয়ে চলায় জটিলতা বাড়তে থাকে।

নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর অচলাবস্থা কাটাতে আজ এক দ্বিপাক্ষিক সভায় বসা হলে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের মজুরীবৃদ্ধি লাগু করতে ও তাদের ইপিএফ ও ইএসআই–এ অন্তর্ভুক্ত করার স্বীকৃতি প্রদানে সম্মত হলে শ্রমিকরা তাদের দাবীগুলি পূরণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন।

চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন চন্দ্রা গ্যাস এজেন্সির প্রোপাইটার শুভেন্দু চঁন্দ, আন্দোলনরত শ্রমিকদের পক্ষে উজ্জ্বল চক্রবর্তী ও আদিত্য রাণা এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষে প্রতীপ মুখার্জী, তপন দাস ও অশোক ব্যানার্জী(সিআইটিইউ), ভাস্কর সিংহ(এআইটিইউসি) প্রমুখ। তাদের আন্দোলনের পাশে থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য শ্রমিকেরা সিআইটিইউ, এআইটিইউসি, এআইসিসিসিটিইউ ও আইএনটিইউসির নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

শিক্ষা যখন অস্বচ্ছতার

প্রথম পাতার পর

ঘন ঘন ইচ্ছামত এবং অনুপ্রেরণীয় সিলেবাস–এর পরিবর্তন এবং সঙ্গে কোটি কোটি টাকায় বইছাপা ও বিতরণের আড়ালে নানা অস্বচ্ছতার প্রশ্ন ও অভিযোগ উঠেছে। বিনামূল্যে ছাত্র–ছাত্রীদের খাতা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি খাতার ঝক্‌ঝকে প্রচ্ছদের কমপক্ষে সাতটি করে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কার বা কাদের নির্দেশে, কোন উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ে থাকে। তা ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন না তুললেও অভিভাবক–অভিভাবিকারা নিশ্চিতভাবেই জানতেন বুঝতেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দলতন্ত্র, স্যাক্ট শিক্ষক নিয়োগে গোষ্ঠীতন্ত্র দেখেও সে দিনের জীবিত পরিবর্তনকামী বুদ্ধিজীবিরা মৌন থেকেছেন। প্রতিশ্রুতি ছিল বাম আমলের নিয়োগ নিয়ে শিক্ষা অডিট হবে। প্রয়াত বিজ্ঞানী মমতা সরকার ঘনিষ্ট অভীক দত্ত মজুমদার নানা নথিপত্র ঘেঁটে বাম জমানার শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে শ্বেতপত্র ধাঁচে এক পত্রিকা প্রকাশ করলেও সেদিনের শিক্ষামন্ত্রীরা বেমালুম চেপে যায় সেই রিপোর্ট।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার সিলেবাস থেকে নেতাজি, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ মুছে দিয়ে আনা হয় বরুণ সেনগুপ্ত, এ. রাম প্রমুখের কথা। অনিলায়নে দীক্ষিত সিলেবাস কমিটির শিক্ষকরা হয়ে ওঠেন মমতায়নের পৃষ্ঠপোষক। মাধ্যমিকের ইতিহাস সিলেবাসে নেতাজিকে প্রায় একেবারে গৌণ করে দেওয়া হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর ইংরাজি বইতে তৃণমূল সাংসদ–এর অনৈতিহাসিক গল্পকে কোমলমতি ছাত্রদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলেছে। নেতাজি নিয়ে মমতা সরকারের কেলেঙ্কারী এক অন্য অধ্যায়। বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডি.আই.অফিস–এর গুরুত্ব অপরিসীম। ডি.আই. অফিসে কর্মীদের দুর্ব্যবহার, অর্থ চাওয়ার মানসিকতা যাঁরা শিক্ষাভবনে যান সেই সব শিক্ষক–শিক্ষিকারা বিশেষ করে পেনশনের জন্য দৌড় ঝাঁপ করা ব্যক্তিরা ভুক্তভুগী। ডিজিটাল অন লাইনে পেনশনের প্রক্রিয়া শুরু হলেও অস্বচ্ছতা কিছুমাত্র কমেনি শিক্ষক সমাজের প্রতি।

ঐতিহ্যবাহী সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে প্রধানশিক্ষক ও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও সিলেবাসে চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক ভাবনার প্রতিফলন হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবেই ঘটানো হয়েছে। যেমন শিক্ষাকে বহুমূল্যের পণ্য সামগ্রী করে তোলা স্কুল–কলেজ–ইউনিভার্সিটি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে তোলার প্রবণতার আড়ালে অর্থলাভের অসুস্থ ভাবনা স্পষ্ট। শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের নিলামে চড়াতে মমতার সরকার যেভাবে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে এগিয়েছে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলার সামগ্রিক শিক্ষার পরিকাঠামো ও সাধারণ বাড়ীর বাংলাভাষী নিম্ন ও মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিসরগুলি। শিক্ষাকে বদ্ধ জলাশয়ে আবদ্ধ রেখে মিথ্যা ভাবমূর্তি নির্মাণের জন্য বিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগার এবং সাধারণ গ্রন্থাগার গুলি কোন পত্রপত্রিকা, কোন বইকে রাখতে হবে তার ফতোয়া জারি হয়। বাংলার শিক্ষার ভবিষ্যতের স্বার্থেই এই অব্যবস্থা আজ পাল্টানো দরকার।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ৬০ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার, গ্রেড–বি (ডি.আর.) জেনারেল, অফিসার, গ্রেড–বি (ডি.আর.) ডি.ই.পি.আর. ও অফিসার, গ্রেড–বি (ডি.আর.)–(ডি.এস.আই.এম.) পদে ৬০ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:—

অফিসার, গ্রেড–বি (ডি.আর.) (জেনারেল): মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট বা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে সাধারণ ভাবে পাশ) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে: ৭৮,৪৫০–১,৪১,৬০০ টাকা। শুরুতে ২ বছর প্রবেশন। শূন্যপদ: ৪০টি (জেনাঃ ১৬, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ড.এস. ৪)।

অফিসার, গ্রেড–বি (ডি.আর.) ডি.ই.পি.আর: অর্থনীতি, কোয়ান্টিটেটিভ ইকনমিক্স, ম্যাথমেটিক্যাল ইকনমিক্স, অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স, ইকনোমেট্রিক্স, ফিনান্সিয়াল ইকনমিক্স, বিজনেস ইকনমিক্স, অ্যাগ্রিকালচার ইকনমিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকনমিক্স, ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্স ও ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক্সের পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন।

ফিনান্স, কোয়ান্টিটেটিভ ফিনান্স, ম্যাথমেটিক্যাল ফিনান্স, কোয়ান্টিটেটিভ টেকনিক্স, ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স, বিজনেস ফিনান্স, ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ট্রেড ফিনান্স, ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড ট্রেড ফিনান্স, কর্পোরেট ফিনান্স, প্রোজেক্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিনান্স, অ্যাগ্রি বিজনেস ফিনান্সের এম.এ.বা এম.এসসি. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য।

গবেষণা বা শিক্ষকতার কাজে অভিজ্ঞতা ও নামি জার্নাল প্রকাশনায় দক্ষতা থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হবে। মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ: ১০টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)।

অফিসার, গ্রেড–বি (ডি.আর.)–ডি.এস.আই.এম. স্ট্যাটিস্টিক্স, ম্যাথমেটিক্স, ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স, ম্যাথমেটিক্যাল ইকনমিক্স, ইকোনমেট্রিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ইনফর্মেটিক্স, অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিস্টিক্স, কোয়ান্টিটেটিভ ইকনমিক্স, ইকনোমেট্রিক্স বা ইনফর্মেটিক্সের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। ডাটা সায়েন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্সের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। স্ট্যাটিস্টিক্স, ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স, অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিস্টিক্স, কোয়ান্টিটেটিভ ইকনমিক্স, ইকনোমেট্রিক্স, ইনফর্মেটিক্স, ডাটা সায়েন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্সের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলেও আবেদন করতে পারেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। গবেষণা বা শিক্ষকতার কাজে অভিজ্ঞতা ও নামি জার্নাল প্রকাশনায় দক্ষতা থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হবে। মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ। ১০টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ১)।

সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১–৪–২০২৬–র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–৪–১৯৯৬ থেকে ১–৪–২০০৫–এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও.বি.সি. হলে ১৩ বছর, তপশিলী হলে ১৫ বছর) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। যাঁরা এম.ফিল. বা ডক্টরেট করছেন, তাঁরা যথাক্রমে ২ ও ৪ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে সর্বোচচ ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। সাধারণ প্রার্থীরা ৬ বার এই পরীক্ষা দিতে পারবেন। তপশিলী, ও.বি.সি., ই.ডব্ল.এস. ও প্রতিবন্ধীদের বেলায় কোনো কড়াকড়ি নেই। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: RBISB/DA/01/2026–27.

প্রার্থী বাছাই করবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সার্ভিসেস বোর্ড। সব পদের বেলায় প্রথমে অনলাইন পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা হবে পূর্ব ভারতে এইসব কেন্দ্রে : কলকাতা, আসানসোল, শিলিগুড়ি, কল্যাণী, হুগলি, বর্ধমান, দুর্গাপুর, হাওড়া।

অফিসার, গ্রেড–বি (ডি.আর.) জেনারেল পদের বেলায় প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা হবে ১৩ জুন। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের পরীক্ষা হবে ২৫ জুলাই। ডি.ই.পি.আর. আর গ্রেড–বি (ডি.আর.) ডি.এস.আই.এম. পদের বেলায় প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা হবে ১৪ জুন। ডি.পি.ই.আর.ও ডি.এস.আই.এম. পদের বেলায় দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের পরীক্ষা হবে ২৬ জুলাই। সব পর্যায়ের পরীক্ষার সিলেবাস ওয়েবসাইটে পাবেন। সফল হলে ইন্টারভিউ।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২০ মে–র মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.rbi.org.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন আর নিচের এই প্যারাগ্রাফটি স্ক্যান করে নেবেন। I..... (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৮৫০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ১০০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর আর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

মুক্ত করতে

প্রথম পাতার পর

লেকগার্ডেন্স স্টেশন ছিল সন্ধের পর ভবঘুরেদের আস্তানা। রেল দপ্তর বারবার অবৈধ হকার এবং দোকানদারদের তোলার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই স্থানীয় যে থানা অর্থাৎ রাজ্য সরকারের থানা এবং শাসকদলের ইউনিয়ন রেলের সেই উদ্যোগে ভেস্তে দিয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে এবং দিল্লিতেও বিজেপি সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত আছে। অর্থাৎ এখন বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার। তাই পূর্ব রেল তৎপরতা শুরু করেছে বিভিন্ন স্টেশন কে হকার মুক্ত করার জন্য।

শুক্রবার বালিগঞ্জ স্টেশনে গিয়ে চোখে পড়ল বিভিন্ন দোকানদাররা তাদের মালপত্র বেঁধে ফেলেছেন সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। পার্কসার্কাস স্টেশনেও শুক্রবারে রেল দপ্তর জানিয়ে দিয়েছে এখানে কোন অবৈধ দোকান বা হকাররা থাকতে পারবেন না। এখন আর বিগত শাসকদলের ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রেল পুলিশ এবং রাজ্য সরকারের পুলিশ যৌথভাবে বিভিন্ন স্টেশনে নজরদারি শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক তথা ডিজিএম শিবপ্রসাদ মাজী জানালেন, 'আগামী ৬ মাসের মধ্যে পূর্ব রেল এলাকার সমস্ত স্টেশনকে হকার মুক্ত করা হবে।'

এলো বার্তা

প্রথম পাতার পর

গরিব মানুষের ছাদ হয়নি কিন্তু তিনি অট্টালিকা গড়ে তুলেছেন দিকে দিকে। জনরোষ এখন আছড়ে পড়ছে।' প্রসঙ্গত, ১৫ মে হঠাৎ করে বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল সামাজিক মাধ্যমে তার কিছু বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে পুলিশ চক্রান্ত করেছে। বিষ্ণুপুর থানার আইসিকেও এক হাত নেন। তিনি পরিষ্কার বলেন, এভাবে তাকে দমানো যাবে না। আগামীদিনে আবার লড়াই আন্দোলনে ফিরবেন। কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতে বলেন। শেষে বলেন, আমি ঠিক জায়গায় আছি। তবে কোথায় আছেন তা পরিষ্কার বলেনি।

অ্যাকশান মোডে সিক্স হেড আর্মি

প্রথম পাতার পর

বেআইনি নির্মাণ সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ইতিমধ্যে দমকলের এক অধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আরজি কর কাণ্ডে অভিযুক্ত তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল এবং আরও ২ আইপিএস ইন্দিরা মুখার্জি ও অভিষেক গুপ্তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পঞ্চায়েতগুলিতে পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। দুর্নীতি আটকাতে রেশনে আটার বদলে গম দেওয়ার কথা জানিয়েছেন খাদ্য মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক কথা দিয়েছেন মেসি কাণ্ডের ফাইল খুলে মাঠের দুর্নীতি ফাঁস করার। ভুয়ো এসসি–এসটি সার্টিফিকেট দুর্নীতি উন্মোচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আদিবাসী উন্নয়ন, অনগ্রসর শ্রেণীকল্যাণ, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু।

সকল দুচাকা চালকদের জন্য বাধ্যতামূলক হেলমেট, মাইক ব্যবহারে লাগাম, ডিজে নিষিদ্ধকরণ, অনুপ্রেরণা শব্দ ও বিশ্ব বাংলার লোগো বাতিল, পশু হত্যায় আইন বলবৎ ও সরকারি কর্মীদের আসা যাওয়ায় কড়া নিয়ম, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আলোচনা বলে দিচ্ছে রাজ্য থেকে উবে যাওয়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় এঁরা বদ্ধপরিকর। শিল্প ক্ষেত্রেও ইতিবাচক বার্তা আসতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট রাজ খতম করতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে। জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন তোলার তোড়জোড় চলছে। সিঙ্গুরে গয়না শিল্পের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। সূত্রের খবর বড় শিল্পের লগ্নি আনতে দিল্লি যাচ্ছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। শুরু হয়ে গিয়েছে হাসপাতাল, স্কুল, হোম পরিদর্শন। সব মিলিয়ে রাজ্য জুড়ে বইছে খোলা হাওয়া। তবে এই ফুরফুরে মেজাজ কতদিন বজায় থাকবে তা নিয়ে সন্দেহের উল্টো বাতাসও বইছে মাঝে মধ্যে।

এই সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। অর্ধ শতাব্দী পর বাংলায় ফিরেছে ডবল ইঞ্জিন সরকার। বর্তমান বঙ্গবাসীর বড় অংশেরই এর সঙ্গে পরিচয় নেই। আবার শেষ ডবল ইঞ্জিন সরকারের শেষ ৫ বছর ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ বাংলার কাছে বিভীষকাময়। তার আগের ৫ বছর (১৯৬৭–১৯৭১) চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নৈরাজ্যে কেটেছে বাঙালির। তার আগে দেশভাগ কেড়ে নিয়েছে বাঙালির সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি। ফলে বিধানচন্দ্র রায়ের কিছুকাল বাদ দিলে ডবল ইঞ্জিন সরকারের স্বাদ বাঙালির কাছে থেকে গিয়েছে পানসা। এবার সেই সুযোগ অনেক কষ্ট সহ্য করে নিয়ে এসেছে বাঙালি। এ সুযোগ হাতছাড়া হলে বাংলা যে চির অন্ধকারে ডুবে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য সহ বিজেপি নেতারা বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলছেন, ২০২৬–এ আসা সরকার কোনো দলের সরকার নয়, বাংলার মানুষের সরকার। এই বোধ কার কতদিন থাকবে ঠিক নেই, তবে বাংলার মানুষকে এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না। এই সরকারকে নয়নের মত রক্ষা করতে হবে সকলকে।

তারা মায়ের

প্রথম পাতার পর

অনেকে আবার বেশি দক্ষিণা দিয়ে লাইন টপকে আগেই পাদপদ্মে পুজো দিয়ে যাচ্ছে, এমন দৃশ্য চোখে পড়েছে। এই বিষয়টি নিয়েও প্রচুর তীর্থযাত্রীর ক্ষোভ আছে। এই প্রসঙ্গে সন্ন্যাসী তলার ভবাপাগলা আশ্রমের মহারাজ বুদ্ধানন্দ গিরি জানালেন, 'আমরা পরিবর্তনের জন্য লড়াই করেছিলাম কারণ হিন্দু সনাতনীরা বিপদের মধ্যে ছিলেন। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে লক্ষ্য কণ্ঠে গীতা পাঠের অনুষ্ঠান সফল করতে আমি বীরভূম জেলার প্রমুখ ছিলাম। আমি অনুরোধ করবো রাজ্য সরকার তারাপীঠ মন্দিরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক। পুজো দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য না করে সকলকেই লাইন দিয়ে নিয়ম–কানুন মেনে পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা করা, পাণ্ডাদের জুলুমবাজি বন্ধ করা হোক।'

সীমান্ত সুরক্ষায় খুশি বাসিন্দারা

প্রথম পাতার পর

উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা থেকে শুরু করে বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত বহু এলাকা এখনও দুষ্কৃতিদের কাছে ওপেন করিডর হিসেবে চিহ্নিত। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারীর এই সিদ্ধান্তে খুশি সীমান্তবর্তী বাসিন্দারা। কারণ এই সিদ্ধান্তে তাদের নিরাপত্তার ভরসা দিল নয়া বিজেপি সরকার।

পেট্রোপোল থানার কালিয়ানি এলাকার বাসিন্দারা জানালেন, তারা কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য জমি দিতে প্রস্তুত। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতিরা ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে। ভয়ে তারা কিছু বলতে পারেন না। স্থানীয় গ্রামবাসী উর্মিলা মণ্ডল বলেন, 'এই বেড়া দেওয়া সম্পন্ন হলে আমরা রেহাই পাই। কাঁটাতারের জন্য আমরা এক পায়ে জমি দিতে প্রস্তুত।' প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্তের বহু জায়গায় জলপথ থাকার কারণে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়নি। আবার অনেক জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে। বাগদার জিৎপুর, বয়রা, কাশীপুর সহ পেট্রাপোল সীমান্তের একাধিক এলাকায় জলাভূমি ও ইছামতী নদী থাকায় চোরাচালানকারীরা বিএসএফের চোখ এড়িয়ে অনেক সময় নদীপথে ভারতে ঢুকে পড়ে। এক গ্রামবাসী বলেন, 'কাঁটাতার দেওয়া হোক সঠিক মাপে। তবে এখানে অনেক মৎস্যজীবী পরিবার রয়েছে। তাদের মাছ ধরার ব্যাপারটাও প্রশাসন মাথায় রাখুক, এটাই আমরা চাই।' সীমান্ত সুরক্ষায় এই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন প্রাক্তন বিএসএফ কর্তা সমীর মিত্র। তিনি বলেন, 'সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্র–রাজ্য উভয় সরকারের। এই নিরাপত্তার প্রশ্নে দীর্ঘদিন ধরে টানা পোড়েন চলছিল। যার ফলে সীমান্ত সুরক্ষার কাজ থমকে ছিল। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় আমি খুশি।'

শুকিয়ে গিয়েছে জাহাঙ্গীরের বাগান

প্রথম পাতার পর

দলুইপুরে দেখা হয়ে গেল বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডা প্রচুর কর্মী সমর্থক নিয়ে তিনি প্রচার করছেন। প্রচুর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তাকে ঘিরে আছে। এমনকি ২০২১ সালে বিজেপির যিনি প্রার্থী হয়েছিলেন বিধান পাড়ুই, এতদিন ঘর ছাড়া ছিলেন তাকেও দেখলাম দেবাংশু পাণ্ডার সঙ্গে প্রচার করতে। দেবাংশু পাণ্ডা জানালেন, মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। আতঙ্ক কেটে গেছে। সন্ত্রাসমুক্ত ফলতা আজ হাসছে। বিধান পাড়ুই জানালেন, ফলতায় দেবাংশুদার জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। হরিণডাঙায় দেখা গেল মাইকে বাজছে 'পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার'। যদিও সরকার ইতিমধ্যেই পাল্টে গেছে বিজেপি সরকার এসেছে কিন্তু ওখানকার কর্মী সমর্থকরা বলছেন, ২১ মে নির্বাচনের পর আমাদের এখানে পরিবর্তন হয়ে যাবে। হরিণডাঙ্গা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিজেপির কনভেনার কৃপাকর হালদার জানালেন, দীর্ঘদিন ধরে আমরা অত্যাচারিত হয়েছি। ২০২১ সালে ৪ মে বিজেপি করার অপরাধে আমার দোকান ভাঙচুর করা হয়েছিল। এমনকি আমার স্ত্রীর পেটে লাথি মারা হয়েছিল। ওই হামলার নেপথ্যে ছিলেন রঞ্জিতা মণ্ডল নামে যিনি উপপ্রধান ছিলেন তার ছেলে অমরেশ মণ্ডল। মেহেবুব খান নামে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালাতো ফলতা এলাকায়। এই সমস্ত দুষ্কৃতিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই আমরা। বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার নেতা তৌফিক আহমেদ মোল্লা বললেন, আমরা এতদিন পরাধীন ছিলাম, প্রায় স্বাধীন হয়ে গেছি ২১ মে–র পর আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যাব। অন্যদিকে, জানা যাচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস ২১ মে ভোটের দিন কোন পোলিং এজেন্টই খুঁজে পাচ্ছে না। কেউই আর আগ্রহ দেখাচ্ছেনা পোলিং এজেন্ট হওয়ার। সূত্রের খবর, গত শুক্রবার গভীর রাতে পুলিশি নিরাপত্তায় নাকি জাহাঙ্গীর খান বাড়িতে এসেছেন। নির্বাচন কমিশনের সূত্রের খবর প্রতিটি প্রার্থীকেই নিরাপত্তা দেওয়া কমিশনের একটি নিয়ম।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

১৬ মে – ২২ মে, ২০২৬

মেষ রাশি : অতীতের নেতিবাচক ঘটনাগুলো উপেক্ষা করুন। আপনার কাজকে নতুন রূপ দিতে আরও সৃজনশীল পদ্ধতি অবলম্বন করুন। আপনি শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে সুস্থ বোধ করবেন। আপনার সাফল্য এবং পরিকল্পনা কারও সাথে ভাগ করবেন না, অন্যথায় এটি সমস্যা তৈরি করতে পারে। যদি সবকিছু আপনার ইচ্ছামতো না হয় তবে ধৈর্য এবং শান্তভাব বজায় রাখুন।

বৃষ রাশি : ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক কাজগুলো ভালোভাবে সমন্বিত হবে। আপনার উন্নত কর্মনিষ্ঠা বেশিরভাগ কাজ সময়মতো সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে, যা কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবে। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে পরামর্শ করুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো স্থগিত না করে, সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করুন।

মিথুন রাশি : কোথাও টাকা আটকে থাকলে, এই সপ্তাহে তা ফেরত আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কাজের চাপ বাড়বে, কিন্তু আপনি আপনার কাজগুলো ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার সন্তানদের সাথে কিছু সময় কাটান।

কর্কট রাশি : আপনার বাড়িকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য কেনাকাটা হতে পারে। আপনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন, যা উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্যও সচেষ্ট হবেন। পারিবারিক বা ব্যবসায়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, কিন্তু একগুঁয়েমি বা তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

সিংহ রাশি : বাড়িতে আত্মীয়–স্বজনের আগমন একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে। কারো সাহায্যে যেকোনো অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হতে পারে। আপনার সন্তানদের নিয়ে চলমান দুশ্চিন্তা দূর হলে স্বস্তি মিলবে। কোনো পলিসিতে বিনিয়োগ করার আগে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করুন।

কন্যা রাশি : পরিবারের কোনো সদস্যের সাফল্য বাড়িতে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করবে। আদালতের কোনো মামলা বা বিচারাধীন সম্পত্তি–সংক্রান্ত বিষয় আপনার পক্ষে নিষ্পত্তি হতে পারে। যেকোনো পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং অহংকার পরিহার করুন। আপনার স্বভাবে সরলতা এবং নম্রতা বজায় রাখুন।

তুলা রাশি : নিজের অসুবিধাগুলো ভুলে গিয়ে কাজে মনোযোগ দিলে সাফল্য আসবে। ইতিবাচক থাকলে যেকোনো পরিস্থিতিতেই আপনি আপনার কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ সদস্যদের নির্দেশনা ও পরামর্শ অবশ্যই মেনে চলুন। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

বৃশ্চিক রাশি : পরিকল্পিত কাজগুলো সময়মতো সম্পন্ন হওয়ায় আপনার উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। বাড়ি সংস্কার বা উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করা হবে। কেনাকাটার সময় আপনাকে অতিরিক্ত খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের সাথে উত্তেজনা বাড়তে পারে। কিছু সময়ের জন্য দুঃখ এবং নেতিবাচক চিন্তা আসতে পারে।

ধনু রাশি : সপ্তাহটি আনন্দদায়ক হবে। আপনার ব্যক্তিগত কাজগুলো সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করুন। একটি পারিবারিক সমস্যার সমাধান আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা ফিরিয়ে আনবে। আপনার মেজাজ সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণ করা সবচেয়ে ভালো হবে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় অবহেলা করা উচিত নয়।

মকর রাশি : আপনি নিকটাত্মীয়দের সাথে দেখা করবেন। অতীতের ভুল বোঝাবুঝির সমাধান হলে সম্পর্কের উন্নতি হবে। নিজের কাজের উপর বিশ্বাস রাখা এবং অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে। অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপনি নিজের ক্ষতি করতে পারেন। যেকোনো পরিস্থিতিতে বয়োজ্যেষ্ঠ কারো পরামর্শ নেওয়া সবচেয়ে ভালো হবে।

কুম্ভ রাশি : পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন। এই আচরণ আপনাকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলির মধ্যে আরও ভাল ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুকূল হতে পারে। যেকোনো প্রকল্প বা কাজ সম্পর্কিত নথিতে সাবধানে বিবেচনা করার পরেই স্বাক্ষর করুন। অহংকার পরিহার করুন।

মীন রাশি : আপনি বেশ কিছুদিন ধরে চলে আসা একটি সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে বাড়ির ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। সম্পত্তি–সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাকে তাড়াহুড়ো করতে হতে পারে। অতীতের ঘটনা নিয়ে বন্ধুর সাথে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শব্দবার্তা ৩৯১

১	■	■	২		৩		
	■	■		■		■	■
৪				■		■	■
	■	■	■	■	৫		৬
৭		৮	■	■	■	■	
■	■		■	৯			
■	■		■		■	■	
১০					■	■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২. নতমুখ ৪. দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ৫. সুন্দর ৭.কষা মাংসের সঙ্গে দারুণ জমে ৯.আলাপ ১০. চোখের জল, অশ্রু।

উপর–নীচ

১. ছাঁদনাতলা ২. সাবধান, সতর্ক ৩. কারাধ্যক্ষ ৬. সেই প্রয়োজনে ৮. টাইট ৯. জল, সমাধি।

সমাধান : ৩৯০

পাশাপাশি : ১. অধিষ্ঠান ৪. হযবরল ৫.শওকত ৭. উন্নায়ক ৯. বদমায়েশ ১০. মসনদ।
উপর–নীচ : ১. অপ্রকাশ ২. নহবত ৩. পরমাত্মীয় ৬.ওলন দড়ি ৭.উপশম ৮. কলাবিদ।

কর্দমাক্ত রাস্তায় পথচারীরা বিপজ্জনক পরিস্থিতির শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : পূর্ব বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা রাজ্যের ‘শস্যগোলা’ রূপে চিহ্নিত এই জেলার সর্বত্রই প্রতি বছর ব্যাপকহারে বোরো ধানের চাষ হয়ে থাকে। এবারও তার অন্যথা হয়নি। বর্ধমান সদর উত্তর ও সদর দক্ষিণ, কাটোয়া এবং কালনা মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এবারে বোরো ধানের আশানুরূপ ফলন

হয়েছে। মাঠ থেকে বোরো ধান কেটে খামারে তোলার কারণে এলাকার পাকা রাস্তাগুলি কর্দমাক্ত হয়ে ওঠার কারণে প্রতি মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। চাষিদের মধ্যে এখন মাঠ থেকে সোনালী ফসল কেটে খামারে নিয়ে যাওয়ার ব্যস্ততা তুঙ্গে। একসময় চাষিরা কাস্তের সাহায্যে ধান কাটার পর সেই ফসল মাথায় চাপিয়ে কিংবা গোরুর গাড়িতে বোঝাই করে মাঠ থেকে খামারে তুলতেন। এখন অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তির কারণে বেশিরভাগ জায়গায় ফসল কাটার কাজটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যেই হয়ে থাকে। অন্যদিকে চটজলদি ফসল কেটে তা খামারে তোলার জন্য আদ্যিকালের গোরুরগাড়ির বদলে যথেচ্ছভাবে ট্রাক্টর–ট্রলির ব্যবহার বেড়েছে। এই ট্রাক্টর–ট্রলিগুলি সরাসরি কাদামাঠেই নেমে ফসল বোঝাই করার পর পাকা রাস্তা ধরে চাষিদের খামারে খামারে পৌঁছে যাচ্ছে। এদিকে অসংখ্য ট্রাক্টরের ঢাউস চাকায় জড়িয়ে থাকা জমাটি কাদা (এঁটেল মাটির পাঁক) পাকা রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এই কাদামাখা রাস্তা ভয়ংকরভাবে পিচ্ছিল হয়ে থাকায় প্রতিটি মুহূর্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠছে এবং সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচলে ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। পথচারীসহ বিভিন্ন বাইক আরোহীদের অভিযোগ, ‘ট্রাক্টরের চাকায় থাকা কাদার তাল পাকা রাস্তায় ওপরে পড়ে থাকছে। প্রতিবারই প্রশাসনসহ স্থানীয় পঞ্চায়েতের তরফে এসময় চাষিদের কাছে বার্তা দেওয়া হয়, পাকা রাস্তায় ওঠার আগে ট্রাক্টরের চাকাগুলি জল দিয়ে পরিষ্কার করার জন্য। কিন্তু, সেই সতর্কবার্তায় চাষিদের পাশাপাশি ট্রাক্টর–চালকদের কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ থাকে না।’ এই জেলার কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, ভাতার প্রভৃতি থানা এলাকার বিস্তীর্ণ অংশের পাকা রাস্তাগুলি এভাবে কাদামাথা হয়ে থাকায় পথচারীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

অর্থসংকটে ধুঁকছে দাঁইহাট পুরসভা

অ্যাম্বুলেন্স মেরামতেরও সংস্থান নেই

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: চরম অর্থসংকটের কারণে ধুঁকছে পুরসভা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্সও মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। এমনতর দুর্দশাগ্রস্ত ছবিটি ধরা পড়ল পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট পুরভবন চত্বরের একটি ছাউনিতে। সেখানে একটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স বিকল অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে পড়ে। যেটাকে কিছু অর্থ ব্যয়ে মেরামত করলেই পুনরায় সচল করে রোগী পরিষেবার কাজে যুক্ত করা সম্ভবপর হবে বলে অনেকেরই দাবি। অথচ সেই পরিমাণ অর্থও নাকি পুরসভার তহবিলে নেই। এই অর্থসংকটের কারণে পুরসভার আরও কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ থমকে রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত দাঁইহাট পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান সমর সাহা বলেন, ‘এই মুহূর্তে পুরসভার তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থের অভাব থাকায় অনেক কিছুই কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। একই কারণে ওই বিকল অ্যাম্বুলেন্সটিকেও মেরামত করা হয়নি। তবে, এজন্য কিন্তু রোগীর পরিষেবা প্রদানের কাজে কোনও সমস্যা হয়নি। কারণ, আমাদের পুরসভায় আরও কিছু অ্যাম্বুলেন্স আছে এবং সেগুলি সর্বদা পরিষেবা প্রদানের কাজে যুক্ত।’ দেড় শতাধিক বছরের পুরনো দাঁইহাট পুরসভা একটি জনপদ হলেও শহরজুড়ে কার্যত অনুন্নয়নের ছবিটাই প্রকট। মোট ১৪টি ওয়ার্ড সম্বলিত দাঁইহাট পুরশহরের দুই–তৃতীয়াংশ এলাকাজুড়ে কৃষিজমি, জলাভূমি, খানাখন্দ সহ গাছপালায় পরিপূর্ণ। নদীর বাঁধ বরাবর মোট তিনটি ওয়ার্ড(২, ৯ এবং ১০

নং) বন্যাপ্রবণ এলাকার মধ্যেই পড়ে। প্রতিবার বর্ষাকালে বন্যার আতঙ্ক গ্রাস করে এই তিনটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। শহরের ১, ৩, ৬, ৭, ৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪ নং ওয়ার্ডগুলির বিস্তীর্ণ অংশজুড়েও জলাভূমি সহ কৃষিজমি বিদ্যমান। বাকি ওয়ার্ডগুলি একটু ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা রূপে পরিগণিত হয়। শহরের জনসংখ্যা ৩০ হাজারের গণ্ডিও পেরোতে পারেনি। এমন একটি শহরের কোথাও কোনওরকম শিল্প–কারখানার চিহ্নটুকুও নেই। মাছ–মাংস থেকে শুরু করে শাকসবজি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেচাকেনার একটি মাত্র বাজার রয়েছে। অথচ কয়েকশো বছর আগে এই দাঁইহাট শহরই কাঁসা–পিতল শিল্প সহ বাণিজ্যক্ষেত্রে বঙ্গদেশ জুড়ে সুনাম অর্জন করেছিল। এরকম একটি পুরশহর বছরের পর বছর ধরে অনুন্নয়ন আর সরকারি বঞ্চনার শিকার। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাজ্যের কোনও সরকারই দাঁইহাট শহরের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উদারহস্তে কখনও এগিয়ে আসেনি। সেই সঙ্গে পুরবোর্ডে যে দল যখনই ক্ষমতায় বসেছে তারা স্বজনপোষণে মত্ত হয়ে নিয়ম বহির্ভূতভাবে যথেচ্ছভাবে কর্মী নিয়োগকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। পুরসভার সার্বিক উন্নতি সাধনকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। যে কারণে রাস্তা সংস্কার থেকে শুরু করে নিকাশি ব্যবস্থা, নিয়মিত সাফাই কাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথেচ্ছই গাফিলতি রয়েছে। পুরচেয়ারম্যান সমর সাহা বলেন, ‘রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। এবারে বিধানসভা নির্বাচনে কাটোয়া কেন্দ্রেও বিজেপির প্রার্থী (কৃষ্ণ ঘোষ) জয়লাভ করেছেন। আমরা কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা হিসেবে অত্যন্ত আশাবাদী যে নতুন সরকার দাঁইহাট শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসবে।’ কাটোয়ার নবনির্বাচিত বিধায়ক কৃষ্ণ ঘোষ জানিয়েছেন, ‘তিনি তাঁর নির্বাচিত এলাকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সর্বদা সচেষ্ট হবেন। একইসঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজে সকলের সহযোগিতাও প্রার্থনা করছি।’

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

শেঠ মুখলাল কারনানি হাসপাতালে দুষ্টচক্র

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

শেঠ সুখলাল কারনানি হাস–পাতালের মর্গের পিছনে চোলাই মদের একটা বড় ঘাঁটি তৈরী হয়েছিল। এই ঘাঁটিতে হাসপাতালের বাহির থেকে রাত্রে লোক যাওয়া আসা করে। ঘাঁটিতে মদ খাওয়া ও পাচারের ব্যবস্থা আছে। অভিযোগে প্রকাশ, এই হাসপাতালের কিছু সংখ্যক কর্মী চোলাই মদের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। জানা গেল, রাত্রে হাসপাতালের ভিতরে বহু আপত্তিকর ও আশালীন ঘটনা সম্পর্কে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কোন ফল হয়নি। আরও জানা গেল, হাসপাতালের ফ্রি–বেড সংক্রান্ত বিষয়েও দুষ্টচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সুখলাল কারনানি হাসপাতালে সাধারণভাবে কোন ফ্রি–বেড নেই। তবে হাস–পাতালের সুপারিনটেনডেন্টের হাতে কয়েকটি ফ্রি–বেড দেবার ক্ষমতা আছে। অসাধু ওয়ার্ডমাষ্টারের সহযোগিতায় ঐ দুষ্টচক্র সুপারিনটেনডেন্টকে ফ্রি–বেড দেবার বিষয়ে প্রভাবিত করেন এবং এইভাবে ফ্রি–বেড পাইয়ে দিয়ে তারা বেশ দু’পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। ফলে প্রকৃত দুঃস্থ রোগীরা সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

১০ম বর্ষ, ১৫ মে ১৯৭৬, শনিবার, ২৩ সংখ্যা

শ্রম কোডের প্রতিবাদে সামিল মুটিয়া শ্রমিকেরা

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে ও নয়ডার শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনগুলি আহুত দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে বাঁকুড়া জেলা মুটিয়া মজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগে আজ সকালে

প্রতিবাদ দিবস পালিত হল বাঁকুড়ার স্টেশন রোড ও সেকেন্ড ফিডার রোডের সংযোগস্থলে। ডিআরএম, আদ্রার বাঁকুড়া আসার কারণ দেখিয়ে স্টেশন রোডে এলাকায় হঠাৎই ১৪৪ ধারা আরোপিত হওয়ায় মিছিলের কর্মসূচী স্থগিত করে করা হল প্রতিবাদ সভা। বাঁকুড়া জেলা মুটিয়া মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক তপন দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখলেন ভাস্কর সিংহ(এআইটিইউসি), বাবলু ব্যানার্জী (এআইসিসিসিসিটিইউ), সুনীল পাত্র(ইউটিইউসি) এবং দেবু রায় ও প্রতীপ মুখার্জী(সিআইটিইউ)। – বক্তারা তুলে ধরলেন কিভাবে করোনাকালে লকডাউনের সময়ে সংসদে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে অন্ধকারে রেখে নিছক সংখ্যা গরিষ্ঠতার জেরে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছিল শ্রমকোড। তা বাতিলের দাবিতে কয়েকবার দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট এবং সে ধর্মঘটে কোটি কোটি শ্রমজীবীদের অংশগ্রহণে তা কার্যকরী করার ব্যাপারে মোদী সরকার থমকে দাঁড়ালেও বিহারে নির্বাচনের পরেপরেই তারা প্রণয়ণ করে ফেলেছিল এই শ্রম কোডের রুলস। আর ৫টি রাজ্যে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরেই ৮ মে মোদী সরকার জারি করেছে তা সারা দেশে লাগু করার ফতোয়া।

সভাশেষে পোড়ানো হল শ্রম কোডের অনুলিপি, আর মুহুর্মুহ শ্লোগান উঠলো, কর্পোরেটদের স্বার্থে রচিত শ্রম কোড জ্বালিয়ে দাও, মোদী সরকার মনে রেখ আইন করে, ভয় দেখিয়ে শ্রমিক আন্দোলন দমন করা যায় না, বাঁচতে গেলেই লড়তে হবে – লড়াই করেই বাঁচতে হবে, দেশজুড়েই শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে আন্দোলন চলছে চলবে, নয়ডার লড়াকু শ্রমিকদের জানাই লাল সেলাম।

পৌরসভার অস্থায়ী কর্মীদের পরিচয়পত্র ও নির্দিষ্ট বেতন কাঠামোর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : বীরভূমের বোলপুর পৌরসভার অস্থায়ী কর্মীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও বঞ্চনার অভিযোগ সামনে এনে ১১ মে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পৌরসভার বিভিন্ন বিভাগের অস্থায়ী কর্মীরা এই সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের নানাবিধ সমস্যা ও দাবি নিয়ে সরব হন। কর্মীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভার হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলেও তাঁরা এখনও পর্যন্ত প্রাপ্য স্বীকৃতি ও ন্যায্য সুযোগ–সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

সভায় কর্মীদের দুটি দাবি ছিল। প্রথমত, পৌরসভার তরফে প্রত্যেক অস্থায়ী কর্মীকে সরকারি স্বীকৃতিসহ বৈধ পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে। কারণ পরিচয়পত্র না থাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হয়। দ্বিতীয়ত, তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ বেতন কাঠামো চালু হোক।

কর্মীদের অভিযোগ, বর্তমানে বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই কর্মীদের কাজের তুলনায় পারিশ্রমিক অত্যন্ত কম। সভায় আরও বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে, পৌরসভায় এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যারা নিয়মিতভাবে কাজে উপস্থিত না থেকেও প্রতি মাসে বেতন পাচ্ছেন। কর্মীদের দাবি, এটি সম্পূর্ণভাবে কর্মীদের ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং স্বীকৃতির দাবিতে সংগঠিত উদ্যোগ। দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভার পরিষেবা দেওয়ার পর তাদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন হোক এবং স্থায়ী কর্মীদের মতো ন্যূনতম প্রশাসনিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা হোক।

এই অনিয়মের কারণে প্রকৃত কর্মীরা আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে স্বচ্ছ তদন্ত এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তারা। তারা বলেন, তাঁদের এই আন্দোলনের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ নেই।

কর্মীরা জানান, খুব শীঘ্রই তাঁদের প্রতিনিধি দল পৌর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসবে এবং সমস্ত দাবি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরবে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটতে পারেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁরা।

ওয়ার্ড অফিস নিয়ন্ত্রণে নিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : বোলপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে দলীয় কার্যালয় দখলকে কেন্দ্র করে ১১ মে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল। দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে থাকা একটি কার্যালয় এদিন নিজেদের দখলে নেওয়ার দাবি করে বিজেপি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে বিজেপি কর্মী–সমর্থকদের একটি বড় অংশ ১ নম্বর ওয়ার্ডের ওই কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। এরপর কার্যালয়ের বাইরের অংশ গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে সেখানে বিজেপির দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পাশাপাশি কার্যালয়টিকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের দলীয় অফিস হিসেবে ঘোষণা করেন বিজেপি নেতৃত্ব।

বিজেপির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহার ঘনিষ্ঠ বাবু দাস ওই জায়গাটি দখল করে দলীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করে আসছিলেন। উল্লেখ্য, বাবু দাস বোলপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঙ্গীতা দাসের স্বামী। বিজেপির দাবি, এলাকাবাসীর সমর্থন নিয়ে এদিন তারা ওই কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েছে এবং আগামীদিনে এখান থেকেই সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। তাদের বক্তব্য, ‘এলাকায় তৃণমূলের দখলদারির রাজনীতি আর চলবে না। সাধারণ মানুষের সমর্থন নিয়ে আমরা এই কার্যালয় পুনর্দখল করেছি। আগামীদিনে বোলপুরের প্রতিটি ওয়ার্ডেই বিজেপির সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে।’

যদিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সামনেই একাধিক সাংগঠনিক কর্মসূচি থাকায় বোলপুরে দুই রাজনৈতিক দলের এই সংঘাত আগামীদিনে আরও তীব্র হতে পারে। ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

‘সবকা বিকাশ’–এর স্বপ্ন পূরণের পথে মুখ্যমন্ত্রী

সুমন আদক, হাওড়া : ‘সবকা বিকাশ’–এর স্বপ্ন আমরা পূরণ করবই বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ৯ মে রাতে হাওড়ার উলুবেড়িয়া মনসাতলায় দলের সংবর্ধনা কর্মসূচিতে এসে ওই মন্তব্য করেছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘কথা কম, কাজ বেশি। মুখ্যমন্ত্রী সবার। সুতরাং কথাবার্তা ঠিকঠাক করে বলতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলে গিয়েছেন ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’। ‘সবকা বিকাশ’–এর স্বপ্ন আমরা পূরণ করবই।’ এত রাত্রেও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে দলীয় কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভীড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিজেপি কর্মীরা মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেই ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিয়েছিলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে বিজেপির গ্রামীণ জেলার সভাপতি দেবাশিস সামন্তকে লাড্ডু খাইয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।

পুলিশের তৎপরতায় খুললো অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : হাওড়ার বালিটিকুরি জাপানিগেট সংলগ্ন এলাকায় একটি অঙ্গনওয়াড়ী শিক্ষাকেন্দ্রে তালা ঝোলানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ১১ মে সকালে পড়ুয়ারা ওই শিক্ষাকেন্দ্রে এসে তালা ঝুলতে দেখে। এই নিয়ে পড়ুয়াদের অভিভাবক ও এলাকাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায়। স্থানীয়দের দাবি, একটি ক্লাবের নিচের ঘরে দীর্ঘদিন ধরেই ছোটদের পড়াশোনা চলত। হঠাৎ কেন্দ্র বন্ধ দেখে তারা পুলিশে খবর দেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তালা খুলে দেয়। এরপর পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে।

গ্রেপ্তার দেউলি–১ পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা : ভোটের আগে বিরোধীদের নানা ধরনের হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি, মারধর, গাড়ি ভাঙচুর সহ একাধিক ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১৪ মে দেউলি এলাকা থেকে হাফিজুল মোল্লা নামে তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, হাফিজুল মোল্লা দেউলি ১ পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। ভোটের আগে থেকেই তার নানা ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য নিয়ে আইএসএফ সহ বিরোধী রাজনীতি দল নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভোটের আগে ক্যানিং পূর্বের আইএসএফ প্রার্থী আরাবুল ইসলামের উপর হামলা করা থেকে শুরু করে তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠে হাফিজুল সহ তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ভোটের দিন বুথ থেকে আইএসএফের এজেন্টদের মেরে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠে তার বিরুদ্ধে। এমনকি এক এজেন্টকে মেরে পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। ভোট গণনার পর রাজ্যে সরকারের পালা বদল হতেই তিনি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। এদিন এলাকায় ফিরতেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

বালির জল নিকাশি সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : আগামী বর্ষার আগে বালির নিকাশির কাজ খতিয়ে দেখতে পথে নামলেন বিধায়ক সঞ্জয় সিং। তাঁর অভিযোগ, এর আগে প্রায় দেড় দশকে বালি বিধানসভা এলাকায় কোনও উন্নয়ন হয়নি। সোমবার সকালে এদিন সকালে তিনি বেলুড় ধর্মতলা রোড এবং এমএলবি রোড সহ একাধিক এলাকা পরিদর্শন করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার কথা শোনেন। সাফাই কর্মীদের রাস্তায় পড়ে থাকা নোংরা আবর্জনা দ্রুত তুলে ফেলার নির্দেশ দেন বিধায়ক। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘আমাকে কাজ করতে হবে। ১০০ শতাংশ উদ্যোগ নেব।’ এখানকার নর্দমার জল রাস্তার উপরে উপচে পড়ছে। আজ সকালে সুয়ারেজ এবং সাফাই এর কাজ যারা করেন তাঁদের ডেকে পাঠানো হলে জানায়, ‘এখানকার নর্দমা ভাঙা আছে। এখানে সুয়ারেজ পাইপ ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি ভাঙা আছে।’

বিধায়ক আরও বললেন, ‘এই পরিস্থিতি থাকলে বর্ষার সময় জল হয়ে যাবে। এতে মানুষের সমস্যা হবে। ভট্টনগরের পচা খালের অবস্থা ভালো নয়। কম ফ্লো হচ্ছে। যদি এরকম অবস্থা থাকে তাহলে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে। সেইজন্য বালির অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গেও দেখা করা হয়েছে। এরপর যৌথভাবে আমরা ভিজিট করব। বর্ষা আসতে এখনও এক মাসের মতো বাকি। এর মধ্যে কাজ শেষ করতে পারলে বালির মানুষ উপকৃত হবেন।’

তৃণমূলের পার্টি অফিস ফেরাল বিজেপি, ভাঙচুরের নেপথ্যে ‘ষড়যন্ত্র’ ফাঁস

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর: রাজনৈতিক সৌজন্য ও শান্তির এক অনন্য নজির সৃষ্টি হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকে। ৪ মে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর সাগরে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী সুমন্ত মণ্ডল। অভিযোগ ওঠে, বিজয় উৎসবের আড়ালে কিছু ‘অতি উৎসাহী’ তৃণমূল কর্মী নিজেদের পিঠ বাঁচাতে গেরুয়া আবির মেখে বিজেপির ঝান্ডা হাতে নিয়ে এলাকায় তাণ্ডব চালায়। বিজেপিকে বদনাম করার উদ্দেশ্যে তারা নিজেরাই তৃণমূলের বেশ কিছু পার্টি অফিস ভাঙচুর ও দখল করে সেখানে গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দেয়। বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ বিজেপি ৩ নম্বর মন্ডল সভাপতি রাজেশ জানার নেতৃত্বে একদল বিজেপি কর্মী হরিণবাড়ি এলাকায় যান। তারা ওই পার্টি অফিসের তালা খুলে সমস্ত বিজেপির পতাকা ও ফেস্টুন সরিয়ে ফেলেন। এরপর সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক সৌজন্য বজায় রেখে পার্টি অফিসটি স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের হাতে তুলে দেন তিনি। রাজেশ জানা জানান, ‘বিজেপি ভাঙচুরের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। যারা নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে আমাদের দলের বদনাম করার চেষ্টা করেছিল, তাদের আমরা সফল হতে দেব না। সাগরের মাটিতে এই সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার ডাক দিয়েছেন তিনি।’ বিজেপির এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় সাধারণ মানুষ।

মৎস্য বন্দরে দুর্নীতির অবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : রাজ্যে পালাবদলের পর এক অন্যরকম আবহের সাক্ষী থাকল ১২৩ নম্বর বুথের মায়াগোয়ালিনী ঘাট এলাকা। মঙ্গলবার বিজেপির পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য বিজয়া মিছিলের আয়োজন করা হয়। তবে এই মিছিল শুধু উৎসবের ছিল না, ছিল এক বড় রাজনৈতিক বার্তা ও প্রতিবাদের মঞ্চ। মিছিলের শুরুতে দেখা যায় এক আবেগঘন দৃশ্য।

বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা সত্যবান পড়্যারী মাথা ন্যাড়া করেন এবং এরপর দুধ দিয়ে স্নান করেন। তিনি জানিয়েছিলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার যেদিন পরিবর্তন হবে, সেদিনই তিনি মাথা ন্যাড়া করে দুধ দিয়ে স্নান করবেন— এই প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন। সেই সংকল্প পূরণ করার পাশাপাশি তিনি গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রাণ হারানো ৩২১ জন বিজেপি কর্মীর আত্মার শান্তি কামনা করেন। মৃত কর্মীদের প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদন এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

এরপর মিছিলটি পৌঁছায় ২০০৯ সালে তৈরি হওয়া স্থানীয় মৎস্য বন্দরে। অভিযোগ, বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে এই বন্দরে একাধিক দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছিল, যার প্রতিবাদে সাধারণ মৎস্যজীবীদের স্বার্থে বন্দরটি আটক করে রাখা হয়েছিল। এদিন বিজেপি কর্মী–সমর্থকেরা সেই মৎস্য বন্দরটি পুনরায় খুলে দেন, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো দুর্নীতি না হয় এবং বন্দরটি স্বচ্ছভাবে চালানো সম্ভব হয়। বন্দরটি সাধারণ মৎস্যজীবীদের স্বার্থেই এটি পুনরায় সচল করা হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয় যে বন্দর পরিচালনায় আর কোনো দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।

মৎস্যজীবীদের প্রাপ্য পরিষেবা যেন কোনো বাধা ছাড়াই সরাসরি তাদের কাছে পৌঁছায়। একটি স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়াই এখন দলের প্রধান লক্ষ্য। এদিনের এই কর্মসূচি ঘিরে এলাকায় বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। মিছিল শেষে নেতৃত্ব হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে তারা সদা তৎপর থাকবেন।

পঞ্চায়েতের তালা খুললেন বিজেপি প্রার্থী

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার : রাজ্যে পালাবদলের পর ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ১১ মে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিভিন্ন পঞ্চায়েতে পৌঁছে নিজে হাতে তালা খুলে পরিষেবা স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নিলেন বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার হালদার। এদিন কানপুর ধনবেড়িয়া, পারুলিয়া, সরিষা এবং বোলসিদ্দি–কালিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে তালা খোলেন তিনি। বিজেপির দাবি, যাতে সাধারণ মানুষ সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঘটনাকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে দীপক কুমার হালদার বলেন, ‘রাজ্যে পালাবদলের পর

তৃণমূলের হার্মাদরা বিজেপি সেজে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে তালা মেরেছে। বিজেপিকে বদনাম করতেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তাই আমরা বিভিন্ন পঞ্চায়েতে পৌঁছে তালা খুলে দিচ্ছি, যাতে সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন।’

আলোকপাত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১৬ মে – ২২ মে, ২০২৬

দুয়ারে নয় হৃদয়ে আসুক

আবারও বাংলায় পরিবর্তন এল। অনেক চমক জাগিয়ে মমতার তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। গত ১৫ বছর বাংলার মানুষ দিনের পর দিন দেখেছে স্বপ্নভঙ্গের দিনলিপি। নানা কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের দলীয়করণ দেখে একদা কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন, উন্নয়ন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। দুয়ারে সরকারের বহু প্রকল্প, আর্থিক সাহায্য, বহু ভালো ভালো প্রতিশ্রুতি বাস্তবে আড়ালে চলে গেছে দুর্নীতির মরুসাহারায়। প্রকৃতপক্ষেই পশ্চিমবঙ্গ সোনার বাংলা হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু নেতা–নেত্রীদের ক্রমবর্ধমান লাগাম ছাড়া অহংকার, জাতধর্মের সংকীর্ণ রাজনীতি, মেলাখেলার বাগারম্ভে স্বপ্নভঙ্গের বাংলায় হতাশার আঁধার নেমে এল। বাম আমলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। মমতা আমলে ছোট–মেজো–বড় নেতা–নেত্রীরা 'খেলা হবে' সংস্কৃতির জালে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন দ্রুত।

দুর্নীতি, ব্যাভিচার আর বিজ্ঞাপনের আধিক্যে অহংকার–আস্ফালনের ধারাবাহিক এক যাত্রাপালার সরকার হয়ে উঠল। একের পর এক মন্ত্রী, আধিকারিকদের দুর্নীতির দায়ে জেল যাত্রাও কিছুমাত্রায় সংযত করতে পারেনি তৃণমূল পরিচালিত সরকারকে। শিল্পহীন, চাকরীহীন আর সীমাহীন আনুগত্যের ঘেরাটোপে পশ্চিম বাংলা যেন এক 'নেই রাজ্যের' রাজ্য হয়ে উঠেছিল ভারতের চোখে। 'জয় শ্রীরাম' যে কখন 'গালাগালি' হয়ে উঠল, কেন যে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নেতাজি জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে মৌন করে দিয়েছিল তার ব্যাকরণ মমতা ব্যানার্জী নিশ্চয় অবকাশে ভাববেন। তোষণের রাজনীতির অভিযোগ তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে উঠেছিল এবং তা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ মিলেছে এবারের জনাদেশে। এত দুয়ারমুখী প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও কেন উন্নয়ন মানুষের দরজায় রয়ে গেল তা নিয়ে মমতা ও শুভেন্দু দুইপক্ষই নিশ্চয় জ্ঞাত আছেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন বিগত সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি বন্ধ হবে না। স্বাভাবিকভাবেই যাতে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার সহ অন্যান্য ভাতা সবার কাছে পৌঁছে যায় তা তীক্ষ্ণভাবে নজর রাখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে কেউ অভুক্ত থাকবে না, ফুটপাতে কোনও অন্নপূর্ণা অন্নহীন হবেন না, এই সত্য যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে ঘটা করে, টলিউড নির্ভর প্রচার রাজনীতির দরকার পড়বে না। শাস্ত্রে বলে, অন্নদান শ্রেষ্ঠ দান। নিরন্ন মানুষ যদি বিজেপি আমলে ভরপেট তৃপ্তি করে অন্নের জোগান পায়, হাতে কাজ পায়, তাহলে সরকার আর দুয়ারে নয়, বাংলার মানুষের হৃদপদ্মে জায়গা করে নেবে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

জ্ঞান লাভ হলে অবিদ্যানদী উত্তীর্ণ হওয়া যায়, অবিদ্যানদীর পরপারেই অক্ষয় ব্রহ্মপদ বিরাজমান। তাই জ্ঞানলাভে সবিশেষ যত্নবান হতে হয়। অবিদ্যারূপী মায়া কোথা থেকে উদ্ভূত হল, তা জানার কোন প্রয়োজন নেই। বরং আমি এই মায়াজাল ধ্বংস করবই, এই সঙ্কল্পে বিচারশীল হওয়া প্রয়োজন। হে রাম! মায়া উৎপাটিত হলে তখন মায়ার পরিচয় ও উৎস এবং বিলয়স্থান জানা যায়।

অসত্য মায়াকে অনুসন্ধান ক'রলে পণ্ডশ্রমই হয়। কিন্তু মায়াকে ধ্বংস করার বিহিত প্রয়াসে পরিশ্রম সফল হয়। কখনও অবিদ্যার বশীভূত হয়নি, এমন কেউ হয়ই না। প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর অবিদ্যার শিকার। এহেন অবিদ্যা সর্বনাশী ব্যাধিবিশেষ, সুতরাং প্রথমে সেই ব্যাধির নিরাময়ে সপ্রচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অবিদ্যার প্রভাবে আত্মজ্ঞান মোহজালে আবৃত হয়ে স্থূলদেহের কারণ ঘটায়। সুতরাং রাম! তুমি প্রবল বিক্রমে অবিদ্যা নাশ ক'রে সংসার সাগরের পরপারে ব্রহ্মপদে স্থিত হও।

বশিষ্ঠ বললেন, হে রাঘব! এখন অবিদ্যা–সঙ্কটের এক মহৌষধ বলছি, শোন। পূর্বে তোমায় যে রাজস–সাত্ত্বিক জন্মের কথা বলার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এই প্রসঙ্গে সেইকথাও বলব। সর্বব্যাপক ব্রহ্মে যে চিৎপ্রতিবিম্ব, তার সামান্যাংশ থেকে চিৎস্পন্দন ঘনীভূত হয়ে ইন্দ্রিয়প্রকাশধর্মী হয়ে থাকে। বায়ু যেমন নিজতেই নিজে প্রবাহিত হয়, আত্মাও তেমনই নিজশক্তি দ্বারা নিজেরই একাংশ স্বতঃই স্পন্দিত করেন। স্পন্দিত আত্মা ইন্দ্রিয়ধর্মী হলে মহাচিদাকাশে চিতিশক্তির আকৃতি উল্লসিত হয়ে ওঠে। তাতে চিতিশক্তি সামান্য আন্দোলিত হলেও স্বচ্ছ চিৎরূপেই সংস্থিত থাকেন, এবং আত্মার সাথে একীভূত হয়েও পৃথকভাবে অনুভূত হন। এই পার্থক্যের কারণে তিনি উপধির অধীন হয়ে খণ্ড ও ভিন্নভাব অর্জন করেন। সর্বশক্তিময়ী চিৎশক্তি এইভাবে কিছুকাল আত্মা হতে ভিন্নভাব গ্রহণ ক'রে নিজেতেই স্ফুরণ ব্যবস্থায় মগ্ন থাকেন, তারপর স্বেচ্ছায় নিজ চিৎশক্তির প্রকাশে আগ্রহী হন। তখন দেশ, কাল, ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদি ঐ চিৎশক্তি হতে উদ্ভূত হয়। ঐ চিৎশক্তি স্বকীয় স্বভাব পরিজ্ঞাত হলে পরমপদে সংস্থিত থাকেন, কিন্তু স্বভাব বিস্মৃত হলে ক্রমশঃ ভ্রান্তিবশে পরিচ্ছিন্ন হতে থাকে। ভ্রান্তিবশেই নাম, রূপ, সংখ্যা ইত্যাদির জ্ঞান উপস্থিত হয়। আত্মা হতে অন্য, এই অসৎ জ্ঞান বা কল্পনা ক্রমশঃ দৃঢ় হতে হতে বিভিন্ন সঙ্কল্প উপস্থিত হয়ে জগৎ আকার ধারণ করেন। আবার বলি, আত্মা হতে ভিন্নভাব উপস্থিত হলেও সেই স্পন্দিত চিৎ ও বিশুদ্ধ আত্মা পৃথক নয়। যত ভিন্নতা, তা কল্পনা বা ভ্রান্তিমাত্র। এক প্রদীপ হতে অনেক প্রদীপ প্রজ্জলিত হলে, প্রতিটি প্রদীপ স্থান, কাল, অবয়বে পৃথক দেখাবে, কিন্তু প্রদীপ–কিরণ একই, তেমনই আত্মা ও আত্মার ভাবনাময়ী চিতিশক্তি পৃথক প্রতীত হলেও তা একই।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

ফিরছে দূরদর্শন

আগামী ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬, অনেক ওটিটির ভিড়ে এবার ফিরছে দূরদর্শন, দূরদর্শন টিভিতে (DD) সম্প্রচারিত হতে চলেছে

www.facebook.com/thenaihatibuzz

গত পঞ্চাশের ধ্বংস পদাবলী / ১

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

'পশ্চিমবঙ্গ – ভারতের একসময়ের রাজধানী। বিশ্বের প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, সাধক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, নোবেলজয়ী এবং শিল্পপতিদের জন্মভূমি; বিপ্লবী চেতনার মাতৃভূমি; বিশ্ব–বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রস্থল; প্রাচ্যের প্রবেশদ্বার এবং একদা বাণিজ্য ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রগতিশীল ও উন্নত কেন্দ্র – আজ সংকুচিত, শিল্পহীন এবং জৌলুসহীন এক অমার্জিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও বর্বরতার রাজ্যে পর্যবসিত হয়েছে। এক নতুন শাসনব্যবস্থা – যেখানে 'নিম্নবর্গীয় (subaltern) শ্রেণীর ব্যাপক অংশগ্রহণ ও আধিপত্য গড়ে উঠেছে এবং যার নেতৃত্বে রয়েছে স্বল্প–শিক্ষিত ও অমার্জিত সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে উঠে আসা কিছু নিম্নমানের সমাজবিরোধী–থেকে–রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা ব্যক্তিরা –যারা আজ রাষ্ট্র–পৃষ্ঠপোষিত সন্ত্রাস, স্বৈরাচার, হুমকি–সংস্কৃতি, সুশাসনহীনতা এবং গুণ্ডামির জন্ম দিয়েছে। এর ফলে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, একের পর এক কল–কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং রাজ্যের সুনাম ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ধ্বংসাত্মক বনধ্(ধর্মঘট) সংস্কৃতির সাথে যুক্ত উগ্র ও সহিংস ট্রেড ইউনিয়নবাদ এবং চলছে না, চলবে না, ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও, মানছি না, মানব না–এর মতো ক্ষতিকর স্লোগানগুলো শিল্পপতিদের রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছে। এর ফলে রাজ্যটি সম্পদহীন হয়ে পড়েছে, শ্রমিকরা আরও দরিদ্র হয়ে গেছে এবং রাজ্যের জিডিপি ও মানুষের মাথাপিছু আয় হ্রাস পেয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ শিল্পনীতি, অকার্যকর শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক দুর্নীতি, বাম দলগুলোর সর্বগ্রাসী ও একচ্ছত্র নীতি, মাত্রাতিরিক্ত স্বজনপোষণ, দলের একাধিপত্য স্থাপন, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে রাজ্য নেতাদের অসহযোগিতামূলক মনোভাব এবং স্বল্প–শিক্ষিত, আধা–দক্ষ বা অদক্ষ, সংকীর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন ও সেকেলে মার্কসবাদী–লেনিনবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত নিম্নমানের রাজনীতি – ইত্যাদি বিষয়গুলোই শেষ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

অন্যদিকে, গত পনেরো বছর (২০১১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত) ছিল এক ত্রাসের রাজত্ব, বিপজ্জনক হুমকি, শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে নির্লজ্জ মিথ্যাচার, দলীয় ক্যাডারদের গুণ্ডামি, সর্বগ্রাসী রাজনীতি, সিন্ডিকেট–রাজ এবং সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। বালি ও গরু চুরি, বেআইনিভাবে জমি দখল, সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণকাজ, ভোটকেন্দ্র দখল, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং নির্বাচনের আগে ও পরে সহিংসতা সৃষ্টি করা–টিএমসি শাসনামলে যেন এক সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছিল। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী স্পিভাক প্রমুখ মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ ও নৃবিজ্ঞানীরা অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে 'প্রথাগত সর্বহারা শ্রেণি (orthodox proletariat classes)–র পরিবর্তে 'নিম্নবর্গীয় শ্রেণি (subaltern classes) পরিভাষাটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন; যা বাংলার মার্কসবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের হাত ধরে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী নেতারা এতে উল্লসিত হয়ে ওঠেন এবং প্রথাগত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে নতুন উদ্যম ও উৎসাহ লাভ করেন। এর ফলস্বরূপ, বামফ্রন্ট শাসনামলে বাংলার রাজনীতিতে এই 'নিম্নবর্গীয় শ্রেণি–র অস্বাভাবিক মাত্রায় অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

টিএমসি সরকারের আমলে এই নিম্নবর্গীয় শ্রেণিগুলোর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ তার চরম শিখরে পৌঁছায় এবং এক অত্যন্ত কদর্য রূপ ধারণ করে। বাংলার শীর্ষ নেতৃত্বসহ রাজ্যের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে পিঠ ও মাথায় সস্নেহ চাপড় বা স্পর্শ পেয়ে তারা অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের এই নিম্নবর্গীয় যুবকরা তাদের বাহ্যিক বেশভূষা ও অবয়বে পরিবর্তন আনে–কানে দুল পরা এবং চুলে লাল রং করা তাদের নতুন ফ্যাশনে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গের এই লাল চুল ও কানে দুল পরা যুবকরা দলীয় কার্যালয় বা ক্লাবগুলোতে ফ্যানের নিচে কিংবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আড্ডা দেওয়ার সুযোগ পেত; রাতে প্রায় নিয়মিতই তাদের জন্য আসত বিরিয়ানির প্যাকেট ও মদের বোতল–সাথে থাকত অন্যান্য নানা ধরনের ফ্রিবি বা বিনামূল্যে প্রাপ্ত সুযোগ–সুবিধা। বিনিময়ে, যখনই প্রয়োজন হতো, অবৈধ জমি দখল, জলাভূমি ভরাট করে ভবন, শপিং মল, হোটেল বা রিসোর্ট নির্মাণ ইত্যাদির কাজে সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে তাদের ব্যবহার ও শোষণ করা হতো; কিংবা বিরোধী মত ও কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেওয়ার কাজে তাদের কাজে লাগানো হতো। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা রক্ষী পরিবেষ্টিত মন্ত্রীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা দলীয় কার্যালয়, ক্লাব এবং পাড়া–মহল্লায় এসে এই গুণ্ডাসুলভ দলীয় কর্মী–পুরুষ ও নারীদের সাথে কথা বলতেন এবং তাদের রাজনৈতিকভাবে উজ্জীবিত করতেন। স্থানীয় পুলিশ এবং আইনজীবীদের একটি অংশ সেই দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ ও তাদের ক্যাডারদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখত। এভাবেই সমাজের মূলত দুটি অংশের–যথা: সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক বা নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর–মূল্যে মিথ্যাচার, জবরদখল, দুর্নীতি, চুরি এবং হুমকির এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছিল।

তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বহু সেতু, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাস্তাঘাট ও ভবন নির্মাণ এবং শহর ও নগরগুলোর বিদ্যুতায়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ প্রত্যক্ষ করেছে। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রান্তিক শ্রেণীর অস্বাভাবিক উত্থান এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তাদের অপকর্মের দৌরাত্ম্যও দেখেছে। একসময়ের বাংলার বাঘিনী নারী ও কিশোরীদের ওপর নির্যাতন ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত। সেই নেত্রীই শেষমেশ নারী ধর্ষণ, নির্যাতন, সহিংসতা ও নিপীড়নের পরোক্ষ সমর্থকে পরিণত হলেন। সেই 'বাঘিনী যেন তৃণভোজী হয়ে পড়লেন; তিনি তার নখ ও দাঁত হারিয়ে ফেললেন এবং বার্ধক্যজনিত কারণে কিংবা অক্ষমতার দরুন বাংলার সাধারণ নাগরিকরূপী নিজের শাবকদের রক্ষা করতে অপারগ হয়ে পড়লেন। এই শাসনব্যবস্থাটি পরিণত হলো ধর্ষকদের রক্ষক, গুণ্ডাদের পৃষ্ঠপোষক, অপরাধীদের অভিভাবক, সিন্ডিকেট রাজের প্রবর্তক এবং ঘৃণা ও বিভেদের বিস্তারকারীর প্রতীকে। তৃণমূল সুপ্রিমো বিরোধী দলের নেতাদের সমালোচনা করতে গিয়ে যে ভাষা ব্যবহার করতেন এবং যে শৈলী অবলম্বন করতেন তা বাংলার সংস্কৃতিমনা নগরবাসী অভিজাত শ্রেণীর কাছে অত্যন্ত শ্রুতিকটু ও অরুচিকর মনে হতো। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম নারী মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা, অঙ্গভঙ্গি ও চালচলন দেখে কেবল নগরবাসী অভিজাত শ্রেণীই যে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছিল তা নয়; বরং আধা–শহুরে ও গ্রামীণ মানুষ–এমনকি খোদ ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও পদাধিকারীদের পরিবারের সদস্যরাও–তার এমন আচরণে লজ্জিত ও বিব্রত বোধ করত।

ক্রমশ

দেশ দেশান্তর

ডলারের শক্তি বৃদ্ধি, ঝুঁকিতে অন্যান্য মুদ্রা

ঋজু দাস : শক্তিশালী মার্কিন ডলার এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির প্রভাবে ১৫ মে দক্ষিণ আফ্রিকার মুদ্রা র‍্যান্ডের দর উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। বাজার খোলার পর ডলারের বিপরীতে র‍্যান্ড প্রায় ১ শতাংশ দুর্বল হয়ে ১৬.৬৪২৬–এ লেনদেন হয়। একই সঙ্গে বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের নজর ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিংপিনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের শেষ দিনের দিকে।

বিশ্ববাজারে ডলারের শক্তিশালী অবস্থানের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ উদীয়মান অর্থনীতির মুদ্রাগুলির উপর চাপ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ১ শতাংশের বেশি বেড়েছে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, চীন আমেরিকা থেকে তেল আমদানিতে আগ্রহ দেখিয়েছে। অন্যদিকে, হরমুজ প্রণালীতে জাহাজে হামলা ও জাহাজ আটক হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে। যদিও ইরান দাবি করেছে, প্রায় ৩০টি জাহাজ নিরাপদে ওই জলপথ অতিক্রম করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মূল্যবৃদ্ধি এবং সুদের হার বাড়ার আশঙ্কায় বিনিয়োগকারীরা এখন বেশি সতর্ক অবস্থান নিচ্ছেন। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার র‍্যান্ডের পাশাপাশি অন্যান্য উদীয়মান দেশের মুদ্রাও দুর্বল হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার ২০৩৫ সালের সরকারি বন্ডের ফলনও সামান্য বেড়েছে, যা বাজারের চাপের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ফ্রি বার্ড মমতাকে দূরবীনে খুঁজছে বাংলার অস্মিতা

সুবীর পাল

সেই ঐতিহাসিক তারিখটা ছিল ২০১১ সালের ২০ মে। সেদিনের কলকাতার রাজপথ যেন থিকথিক করছিল উদ্বেলিত জনসমাগমে বাঁধ ভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে। শুধু জনসমাগম ছিল তা নয়। বরং বলা ভালো গণদেবতার সম্মিলিত মহামানবের সাগরতীর আচমকা হয়ে উঠেছিল তিলোত্তমা মহাগনরী। তাঁদের হাজার হাজার পায়ে পায়ে ছন্দে 'কদম কদম বাড়ায়ে যা ছন্দ' মিলিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন এক মহিলা। মধ্যমনি হয়ে। পরণে নীল পাড় সাদা শাড়ি। একেবারে আটপৌড়ে গোছের। পায়ে তস্য গরিবী হাওয়াই চপ্পল। তিনি গুটি গুটি পায়ে প্রথম দুপুরে এগিয়ে চলেছেন রাজভবনের উদ্দেশ্যে, রাজতিলক গ্রহণ করতে। মুখ্যমন্ত্রীত্বের সিংহাসনে বসে। তিনি যে সেদিনের সবার মনিকোঠার ভালোবাসার প্রতীক বাংলার অগ্নিকন্যা। তিনি যে সিপিএম জমানার ৩৪ বছরের নাগরিক ঘৃণা বিদ্রোহের লড়াকু প্রতীক বাংলার নিজের আপন করা মেয়ে। তিনি যে একাংশ বাম নেতাদের আর্থিক সিস্টেম–সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা সততার প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হ্যাঁ সেদিন বাংলার অবিসংবাদী বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমবারের মতো শপথ গ্রহণ করলেন। রাজ্যের প্রথম এবং এযাবৎ একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান তদানীন্তন রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন। দুপুর একটার ধারে পাশে। ওই রাজকীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদ্য মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে প্রাক্তন হওয়া বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সহ তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও পি চিদম্বরম প্রমুখ। তিনি বাংলা ভাষায় ওই শপথ গ্রহণ করেন। সেদিন তিনি ৪৩ জনের মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন।

এরপরেও তিনি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করেন ২০১৬ এবং ২০২১ সালে। ২০১৬ সালের ২৭ মে রেড রোডের এক অস্থায়ী মুক্তমঞ্চে তিনি ফের শপথ নেন তখনকার রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছ থেকে। বিপুল জনসমাবেশের সাক্ষীতে। এরপর ২০২১ সালের ৫ মে পুনরায় তিনি শপথ নেন একই সাংবিধানিক পদে। তবে রাজভবনে। কোভিড কালিন পরিস্থিতিতে তখন অবশ্য ওই অনুষ্ঠানের আকার প্রত্যাশিত ভাবেই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তাঁকে মন্ত্রগুপ্তি দিয়েছিলেন।

আরও একটি তারিখ অবশ্য এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। সেই তারিখ যে এক নয়া ইতিহাস রচনার। তারিখটা হলো ২০২৬ সালের ৪ মে। এই তারিখটি হল নব গৈরিক বাংলার নতুন প্রত্যাশার নবীন সূর্যোদয়ের। আর পাশাপাশি ইতিহাসের হিমঘরে মহাপ্রস্থানের পাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সম্ভবত লেখা হয়ে গেল চিরতরে। একই দিনে। ওই রাতে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সেকি তাঁর অসহায়তার আর্তি। সেই একই মহানগরের রাজপথে। অথচ কি নিঃসঙ্গতার হাহাকারে। কোনরকমের পারিষদ বর্গের অনুপস্থিতিতে। ততক্ষণে ছাব্বিশের ভোট গণনায় হেরে বসে আছেন তাঁরই মন্ত্রীসভার ১৮ জন হেভিওয়েট মন্ত্রী। বিধ্বস্ত চেহারায় একা তিনি বলেছেন, 'লুঠ লুঠ লুঠ। আমাকে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে মেরেছে। লাথিও মেরেছে। আই চিটেড।' ততক্ষণে দক্ষিণ কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ভোটগণনা কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, শুভেন্দু অধিকারী জয়ী। পরাজিত ঘরের মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটাই তাঁর প্রথম পরাজয় নয়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসনেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হেরে গিয়েছিলেন ওই কেন্দ্রের আপন মানুষ সেই শুভেন্দু অধিকারীর কাছে। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন পরপর দুটি বিধানসভা ভোটে একই ব্যক্তির মুখোমুখি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন ভাবে ল্যাজে গোবরে হবার দৃষ্টান্ত এই রাজ্যে তো কখনই কেউ এর আগে ঘটেনি, এমনকি সারা দেশের নিরিখে এমন উদাহরণ এই একটাই।

উল্টে এবারের নির্বাচনে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এক শ্রেণির রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা তাঁর তুমুল সমালোচনা করতে শুরু করেছেন। তাঁদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন আপাদমস্তক প্যাথোলজিকাল লায়ার। ওনার গায়ে কেউ হাত দিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এমন অভিযোগ নির্বাচন কমিশন অফিসিয়ালি অসত্য বলেছে। আসলে জনগণ ওনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ভুলভাল ইংরেজি বলেন। তাই মুখ ফস্কে আসল সত্যটা বেড়িয়ে গেছে যখন উনি বলেছেন 'আই চিটেড'। আসলে এটাই সত্যি। উনি ১৫ বছর ধরে বঙ্গবাসীর সঙ্গে প্রতারণাই করে গেছেন ধারাবাহিক ভাবে।

'যদিও পরের দিন কালিঘাটে প্রেস কনফারেন্স ডাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেখানে মন্তব্য করেন, নাও আই অ্যাম ফ্রি বার্ড। আমি আদতে হারিনি তাই মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না। আমি রাস্তায় ছিলাম। রাস্তায় আছি। রাস্তায় থাকবো।'

ওনার এই বক্তব্যের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে ব্যাপক ট্রোল শুরু হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ তো এমনও পোস্ট করছেন এই বলে যে, এমন নির্লজ্জ মুখ্যমন্ত্রী ভারতে এই প্রথম। হেরো মুখ্যমন্ত্রী কখনই রাস্তায় থাকেননি। বরং রাজ্যবাসীর ভবিষ্যৎ উনি গত পনেরো বছর ধরে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন রাস্তার পাশে থাকা নর্দমায়।

প্রত্যাশিত ভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে, যে রাজ্যবাসীর নয়ণের মনি তিনি ছিলেন একদিন, যে বঙ্গ অধিবাসীর হৃদয়ে তিনি ছিলেন একমাত্র ভরসার প্রতীক একদা, যে সমগ্র বাঙালি সমাজ ভোট বাক্সে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে অতীতে তাঁর হাতে পশ্চিমবঙ্গ শাসনের ব্যাটন তুলে স্বস্তি চেয়েছিলেন, সেই অকৃত্রিম ভরসা পনেরো বছর পর কেন এতো ফিকে হয়ে গেল? কেন এতো আজকের ভরসাহীনতা? কেন এতো ঘৃণা ভরা ধিক্কার ও আস্থাহীনতা?

প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে একটা গান বারেবারে মনে উঁকি দেয়, প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তর তো জানা। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাতারাতি বদলে যান। যদিও তিনি ক্ষমতায় আসেন পরিবর্তনের ডাকে বদলা নয় বদল চাই স্লোগানকে হাতিয়ার করে। অথচ তিনিই ক্ষমতায় এসে কেমন যেন অচেনা হয়ে গেলেন আপামর বাংলাবাসীর চোখে। তাই তাঁর স্লোগানকেই পুঁজি করে বিজেপি আওয়াজ তুললো পরিশেষে, পরিবর্তন দরকার। বদলা নয় বদল চাই। ভয় নয় ভরসা চাই। আর তাতেই তিনি গদিচ্যুৎ হয়ে গেলেন একেবারে মসৃণ উপহাসের ভোট সরণিতে।

পনেরো বছরের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি আদতে কখনই সার্থক প্রশাসক হতে পারেননি, এটা বাস্তব। বরং স্বাধীনোত্তর কালের মধ্যে তিনি এই রাজ্যের সবচেয়ে কলঙ্কিত ও ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। পায়ে পায়ে লাগিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিরোধ সর্বদা জিইয়ে রাখতেন নিজস্ব ইগোর তাঁতে আঁচ দিয়ে। তাঁর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে লালিত হয়েছে সীমাহীন দুর্নীতি। নেতা মন্ত্রীরা জেলে গেলেও তাঁদের প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন বরাবর। একাধিক ধর্ষণে অভিযুক্তদের প্রতিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহানুভূতি ছিল প্রশ্নাতীত ভাবে সন্দেহজনক। কামদুনি কাণ্ড, পার্ক স্ট্রিট কাণ্ড, আরজিকর কাণ্ড তো এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

এর উপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো শিক্ষক নিয়োগে নজীরবিহীন আর্থিক দুর্নীতি সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাচারী তোলাবাজি বঙ্গদেশের মাথা হেঁট হয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই। তার উপর সারদা কাণ্ডের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তো এই সরকারের অন্যতম শিরঃপীড়ার কারণ। রাজ্য সরকারী কর্মীদের মহার্ঘ্য ভাতা থেকে ইচ্ছে করে বঞ্চিত করা, প্রায় প্রতিদিনের আদালতের গলা ধাক্কা খাওয়া প্রশাসনের অপদার্থতা, শিল্পে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা, বোমা শিল্পকে খোলা ছাড় দেওয়া, কয়লা, বালি, গরু পাচার সহ রেশন দুর্নীতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে ক্রমেই বাংলার আমজনতা দূরত্ব সৃষ্টি করে নেয় চুড়ান্ত গণ অনীহায়। এরসঙ্গে উনার রাজত্ব কালে চরম ভাবে লালিত হয়েছে হিন্দু ও মুসলিম বিভেদের বিষ। উনি যে অনেকটাই সংখ্যালঘুদের প্রতি একপেশে মনোভাব নিয়ে চলতেন তা কিন্তু সংখ্যাগুরুদের নজর এড়ায়নি। ফলে রাজ্যে প্রায় সত্তর শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শেষদিকে উষ্মায় ফেটে পড়েন।

এছাড়া, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নকে পাখির চোখ না করে তিনি স্রেফ আঁকড়ে থেকেছেন দৈনন্দিনের স্থানীয় ছেঁদো রাজনীতি পরিবৃত্তে। যা মুখ্যমন্ত্রী পদের গরিমাকে ছোট করে এসেছে লাগাতার। প্রশাসনিক গদিতে বসে তিনি কখনই দূর সময়ের নিরিখে উন্নয়ণ লক্ষ্য স্থির করেননি বরং অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি, সর্ব বিষয়ে অনর্থক নাক গলানো, রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অসংসদীয় ভাষায় অ্যাখ্যা দেওয়াই ছিল উনার নিত্য দিনের কাজের প্রাথমিক প্রতিপাদ্য।

একদিকে অনুদান, ভাতা, মেলা অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক তোষণ নীতি। সঙ্গে সরকারের প্রশাসনিক আমলা থেকে পুলিশি পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনৈতিক 'গিভ এন্ড টেক' পলিসিতে তিনি ব্যক্তিগত স্তরেও প্রতিনিয়ত অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলেন। এর উপর তো তাঁর আত্মীয় পরিজনদের আয় বহির্ভূত সম্পদ নিয়েও রাজ্য জুড়ে তুমুল চর্চা চলতে থাকে নানা অলিগলির বিভিন্ন হাটে বাজারে। এইসবের যোগফলে বেশ কয়েকবার নির্বাচনী জয় পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু পাইয়ে দেবার ভাতার রাজনীতির মেয়াদ প্রকৃতই যে ক্ষণস্থায়ী। নাগাড়ে দুধেল গাইয়ের তোষণ রাজনীতির ফলে সংখ্যাগুরুরা একদা একজোট হয়ে উঠতে পারে একসময়, তা হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। সুতরাং কর্মসংস্থান, সরকারি চাকরি, শিক্ষার মতো জ্বলন্ত ইস্যু' সব পিছনের সারিতে চলে যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কের গ্রে সেলের ভাণ্ডার থেকে। ভোটের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে ক্ষমতায়ণের কোঠারিতে বসবাস করতে করতে কখন যে তিনি ভুলে গেলেন, রাজনৈতিক ভোটের মানদণ্ডে চিরকাল সযত্নে রক্ষিত থাকে গণদেবতার হাতের আস্তিনে লুকিয়ে থাকা নেচারস রিভেঞ্জ নামক একটি ইস্কাবনের টেক্কা। যা এবার সত্যি সত্যি প্রয়োগ করে ফেললো তথাকথিত সেই বহুল চর্চিত বাংলার অস্মিতা।

হ্যাঁ, শেষমেষ তিনি একটি কথা বলে ফেললেন বটে সাংবাদিকদের সামনে, আমি আবার আসিব ফিরে। কিন্তু সেই ফিরে আসার দিনটা যে কবে তা দূরবীন হাতে নিয়ে কেউ কেউ হয়তো খুঁজতে ব্যস্ত থাকতেই পারেন। তবে আপাতত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চ্যাপ্টারকে সায়োনারা শুনিয়ে দিয়েছেন তিরানব্বই শতাংশ বঙ্গ আমআদমি, এটা কিন্তু নিশ্চিত।

উত্তরের আঙিনায়

লঘু উদ্যোগ ভারতীর উদ্বোধন

জয়ন্ত চক্রবর্ত্তী, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ির সেবক রোড ৩ মাইল মৌর্য ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এই কার্যালয়ের উদ্বোধন শিলিগুড়ি, দার্জিলিং পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স এবং উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে এক নতুন অর্থনৈতিক চেতনার সূচনা করেছে। এটি প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারত স্বপ্নকে আরও এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই দপ্তরটি লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে এমএসএমই খাতকে শক্তিশালী করার জন্য নিবেদিত।

উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি উত্তর–পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার, একটি প্রধান বাণিজ্য করিডোর, সরবরাহ কেন্দ্র এবং সীমান্ত অর্থনীতির কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। লঘু উদ্যোগ ভারতী স্থানীয় উদ্যোক্তাদের একত্রিত করতে, যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে, নারী উদ্যোক্তা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে শক্তিশালী করতে এবং শিল্পোন্নয়নকে চালিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

সহায়তা করবে। লঘু উদ্যোগ ভারতী একটি শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন যার ৬০০টি জেলা জুড়ে বলিষ্ঠ উপস্থিতি এবং ৬৬,০০০–এরও বেশি সদস্য রয়েছে। এই আন্দোলন ভারতের অর্থনীতির মেরুদণ্ড, পালন করবে। তাদের নতুন অফিসটি একটি নির্দেশনা কেন্দ্র, উদ্যোক্তা সহায়তা প্ল্যাটফর্ম, নেটওয়ার্কিং স্পেস, দক্ষতা ও উদ্ভাবন কেন্দ্র এবং এমএসএমই ক্ষমতায়ন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে চলা বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে ১৩ মে পরিদর্শনে যান রামপুরহাট বিধানসভার বিধায়ক ধ্রুব সাহা, বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতি উদয় শংকর ব্যানার্জি, বিজেপি মহিলা মোর্চার বীরভূম জেলা সভানেত্রী রেশমি দে, বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক শহর সভাপতি অর্পণ নাগ সহ বিজেপি নেতৃত্ব। সাধারণ মানুষের স্বার্থে হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও স্বচ্ছ, উন্নত ও সঠিকভাবে পরিচালনার উপর জোর দেন নেতৃত্বরা। – রুমা খাতুন

আরোহীদের হাতে হেলমেট তুলে দিল পুলিশ

বিশাল দাস : বীরভূমের বোলপুরে পথ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক সচেতনতা বাড়াতে শুক্রবার বোলপুরের ব্যস্ততম চিত্রা মোড় এলাকায় জেলা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত হয় কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ট্রাফিক আইন মেনে চলার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হিসেবে হেলমেট তুলে দেওয়া হয়। পুলিশের এই ব্যতিক্রমী ও মানবিক পদক্ষেপে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। বাইক আরোহী প্রসেনজিৎ চন্দ্র বলেন, 'পুলিশের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

হয়। কর্মসূচিতে বাইক আরোহীদের হেলমেট ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানো হয়। পুলিশ আধিকারিকরা পথচলতি বাইক আরোহীদের থামিয়ে ট্রাফিক নিয়ম না মানার ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর ফলে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ভয়াবহ পরিণতির কথা তুলে ধরেন। উদ্যোগের অন্যতম আকর্ষণ ছিল, যেসব বাইক আরোহী বিনা হেলমেটে চলাচল করছিলেন, তাদের প্রথমে সচেতন করা হয় এবং পরে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে উপহার শুধু আইন প্রয়োগ নয়, মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে এভাবে সচেতন করা খুবই ভালো পদক্ষেপ। আমি ভবিষ্যতে সবসময় হেলমেট ব্যবহার করব এবং অন্যদেরও হেলমেট পরে বাইক চালানোর জন্য অনুরোধ জানাব।' স্থানীয়রাও এই সচেতনতামূলক কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাদের মতে, শুধুমাত্র জরিমানা নয়, এ ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

বাগদায় বিজেপির বিশেষ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাগদা বিধানসভা এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনিক তৎপরতা আরও একধাপ এগিয়ে গেল। বাগদা বিধানসভার অন্তর্গত সমস্ত মণ্ডলের নেতা–কর্মী/বিজেপি পরিচালিত সকল পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যগন, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য–সদস্যাদের উপস্থিতিতে বিজেপির অস্থায়ী কার্য্যালয় হেলেঞ্চা টালিখোলা মায়ের ইচ্ছা লজে অনুষ্ঠিত হল বিজেপির এক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় উপস্থিত থেকে কর্মীদের দিক নির্দেশনা দেন বাগদার বিধায়িকা সোমা ঠাকুর এবং জেলা সভাপতি বিকাশ ঘোষ। সভায় সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি, বুথ স্তরে কার্যক্রম আরও গতিশীল করা, সাধারণ মানুষের সমস্যা–অভিযোগ শোনার ব্যবস্থা জোরদার করা এবং আগামীদিনের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় বক্তারা বলেন, জনগণের আস্থা অর্জন করতে হলে শুধুমাত্র নির্বাচনের সময় নয়—সারা বছর ধরেই জনসংযোগ বজায় রাখতে হবে। পাশাপাশি দলের প্রতিটি কর্মী ও জনপ্রতিনিধিকে এলাকার উন্নয়ন, পরিষেবা ও সামাজিক কাজের সঙ্গে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার আহ্বান জানানো হয়। সেই সাথে ২৬–এর বিধানসভা নির্বাচনে পদ্মঝড়ে তছনছ হয়ে যাওয়া ঘাসফুলের বাগান থেকে ছিটকে আসা কিছু বেনোজল গেরুয়া তিলক আর বিজেপির পতাকা ধারণ করে দলের নিয়ম–নীতির উর্ধ্বে উঠে পঞ্চায়েত বা বিক্ষিপ্ত কয়েক জায়গায় তালা দেওয়া সহ বিজেপির পতাকা সেটে দেওয়ার ঘটনায় দলের হাই কমান্ডের নির্দেশ অমান্য সহ দলের ভাবমূর্তি কালিমা লিপ্ত করার অপচেষ্টা করেছে। এধরনের বেনোজল যাতে কোন ক্রমেই দলে যায়গা না পাই সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার কড়া নির্দেশ দেন বিধায়িকা সোমা ঠাকুর।

স্থানীয় নেতৃত্বের মতে, এই বিশেষ আলোচনা সভা বাগদা বিধানসভা এলাকায় বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে এবং দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করবে।

স্কুল ফিরে পেল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ঝড়খালি: তৃণমূলের সময় দখল করে নেওয়া হয়েছিল স্কুল। তৃণমূল সরকার থেকে বিদায় নিতেই আবার সেই স্কুল ফিরে পেল বেসরকারি সংস্থাটি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাসন্তীর ব্লকের ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্থানীয় শিশুদের শিক্ষিত করে তুলতে একটি বেসরকারি সংস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করেছিল। এরপর গত ২০২৪ সালের জুলাই মাসে স্কুলটি দখল হয়ে যায়। স্কুল থেকে বের করে নেওয়া হয় সমস্ত আসবাবপত্র সহ শিশুদের খেলনা এবং কম্পিউটারও। ঝড়খালীর উপপ্রধান দিলীপ মণ্ডলের নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটে। মূলত একটি বেসরকারি সংস্থার তরফে সুন্দরবনের ঝড়খালিতে এই স্কুলটি গড়ে তোলেন অমৃতা বোস ও আরো কিছু মানুষজন। ভোটের ফলাফল বের হতেই স্কুলটি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বরা ওই সংস্থার হাতে তুলে দেয়। আর স্কুল ফিরে পেয়ে গর্বিত তারা। স্থানীয় মানুষজন জানান, এখানে শিশুদের সুশিক্ষিত করার জন্য স্কুলটা গড়ে তোলেন অমৃতা বোস। কিন্তু তৃণমূলের লোকজন

সেটি দখল করে নেয়। স্কুলটি ফেরত পেয়ে আনন্দিত তারা।

স্কুলটি যখন তৈরি করা হয়েছিল তখন এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি বিভিন্ন মানুষের থেকে সাহায্য নিয়েই গড়ে তুলেছিল ঝড়খালিতে। স্কুলটি চারিদিকে ছিল সিসিটিভি। ভিতরে ছিল সহজভাবে বিজ্ঞান বোঝানোর জন্য বিভিন্ন জিনিসপত্র। কিন্তু স্কুলটি খুলতে গিয়ে দেখেন সমস্ত কিছুই ভেতর থেকে উধাও হয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা সমস্ত কিছু লুটপাট করেছে। শুধুই পড়ে আছে স্কুলের কাঠামোটি।

স্কুলটি ফিরে পেয়ে একদিকে যেমন খুশি স্কুলের কচিকাঁচারা, তেমনি খুশি স্থানীয় মানুষজন। এ বিষয়ে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অমৃতা বোস বলেন, 'আমাদের স্কুলটা দখল করে নিয়েছিল তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দিলীপ মণ্ডল ছিলেন তার মূল মাথা। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব আমাদেরকে কথা দিয়েছিলেন যে যদি অবস্থার পরিবর্তন হয় রাজ্যে, তাহলে স্কুল ফেরত দেওয়া হবে। সেই মতো আমরা স্কুল ফেরত পেলাম।

ভোটের পর থেকে এলাকায় নেই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। আর তাদের সঙ্গে এলাকা ছাড়া হয়েছে ঝড়খালি উপপ্রধান দিলীপ মণ্ডলও। শুধু স্কুল দখল নয় এলাকায় সরকারি জমি দখল, ম্যানগ্রোভ কেটে ফিশারি তৈরি সহ একাধিক অভিযোগ ছিল এই দিলীপ মণ্ডল সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে।

শিকার উৎসব প্রতিহত করতে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন ফলহারিনী কালীপুজোয় বন্যপ্রাণী শিকার উৎসব প্রতিহত করতে প্রতি বছরের ন্যায় কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে হাওড়া বনবিভাগের তরফ থেকে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উলুবেড়িয়া ১নং বিডিও অফিসের সভাঘরে আয়োজিত ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া মহকুমাশাসক মানস কুমার মণ্ডল, এসডিপিও শুভম যাদব, হাওড়া জেলা বিভাগীয় বনাধিকারিক সুজিত কুমার মণ্ডল সহ বনবিভাগ, পুলিশ,

রেলওয়ে বিভাগের আধিকারিকগণ, ওয়াইল্ড লাইফ এনভায়রনমেন্ট সেভিয়ার ট্রাস্ট, হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট অ্যালায়েন্স লিগ সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এর সদস্যরা।

হেলমেটহীন বাইক চালকদের ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে পরিবর্তন হবার পরই কলকাতা থেকে জেলা সর্বত্রই হেলমেটহীন বাইক চালকদের ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে পুলিশ। খিদিরপুর থেকে শুরু করে পার্কসার্কাস, শিলিগুড়ি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ সমগ্র রাজ্যেই এই তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সূত্রের খবর পুলিশ আধিকারিকদের ডেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'হেলমেটহীন চালকদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। কাউকেই বরদাস্ত করা হবে না।' তারপরই পুলিশ নড়ে চড়ে বসলো। ১৪ মে দেখা গেল খিদুরপুরে একের পর এক হেলমেটহীন বাইক চালকদের ধরে কেস দিতে পুলিশকে। পার্কসার্কাসেও একই চিত্র। শিলিগুড়িতে চোখে পড়ল পুলিশের পক্ষ থেকে যমদূত সাজিয়ে মানুষকে হেলমেট পরার জন্য সচেতনতার বার্তা দিতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রতিটি থানা এলাকাতেও হেলমেটহীন বাইক চালকদের ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। খিদিরপুর এলাকার এক পুলিশ আধিকারিক জানালেন, হেলমেটহীন চালকদের ক্ষেত্রে এমভি আইনে ১ হাজার

টাকা ফাইন করা হচ্ছে। এছাড়াও যেটা জানা যাচ্ছে, শুধু হেলমেট ইন ক্ষেত্রেই নয়, গাড়ির বৈধ লাইসেন্স, দূষণ সার্টিফিকেট সহ অন্যান্য সমস্ত কিছু বৈধ নথিপত্র থাকতে হবে। ১১ মে থেকে এখনও পর্যন্ত কলকাতার ক্ষেত্রে প্রায় ৩ হাজার কেস করেছে পুলিশ। গ্রাম থেকে মফসল শহরে সর্বত্রই এখন বাইক চালকরা হেলমেট কিনতে ব্যস্ত।

রাজনৈতিক উত্তেজনার জের, নদীতে ফেলে দেওয়া হল বিজেপি কর্মীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানায় রাজনৈতিক উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে এক বিজেপি কর্মীর উপর হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত কয়েকজন দুষ্কৃতী বিজেপি কর্মী তারাশঙ্কর পড়ুয়ার উপর চড়াও হয়ে তাকে বেধড়ক মারধর করে নদীতে ফেলে দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে তিনি কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দিন রাতে তারাশঙ্কর পড়ুয়া নামখানার নারায়ণপুর ঘাট এলাকায় গিয়েছিলেন। সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী তাকে ঘিরে ধরে মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ। এরপর তাকে জোর করে হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীতে ফেলে দেওয়া হয় বলেও দাবি পরিবারের। নদীতে পড়ে যাওয়ার পর প্রাণ বাঁচানোর জন্য তিনি চিৎকার শুরু করলে একটি ছোট ডিঙি নৌকায় থাকা মৎস্যজীবীরা তাকে উদ্ধার করেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আহত যুবককে দ্রুত কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঠিক কী কারণে এই হামলা, তার পেছনে রাজনৈতিক কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

মাছ ভাত খাইয়ে জবাব দিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস সর্বত্র প্রচার করেছিল, পশ্চিমবঙ্গে যদি বিজেপি সরকার আসে তাহলে মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে বাঙালিদের। কিন্তু তাদের সেই প্রচারকে কোন পাত্তা না দিয়েই বাংলার জনগণ পশ্চিমবঙ্গে পদ্মফুল ফুটিয়েছে। তাই সেই অপপ্রচারের জবাব দিতে ১১ মে সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর বিধানসভার অন্তর্গত গাববেড়িয়ায় বিজেপির জেলা নেতা সুফল ঘাঁটু ১ হাজার জন জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে মাছ ভাত খাওয়ালেন। মাছ ভাত খাওয়ার এই আনন্দঘন মুহূর্তে মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মত। এই প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা নেতা সুফল ঘাঁটু বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ভোটের আগে বিজেপির নামে অপপ্রচার করেছিল যে বাংলায় নাকি বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ মাংস বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙালিরা মাছে ভাতে থাকতেই ভালোবাসে। তাই সকলকে মাছভাত খাইয়ে আমরা আনন্দ উপভোগ করলাম এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে জবাবও দিলাম। তিনি আরো বলেন, এতদিন শাসক

দল আমাদের বিধানসভা কেন্দ্রে বিভিন্নরকম সন্ত্রাস হিংসা করত। আমরা চেয়েছিলাম সন্ত্রাস–হিংসা মুক্ত ভোট। কমিশন সেই ব্যবস্থা করায় মানুষ তাদের মনের আনন্দে ভোট দিতে পেরেছেন। এই কেন্দ্রে আমরা পরাজিত হলেও আমরা ফাইট দিয়েছি এবং রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছি। বিষ্ণুপুরে পদ্মফুল সর্বত্র ফুটবে সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। এখন হেরে গিয়ে শাসকদলের বিধায়ক যে ভাষায় কথা বলছেন তাতে আরো অশান্তি হতে পারে তাই তাকে বলব তার বয়স হয়েছে আপনি শান্ত হয়ে যান নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখুন। বিজেপির কর্মী সমর্থকদের বলব আপনারাও শান্ত থাকুন। বিজেপির অঙ্গীকার সারা রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

ছাতনা ব্লকের প্রশাসনিক দপ্তরে মিষ্টিমুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় আবির খেলা, মিষ্টিমুখ ও আনন্দ উদযাপনের ছবি সামনে এসেছে। ১১ মে ছাতনা ব্লকের বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে মিষ্টিমুখ করানোর কর্মসূচি গ্রহণ করে ছাতনা বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এদিন ছাতনা থানায় গিয়ে থানার আইসি সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের মিষ্টি খাওয়ানো হয়। পাশাপাশি ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গেও শুভেচ্ছা বিনিময় করে মিষ্টিমুখ করানো হয়। এছাড়াও ছাতনা ব্লক প্রশাসনের বিডিও সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের মিষ্টি খাইয়ে শুভেচ্ছা জানান বিজেপি নেতৃত্ব। নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর দলের কর্মী–সমর্থকদের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস তৈরি হয়েছে, তারই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এই কর্মসূচি বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন প্রশাসনিক দপ্তরগুলিতে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এক ভিন্ন রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ারও চেষ্টা দেখা যায় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

এদিন উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা বিজেপি যুব মোর্চা প্রেসিডেন্ট জীবন মণ্ডল, বাঁকুড়া জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মুখার্জি, ছাতনা ১ নং মণ্ডল প্রেসিডেন্ট ধনঞ্জয় মণ্ডল, জেলা কমিটির সদস্য সৌরভ মুখার্জি, সৌমেন মুখার্জি, লাভপুর বিধানসভার ইনচার্জ উত্তম ব্যানার্জি, বর্ষীয়ান নেতা অশোক বিদ, জীবন চক্রবর্তী চক্রবর্তী সহ বিজেপির নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা।

বিজেপি কর্মীদের হুমকি, থানায় অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিগতদিনে রাজ্যের শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকায় দুষ্কৃতিদের অত্যাচারে জর্জরিত বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরেও মেলেনি সুরাহা। কেউ কেউ আবার দুষ্কৃতিদের তাণ্ডবে জর্জরিত হয়ে ঘরছাড়া দীর্ঘদিন। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার গঠন করলেও বিজেপি কর্মীরা সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। এখনও চলছে তৃণমূল আশ্রিতদের তাণ্ডবলীলা। অভিযোগ একের পর এক আক্রান্ত হচ্ছেন বিজেপি কর্মী সমর্থক থেকে কার্যকর্তারা। অভিযোগ পুলিশ প্রশাসন আজও তৃণমূল আশ্রিত

দুষ্কৃতি নেতা নেত্রীদের অঙ্গুলি হেলনে চলছে।

ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার অন্তর্গত মাতলা–২ পঞ্চায়েতের মিঠাখালি গ্রামে ১৪ মে বিজেপির পার্টি অফিস খুলে কার্যকর্তারা বসেছিলেন। অভিযোগ, ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের আশ্রিত ভোলা দাস, কলা দাস, সঞ্জয় দাস, সন্তু দাস সহ জনাদশেক দুষ্কৃতি বন্দুক নিয়ে বিজেপির পার্টি অফিসে এসে বিজেপির কার্যকর্তা মুন্না লস্কর ও সুমন চক্রবর্তীকে হুমকি দেয়। দুষ্কৃতিরা হুমকি দিয়ে বলে আজ রাতে বিজেপির পার্টি অফিসে তাণ্ডব চলবে, কেউ আটকাতে পারবেনা। হাত পা ভেঙে গুলি চালিয়ে খতম করে দেব। বিজেপি করার সাধ চিরতরে ঘুঁচিয়ে দেব। দুষ্কৃতিরা হুমকি দিয়ে চলে যায়। এরপর বিজেপির কার্যকর্তারা প্রাণের ভয়ে আতঙ্কে ভুগতে থাকে। এমন খবর যায় দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের কাছে। দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার ও ন্যায় বিচারের দাবিতে ক্যানিং থানার সামনেই অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়। দীর্ঘ প্রায় একঘণ্টা অবস্থান বিক্ষোভ চলে। পরিস্থিতির যাতে অবনতি না হয় তার জন্য থানার সামনে বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েত করা হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, 'বৃহস্পতিবার রাতেই দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করতে হবে। তা না হলে আবারও থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হতে বাধ্য থাকবে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে পুলিশ প্রশাসন বিজেপি কর্মী সমর্থকদেরকে আশ্বস্ত করে, পাশাপাশি দুষ্কৃতিদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে আশ্বাস দিলে অবস্থান বিক্ষোভ ওঠে।

এমন ঘটনা প্রসঙ্গে গোসাবার বিধায়ক বিকর্ণ নস্কর জানিয়েছেন, 'ক্যানিংয়ের বিধায়ক পরেশরাম দাস গুন্ডা বাহিনী নিয়ে এলাকায় তোলাবাজী, গুন্ডারাজ চালাতো। সাধারণ মানুষ জমি জায়গা বিক্রি করলে সেখানেও জোরপূর্বক হুমকি দিয়ে কাটমানি আদায় করতো। আজ আমাদের কর্মীরা পার্টি অফিসে বসে গল্পগুজব করছিল। সেখানে পরেশরাম দাসের আশ্রিত দুষ্কৃতিরা মেশিন নিয়ে গিয়ে হুমকি দিচ্ছে। আমরা ক্যানিং থানার আইসি, এসডিপিওকে ঘটনার কথা জানিয়েছি। যদি দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করা না হয় তাহলে এর জবাবদিহি করতেই হবে।'

স্কুলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর পেল নুর আফসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভাব নিত্যসঙ্গী, জরি শিল্পীর মেয়ে নুর আফসা স্কুলের ইতিহাসে মাধ্যমিকে পেল সর্বোচ্চ নম্বর। বাড়িতে কোনও গৃহশিক্ষক ছাড়াই মাধ্যমিকে সে এই সাফল্য পেয়েছে। বাবা নূর আলম মল্লিক পেশায় জরি শিল্পী। মা সাহিদা মল্লিক গৃহবধূ। অভাবের সংসার। তাতেও দমে যায়নি নুর। প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়েই মাধ্যমিকে স্কুলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সবাইকে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছে সংখ্যালঘু পরিবারের এই সন্তান। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের পোলগুস্তিয়ার রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নুর এবার মাধ্যমিকে মোট ৬৮০ নম্বর পেয়েছে যা স্কুলের ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করেছে। প্রত্যন্ত গ্রামের এই মেয়ে সব প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেছে তার অসম্ভব মেধা আর অধ্যবসায় দিয়ে। গ্রামবাসীরাও বলছেন, তাদের গ্রামে নূর আফসার মতো এত ভালো রেজাল্ট আগে কেউ কখনও করেনি। প্রতিটি বিষয়ে তার প্রাপ্ত নম্বরও সবাইকে চমকে দিয়েছে। ভৌত বিজ্ঞানে ১০০, জীবন বিজ্ঞানে ৯৯, ভূগোলে ৯৮, ইতিহাসে ৯৮, অঙ্কে ৯৬, ইংরেজিতে ৯৬ এবং বাংলায় সে পেয়েছে ৯৩। কোনও গৃহশিক্ষক ছাড়াই এই নম্বর তুলেছে সে। নুরের মা সাহিদা মল্লিক বলেন, 'খবরটা শোনার পরে চোখে জল এসে গিয়েছিল। ও বরাবরই পড়াশোনায় খুব মনোযোগী। কেজি থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় ক্লাসে প্রথম হত। মাধ্যমিকেও ভালো ফল করবে বলে আশা করেছিলাম, কিন্তু এতটা ভালো হবে ভাবতেই পারিনি।' স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রমিতা বসু বলেন, 'নুর আফসারের আচার–ব্যবহার অত্যন্ত ভালো। সবথেকে বড় গুণ ওর নিয়মানুবর্তিতা। প্রায় কোনওদিনই স্কুল কামাই করতে দেখা যায়নি ওকে। ক্লাসে

সব শিক্ষক–শিক্ষিকার পড়ানো খুবই মনোযোগের সঙ্গে শুনতো। ওর মতো মেয়ে আমাদের স্কুলের গর্ব।' নূর আফসা জানায়, তার এই সাফল্যের পেছনে বাবা–মা এবং স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের অবদান রয়েছে। সে চায় ডাক্তার হয়ে গ্রামের মানুষের সেবা করতে।

স্নাতকে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৩ মে সিবিএসই–র দ্বাদশ শ্রেণির ফল প্রকাশিত হয়েছে। আর ১৪ মে রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পরই চালু করা হয়েছে স্নাতকে ভর্তির 'সেন্ট্রালাইজড পোর্টাল'। যার দ্বারা রাজ্যের ৪৬০টি ডিগ্রি কলেজ ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮ মে সন্ধে থেকে ভর্তির জন্য আবেদন জানানো যাবে। নাম, পছন্দের কলেজ ও বিষয় রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ পাবেন উচ্চমাধ্যমিক, আইএসসি ও সিবিএসইর দ্বাদশের সফল প্রার্থীরা। স্নাতকে ভর্তির মেধাতালিকা তৈরিতে 'বেস্ট অব ফোর' পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গত বছরের মত এবারও বিনামূল্যে আবেদন করা যাবে। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা সংসদের পোর্টালে গিয়ে 'সেন্টালাইজড অ্যাডমিশন বাটন কিংবা সরাসরি <https://wbcap/> in লিঙ্কে ক্লিক করলেই মিলবে বিস্তারিত তথ্য।

৯ মে চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমতার সেরা তিন কৃতীকে সম্মাননা জানায় আমতা থানা প্রশাসন। রবীন্দ্র জয়ন্তীর পূণ্যলগ্নে আমতা নিত্যানন্দ হাই স্কুলের ছাত্র তমোজিৎ ব্যানার্জী (৬৭৫), আমতা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সম্পৃতি দাস(৬৬৬) ও বড়মহরা যতীন্দ্র বিদ্যাপীঠের ছাত্রী শতভিষা মান্না(৬৬২)–কে বাড়িতে গিয়ে ফুল ও মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানান আমতা থানার ওসি সুরজিৎ সরকার। সম্মাননা পেয়ে খুশি কৃতিদের পরিবার। পুলিশের এই প্রশংসনীয় ভাবনাকে তারিফ করেছে আমতাবাসী।

মহানগরে

বিধবা ও বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছে না গরিব মানুষরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার ওয়ার্ডভিত্তিক বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা এছাড়া অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সম্পূর্ণ বেনিফিসিয়ারিস লিস্টের পার্টওয়াইজ লিস্টিং পৌরপ্রতিনিধিরা হাতে পেলে কারা বেনিফিটেড এবং কারা এখনও অসুবিধায় আছেন বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের

পর তাঁদের কোনও সমস্যা হল কী না। পেলে কাদের সুবিধা হয় বলে জানান কলকাতা পৌরসংস্থা ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা.মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর অধিবেশনে প্রস্তাব রাখেন পার্টওয়াইজ ভোটার বা নন ভোটারদের বেনিফিসিয়ারিস লিস্ট কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে যদি থেকে থাকে, তাহলে সেটা যাতে, কলকাতার প্রতি পৌরপ্রতিনিধিরা পেতে পারি, তার একটা আবেদন থাকলো। যেটা দিয়ে পরবর্তীকালে আমাদের অফিসিয়াল কাজগুলি করতে সুবিধা হবে।

প্রস্তাবের উত্তরে, পৌর সমাজকল্যাণ দফতরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এটা ওনার জ্ঞাতার্থে জানাই যে, কলকাতা পৌরসংস্থার সমাজকল্যাণ সরলীকরণের নিকট পার্টওয়াইজ ভোটার বা নন ভোটার লিস্ট করা সম্ভব নয়। কারণ এটা তো ভোটার লিস্টের মাধ্যমে হয় না। আমরা মানুষের বাড়িবাড়ি যাই বা অন্যান্য পদ্ধতিতে যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে থেকে এটা করতে হয়। তবে বিধবা ভাতা বা বার্ধক্য ভাতা কারা পাচ্ছে, তার ওয়ার্ড ওয়াইজ লিস্ট কলকাতার প্রতিটি বরো অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি আপনার বরো অফিসে সমাজকল্যাণ দূরীকরণের দফতরের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনি আপনার ওয়ার্ডের লিস্টটি নিতে পারেন।

এদিকে, উত্তর কলকাতার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহার প্রশ্ন, প্রান্তিক বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের জন্য নির্ধারিত বিধবা ভাতা ও বার্ধক্য ভাতার টাকা আবেদনকারী বহু গরিব মানুষ বহুদিন ধরে পাচ্ছে না। ওই টাকা না পেয়ে তারা হতাশ। এইসব গরিব মানুষজন তাদের প্রাপ্য টাকা কবে নাগাদ পেতে পারে, তার একটি সঠিক দিশা কী কলকাতা পৌরসংস্থা দেখাবে?

প্রশ্নের উত্তরে পৌর সমাজকল্যাণ দফতরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিধবা ভাতা ও বার্ধক্য ভাতার টাকাটা রাজ্যের নারী ও সমাজকল্যাণ দফতর থেকে টাকাটা আসে, নির্বাচন পর্বের জন্য কিছুটা দেখি হচ্ছে, তবে নিশ্চয়ই আগামী দিনে পাবেন, এটুকু অন্তত আশ্বস্ত করতে পারি।

১০১টি ওয়ার্ড বিজেপির দখলে

বরুণ মণ্ডল

কলকাতার উত্তরে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাহনগরের কোল থেকে দক্ষিণে গড়িয়া বা বোড়াল বা জোকার কোল পর্যন্ত এবং পূর্বে পঞ্চসায়ার বা অজয়নগর বা মাদুরদহ বা ধাপার কোল থেকে পশ্চিমে ১৪১ নাম ওয়ার্ডের হুগলি নদী পর্যন্ত – সর্বত্রই এখন গেরুয়া আবিরে মোড়া। রাজ্যে সদ্য সমাপ্ত অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনে–র ফলাফলের হিসেব বলছে কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১০১টি ওয়ার্ড গেরুয়া শিবিরের দখলে। বাকি ৪৩টি ওয়ার্ডে জোড়াফুল শিবির নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। ২০২৪–এর অষ্টাদশ লোকসভা সাধারণ নির্বাচনে কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে বিজেপি এগিয়ে ছিল ৪৫টিতে। যদিও ২০২১–এর ডিসেম্বরে কলকাতা পৌরসংস্থার সাধারণ নির্বাচনে কলকাতার ১৩৪টি ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস জিতে পৌর বোর্ড গঠন করেছিল তৃণমূল। বাকি ১০টি ওয়ার্ডের মধ্যে কলকাতা উত্তরের ২২, ২৩ ও ৫০ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছিল পদ্ম শিবির। কিন্তু ২০২৬–র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বলছে, কলকাতা উত্তর জেলার ৬০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫৪টি এগিয়ে রয়েছে গেরুয়া ব্রিগেড। কলকাতা দক্ষিণ ও সংযোজিত এলাকা মিলিয়ে বাকি ৮৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪৭টিতে জোড়াফুলের তুলনায় পদ্মফুলকে সমর্থন করা ভোটারের সংখ্যা অধিক।

কলকাতা পৌর নিগম আইনানুসারে (১৯৮০) কলকাতা পৌরসংস্থার নবম সাধারণ নির্বাচন সামনের ডিসেম্বর মাসে। বাকি রয়েছে মাত্র সাত মাস। এবার ছোটও লাল বাড়ি দখল করবেন বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের নেতাদের। পরিসংখ্যান

বলছে, কলকাতার যে সব ওয়ার্ডে কয়েক সহস্র ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস লিড পেত, এবার সেখানে কয়েক সহস্র ভোটে পিছিয়ে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস। এবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ তাদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে পরিচিত নগরপল্লি(বস্তি) এলাকার ফলাফল। সেখানে মানুষ উন্নয়নের লক্ষ্যে সোজাসুজি পদ্ম প্রতীকে আস্থা রাখছে। বর্তমানে বহু তৃণমূলী পৌরপ্রতিনিধি আগামী পৌর নির্বাচনে শোচনীয় হারের ভয়ে প্রার্থী হতে রাজি হচ্ছে না। শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শশী পাঁজা নিজের বড়ো মেয়ে পূজা পাঁজার ৮ নম্বর ওয়ার্ডেই ১,১৫৪ ভোটে পরাজিত। অথচ ২০২১ –এর ডিসেম্বরে পূজা পাঁজা ৬,০৯১(প্রদত্ত ভোটের ৭৭.৪৭ শতাংশ) ভোটের ব্যবধানে এই ওয়ার্ড থেকে জয় লাভ করে। শ্যামপুর বিধানসভা ৭, ৮, ৯, ১০,১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৪ ও ২৬ এই ১১টি ওয়ার্ডের অধিকাংশ ওয়ার্ডে হারের মুখ দেখেছেন সদ্য প্রাক্তন রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী। ২০২১–এর বিধানসভা নির্বাচনে এই সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ২২,৫২০ ভোটের ব্যবধানে শ্যামপুকুর জয়লাভ করে। মোট প্রদত্ত ভোটের ৫৪.১৮ শতাংশ ভোট পেয়েছিল।

কলকাতা পৌর এলাকার অন্তর্গত ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১০টিতে এবার তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত। কলকাতা পৌর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের এই ফলাফলে নির্বাচনী বিশেষজ্ঞরাও বিস্মিত। তাঁদের বক্তব্য কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির গাফিলতি রয়েছে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলের নেতৃত্বের চূড়ান্ত খামতি, ঔদ্ধত্য, অহংকারী মনোভাব, দাম্ভিক মনোভাব, মানুষকে মিথ্যা বলা, নীচুতলার কর্মীদের হ্যাঁটা করা। এর ফল আগামী পৌর নির্বাচনে পড়বে বলে করছেন নির্বাচনী বিশেষজ্ঞরা। শ্যামপুকুরের পাশাপাশি কাশীপুর–বেলগাছিয়া, মানিকতলা, জোড়াসাঁকো কলকাতা উত্তরের এই চার বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ছাড়া হয়েছে। কলকাতা দক্ষিণের ভবানীপুর, রাসবিহারী, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা পূর্ব এবং বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রেও তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। দুর্নীতিতে ভরা দলের নেতৃত্ব স্থানীয়দের ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিক মনোভাব মানুষ মানেননি। বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩৮টি ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে অথচ সেখানকার ১০টি বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপির এবং ৬টি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। এখান থেকেই প্রশ্ন উঠেছে, আগামী ডিসেম্বরে কলকাতা পৌরসংস্থার নবম সাধারণ নির্বাচনে কলকাতা পৌরসংস্থা কী তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকবে? না কী বিজেপির দখলে যাবে?

সোনে কি চিড়িয়ার স্বপ্ন দেখছে ব্যবসায়ীরা

প্রিয়ম গুহ : পরিবর্তন হয়েছে ব্যবসা বিমুখ সরকারের, পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসার পরিবেশ ছিল না। জুলুম এবং অপরিপক্ক নীতি ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসা গোটাতেও বাধ্য করেছে। কিন্তু বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার। আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরাও। এমন এক অবস্থায় ব্যবসায়ীদের মুখেও হাসি ফুটেছে। তাই বিভিন্ন শিল্পের অগ্রগতি এবং ব্যবসায় নতুন ভাবনার কথা শুনতে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরা একত্রিত হয়েছিল ১২ মে। এদিন ছিল তাদের বাৎসরিক সাধারণ সভা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা ও শ্রমিক ভট্টাচার্য। এছাড়াও একাধিক

নবনির্বাচিত বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। যাদবপুরের বিধায়িকা শর্বরী মুখার্জী এবং টালিগঞ্জের বিধায়িকা পাপিয়া অধিকারী দে বলেন রাজ্যে ভয় মুক্ত পরিকাঠামো তৈরি হবে এবং তারা আশ্বস্ত করেন এলাকায় ভয়হীন ভাবে ব্যবসার পরিবেশ তৈরি করা হবে। এছাড়াও তাদের টালিগঞ্জের সিনেমা শিল্পে কোন থ্রেট কালচার চলবে না, যারা এই শিল্পের সাথে যুক্ত আছেন তারা নির্ভয়ে কাজ করতে পারবে। অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় নতুন সরকারের কাছে সুশাসনের আশা করেছেন। বিধান নগরের বিধায়ক ডা. শারদ্বত মুখার্জি একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন আমাদের রাজ্যে শিক্ষার হাল ফেরাতে হবে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা নীতি ভারতবর্ষের শিক্ষা নীতি হওয়া প্রয়োজন। তার শান্তিনিকেতন গড়ে তোলা শিক্ষা প্রদানের এক আদর্শ নিদর্শন।

শমীক ভট্টাচার্য্য বলেন, কে কি ছবি করবেন, কার ছবি আগে নন্দনে প্রকাশিত হবে সেটির জন্য কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হবে না। টলিউডের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা আর থাকবে না। নিজের সর্বস্ব দিয়ে ২০–২৫ লক্ষ্য টাকা দিয়ে যারা একটা ছবি তৈরি করতে আসে তাদের উপর নিজের আগ্রাসন চাপিয়ে দেওয়া আর চলবে না। যারা জীবনে কোনওদিন ফুটবলে পা দেয়নি তারাও ক্লাব পরিচালনা করছে, এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হবে।

২০১১ সালের ডিসেম্বরের একটি ঘটনা মনে করিয়ে তিনি বলেন, নিউ জার্সির একজন উচ্চপদস্থ বাঙালি আধিকারিক বলেছিলেন, আমাদের কাছে ১৮টি 'ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট অটোমোবাইল কোম্পানি' সিঙ্গুরে বিনিয়োগ করবার জন্য ফাইল দেখিয়ে ছিলেন যেইগুলোর একটাও এখন নেই। এই হল পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিল্ড থেকে অ্যাকাডেমি পর্যন্ত আমি একজন দর্শক এবং রং দেখে কোনো দিন শিল্পকে বিচার করিনি। আমাদের দলের সব থেকে বড় সমালোচক কৌশিক সেনের থিয়েটারও দেখি। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন সিপিআইয়ের মেম্বার চন্দন সেন। তাঁর লেখা নাটকও আমি দেখি। এছাড়াও প্রচুর এমন মানুষের সাথে আমার পরিচয় আছে যারা আমার দলের সমর্থক না কিন্তু নতুন কিছু রিলিজ করলে বলে একবার দেখে যাওয়ার জন্য।

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যে যেখানে যেই পতকা নিয়েই টাকা চাইবে, আপনারা টাকা দেবেন না, পুলিশকে ফোন করবেন। এদিন নাম না করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, স্পেন থেকে শিল্পের ঘোষণা করলেও তা এখনও পৌঁছায়নি বাংলায়।

তিনি আরও বলেন, হঠাৎ দেখছি মুখে গেরুয়া আবির, হাতে বিজেপির পতাকা নিয়ে ৪ ঘণ্টার একটা বিজেপি তৈরি হয়েছে যারা তৃণমূলের পার্টি অফিসে ভাঙচুর করছে, এটা চলবে না। বিজেপি ভাঙচুর নীতিতে বিশ্বাস করে না। এটা থেকে মুক্তি পেতেই রাজ্যের মানুষ ৫০ বছর পর সঠিক সরকারকে পছন্দ করেছে। আমাদের সেই ভরসা রাখতে হবে। এটা দলের নয় মানুষের কৃতিত্ব।

বণিকসভার সভাপতি অশোক কুমার বণিক বলেন, আমাদের মন্ত্র বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে সারা পশ্চিমবঙ্গে তথা সারা ভারতবর্ষে আমাদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে এই নবনির্বাচিত সরকারকে সাথে নিয়ে বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক প্রগতি এগিয়ে নিয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ যে বাণিজ্যিক দিক হারিয়ে ফেলেছিল তা এবার ফিরে পাবে। অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের উন্নতি ঘটলে যুবক–যুবতীদের বেকারত্বও ঘুচবে। এর সঙ্গে জেলার ক্ষুদ্র শিল্পীদের আমরা আবার এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। সহ সভাপতি অমিত সাহা বলেন, আমাদের এই ১৪০ বছরের ইতিহাসে আমরা বাংলায় ব্যবসার ধারক এবং বাহক। আমরা অস্বীকার করতে পারব না বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলায় বিনিয়োগের পরিবেশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নতুন সরকারের তিনি পথপ্রদর্শক আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অত্যন্ত 'ডায়নামিক' একজন ব্যক্তিত্ব। তার সাথে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারের যে মনোভাব আমরা বুঝতে পারছি তা যদি বজায় থাকে আগামী দিনে বাংলায় বিনিয়োগের জোয়ার আসবে। তা আমি আশ্বস্ত করতে পারি বাঙালি উদ্যোগপতিদের। নতুন প্রজন্মের এক ব্যবসায়ী এবং বণিকসভার সদস্য জানান, আমি আশাবাদী নতুন প্রজন্ম আবার ব্যবসায় বিনিয়োগের কথা ভাববে। যারা অন্য রাজ্যে ব্যবসা স্থাপন করেছিল তারা আবার রাজ্যে ফিরবে।

ছবি : প্রীতম দাস

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

কার–পার্কিং ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরে পৌরসংস্থার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সরকারি কার–পার্কিংয়ের জায়গা রয়েছে। যেখানে কিছু স্থানীয় যুবক–যুবতীকে কো–অপারেটিভ সোসাইটি বা ইউনিয়নের মাধ্যমে কার–পার্কিংয়ের পরিষেবা প্রদান করে। তারা কার–পার্কিংয়ের সহায়তা করে, নিরাপত্তা রক্ষা করে এবং নির্ধারিত হারে অর্থ গ্রহণ করে, যার জন্য রসিদও প্রদান করে।

কিন্তু এই ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এতো বড়ো কলকাতা পৌর এলাকায় মাত্র কয়েকটি কো–অপারেটিভ সোসাইটি অধিকাংশ কার–পার্কিং পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে, অন্যদিকে অনেক গোষ্ঠী ক্রমশ বঞ্চিত হয়ে পড়ছে। ফলে কলকাতায় একটা অসম ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, বলে পৌর অধিবেশনে জানান উত্তর কলকাতা ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রাজেশ কুমার সিনহা। তিনি বলেন, যদি কার–পার্কিং বরাদ্দ বা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট নীতিমালা বিদ্যমান থাকে, তবে তা আরও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। অন্যথায়, কার–পার্কিং ব্যবস্থার নামে এই অরাজকতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। যদিও টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ইউনিয়নগুলির নাম নির্ধারিত হয়, তথাপি বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ঘাটতি রয়েছে।

এমতাবস্থায়, তৃণমূলী পৌরপ্রতিনিধি রাজেশ সিনহার প্রশ্ন, কার–পার্কিং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিদ্যমান নিয়মাবলীকে আরও কঠোর ও স্বচ্ছভাবে প্রয়োগ করার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার কোনও পরিকল্পনা বা পদক্ষেপ রয়েছে কী?

উত্তরের পৌর কার–পার্কিং দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থা কার–পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে একটা নীতি আছে, সেই নীতি অনুযায়ী পার্কিং দফতর পরিচালিত হয়। আসলে কো–অপারেটিভকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো ক্ষমতা এমন কোনও আইন কলকাতা পৌরসংস্থার নেই। আমরা টেন্ডারটা করি, টেন্ডারে যারা অংশগ্রহণ করে, তাদের যা যোগ্যতা থাকে, সেই অনুযায়ী তারা অংশগ্রহণ করে এবং যারা হাইয়েস্ট বিট দেয়, তারা নির্দিষ্ট জায়গায় পার্কিংয়ের অনুমতি পায়। এইটাকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই এবং আমরা করতেও পারি না। তবে আমরা চাই আরও বেশিবেশি সোসাইটি টেন্ডারে অংশগ্রহণ করুক। তবে টেন্ডারে যারা হাইয়েস্ট বিট দেবে, তারাই কার–পার্কিংয়ে অনুমতি পাবে।

বার্তা

ছাতা ধরো : স্কুল ছুটির পর ,তাপমাত্রা প্রায় ৪০ ছুই ছুই, ছেলের ধরা ছাতার তলায় থেকে , ঝুঁকি নিয়ে, বাবা ও ছেলের বাড়ি ফেরা, গড়িয়াহাট ফ্লাইওভারের ওপর। ছবি : অভিজিৎ কর

সাফল্য : শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকা এক তরুণী মায়ের জীবন বাঁচানোর সময়ের সঙ্গে লড়াই শেষ পর্যন্ত পরিণত হল চিকিৎসা দক্ষতা। মণিপাল হাসপাতাল ইএম বাইপাস–এর চিকিৎসক দল এক অত্যন্ত জটিল ও বিরল চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২৬ বছর বয়সী এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়। ভাগলপুরের বাসিন্দা ওই মহিলা যমজ সন্তানের মা হতে চলেছিলেন এবং গর্ভাবস্থার ২৪তম সপ্তাহে গুরুতর হৃদ্যন্ত্র বিকলতার সমস্যায় ভুগছিলেন। ডাঃ দিলীপ কুমার, ডিরেক্টর ক্যাথ ল্যাব, সিনিয়র ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট, ডিভাইস ও স্ট্রাকচারাল হার্ট বিশেষজ্ঞ, তার বহুবিভাগীয় চিকিৎসক দলের সহায়তায় সফলভাবে বেলুন মাইট্রাল ভালভোটমি (বিএমভি) নামক একটি জীবনদায়ী হৃদ্রোগ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ভারতের মাতৃ ও ভ্রূণ হৃদরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

বদল : নব নির্বাচত সরকার আসার পরেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদ দফতরে ঢেকে দেওয়া হল বিশ্ব বাংলা লোগো। এখন থেকে অশোক স্তম্বই দেখা যাবে সব সরকারি দফতরে ও নথিতে। ছবি : সুমন সরদার

আবিষ্কার : জেডএসআই–এর বিজ্ঞানীরা সেক্রাস বর্গের অধীনে অজানা দুটি মাকড়সার প্রজাতি শনাক্ত করেছে: সেক্রাস এনটু এবং সেক্রাস ফেনশুনইউ। নাগাল্যান্ডের যে গ্রামে এগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে– এনটু এবং ফেনশুনইউ– তাদের নামানুসারেই এই অ্যারাকনিডগুলির নামকরণ করে। এই মাকড়সাগুলো আর্দ্র বনভূমিতে চাদরের মতো বিস্তৃত অনুভূমিক জাল বোনার জন্য পরিচিত। ছবি : নিজস্ব

সেমিস্টারের উচ্চমাধ্যমিকে পাসের হার ৯১.২৩ %

নিজস্ব প্রতিনিধি : লিখিত পরীক্ষা শেষের ৭৬ দিনের মাথায় ১৪ মে এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল(তৃতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টারের মিলিত রূপ) প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অধ্যাপক ড. পার্থ সরকার। এবার উচ্চমাধ্যমিকে পাসের হার ৯১.২৩ শতাংশ। যা গতবারের তুলনায় এবার পাসের হার বাড়লো ০.৪৪ শতাংশ। পুরাতন পদ্ধতিতে শেষবারের ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিকে পাসের হার ছিল ৯০.৭৯ শতাংশ। সুতরাং সেমিস্টার সিস্টেমের উচ্চমাধ্যমিকে পাসের হারে আহামরি কোনও পরিবর্তন হয়নি। ২০২৪ সাল থেকে রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিকের একাদশ শ্রেণিতে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হয়। তাদেরই এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হল। দ্বাদশ শ্রেণিতে এবার মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬,২৬,২৫৮ জন(ছাত্রের সংখ্যা ২,৭৯,৯৩৬ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৩,৪৬,৩২২ জন)। পাস করেছে ৫,৭১,৩৫৫ জন(ছাত্রের সংখ্যা ২,৫১,১২৫ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৩,২০,২৩০ জন)।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পাসের হার ৯৪.১৯%, হাওড়ায় ৯৩.৮৪%, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৯৩.৭১%, হুগলিতে ৯৩.৪১%, উত্তর ২৪ পরগনায় ৯৩.১১%, নদিয়ায় ৯২.৬৮%, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯১.৯৬%, কলকাতায় ৯১.৮৮%, পুরুলিয়ায় ৯১.৫৬% এবং দার্জিলিং ও ঝাড়গ্রাম জেলায় পাসের হার ৯০.৬৬%।

এবার ছাত্রদের পাসের হার গতবারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য রূপে ৩.২৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে এবার তাদের পাসের হার নেমে হয়েছে ৮৯.৭১ শতাংশে। সেখানে এবার ছাত্রীদের পাসের হার গতবারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য রূপে ৩.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯২.৪৭ শতাংশ।

এবার এ++ গ্রেড(৯০–১০০ নম্বর) পেয়েছে ৬,৪৩৪ জন(১.১৩ শতাংশ)। এ+ গ্রেড(৮০–৯০ নম্বর) পেয়েছে ৫১,৮৪৩ জন(১০.২০ শতাংশ)। এ গ্রেড(৭০–৭৯ নম্বর) ১,১৬,২৫৭ জন(৩০.৫৫ শতাংশ)। বি+ গ্রেড(৬০–৬৯ নম্বর) পেয়েছে ১,৫২,২৫৫ জন(৫৭.২০ শতাংশ)। বি গ্রেড(৫০–৫৯ নম্বর) পেয়েছে ১,৭৯,৩৫৮ জন। সি গ্রেড(৪০–৪৯ নম্বর) পেয়েছে ৬৪,৭৯৫ জন এবং পি(৩০–৩৯ নম্বর) পেয়েছে ৪১৩ জন।

এবার বিজ্ঞান বিভাগে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১,১১,২৮৮ জন। পাস করেছে ১,১০,৩৮৩ জন। পাসের হার ৯৯.১৯ শতাংশ(এ++ গ্রেড ৩,৬৭৮ জন, এ+ গ্রেড ২৫,৫১০ জন, এ গ্রেড ৪৯,৮১১ জন, বি+ গ্রেড ২৮,৫২৩ জন, বি গ্রেড ২,৮২৪ জন এবং সি গ্রেড ৩৭ জন)। বাণিজ্য বিভাগে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩৭,৬৭১ জন। পাস করেছে ৩৫,২৮৫ জন। পাসের হার ৯৩.৬৭ শতাংশ(এ++ গ্রেড ৫৯৩ জন, এ+ গ্রেড ৪,৫৯০ জন, এ গ্রেড ১০,০০১ জন, বি+ গ্রেড ১২,০৫৩ জন)। আর কলা বিভাগে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪,৭৭,২৯৯ জন। পাস করেছে ৪,২৫,৬৮৭ জন। পাসের হার ৮৯.১৯ শতাংশ(এ++ গ্রেড ২,১৬৩ জন, এ+ গ্রেড ২১,৭৪৩ জন, এ গ্রেড ৫৬,৪৪৫ জন, বি+ গ্রেড ১,১১,৬৭৯ জন)০।

এবার সেমিস্টার সিস্টেমের উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দশে স্থান পেয়েছে ৬৪ জন। ছাত্রের ৫৬ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৮ জন(পঞ্চম স্থানে ১ জন, ষষ্ঠ স্থানে ১ জন, অষ্টম স্থানে ৩ জন এবং দশম স্থানে ৩ জন)। আর গত বছরে বার্ষিক পদ্ধতির উচ্চমাধ্যমিক প্রথম দশে স্থান পেয়েছিল ৭৩ জন। এই ৭৩ জনের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৫২ জন আর ছাত্রীর সংখ্যা ২১ জন। আর এই ৬৪ জনের মধ্যে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র রয়েছে ১৮ জন। আর পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৭ জন। বাকি ২৯ জনের মধ্যে সিংহ ভাগ রয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ অনুমোদিত বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। যেমন অষ্টম স্থানে থাকা মহেশতলার বিধানগড়ের মৌপিয়া পাল নিউ আলিপুরের শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। এই প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ অনুমোদিত একটি বেসরকারি বিদ্যায়য়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে থাকা হল সরকারি বিদ্যালয় হল চতুর্থ স্থানে থাকা গোলাম ফয়জলের স্কুলটি ক্যালকাটা মাদ্রাসা এ. পি. ডিপার্টমেন্ট(উর্দু)। 'বেস্ট অব টপ ফাইভ সাবজেক্ট' এই হিসেবে ৫০০ নম্বরে সর্বোচ্চ নম্বর উঠেছে ৪৯৬। ৯৯.২০ শতাংশ নম্বর।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অধ্যাপক ড. পার্থ কর্মকার বলেন, এবার রাজ্যের মোট ৬,৮৩৭টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। এবার ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রের চেয়ে ৬৬,৩৮৬ জন বেশি। এছাড়াও একজন তৃতীয় লিঙ্গের পরীক্ষার্থী ছিল, সে পাসও করেছে। এবার ১৫টি ভাষা বিষয়ে এবং ১৬টি বৃত্তিমূলকসহ মোট ৬৬টি বিষয়ের ওপর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার মার্কশীটে পরীক্ষার্থীর ছবি থাকছে। তাতে মার্কশীটের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। এবার তৎকাল পিপিএস – পিপিআরের আবেদন আজ রাত ১২ টার পর থেকে ১৭ মে–র রাত ১২টার মধ্যে করতে হবে। সংসদের অনলাইন পোর্টালে আবেদন করার ৮ দিনের মধ্যে ফলাফল জানা যাবে। ফিজ অনলাইনে জমা করতে হবে। আর সাধারণ পিপিএস – পিপিআরের আবেদন ১৪ মে রাত ১২ টার পর থেকে ২৮ মে রাত ১২টার মধ্যে করা যাবে। এরই সঙ্গে সংসদ সভাপতি জানান, পুরাতন সিলেবাসে এবার পাশের হার ৭৫.৪১ শতাংশ। পুরাতন সিলেবাসে পাস করেছে ৯,৩৪৯ জন। ৬০ শতাংশের উর্ধ্বে নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা এতো কম কেন? ১.১৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে। সংখ্যাটা ৬,৪৩৪ জন। সংখ্যাটা এতো কম কেন। সেবিষয়ে সংসদ ভাবছে, আরও চর্চা করছে বলে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অধ্যাপক ড. পার্থ কর্মকার জানান।

জাতীয় বোর্ডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলা বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা যাতে বেশি নম্বর পায়, সেই লক্ষ্যে এবং সিলেবাসের চাপ কমাতে ২০২৪ সালে একাদশ–দ্বাদশে বার্ষিক পরীক্ষার পরিবর্তে সেমিস্টার চালু করা হয়েছিল। তাতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কেন এমন ফলাফল? প্রশ্ন তো উঠবেই, তৃতীয় সেমিস্টারে এমসিকিউতে পরীক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করলেও চতুর্থ সেমিস্টারে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে তারা তো পিছিয়ে পড়বেই। সারা বছরের চর্চার অভাব। বাংলা ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের যে নয়া সিলেবাস তৈরি হয়েছে, সেটা সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সঠিক ভাবে গ্রহণ করেনি। ছাত্রীরা তো গ্রহণ করতে পারলো না বলেই ভালো রেজাল্ট ভালো গ্রেড পাওয়া ছাত্রীর সংখ্যা এতোটা কম। মেধা তালিকায় মাত্র ৮ জন ছাত্রী। তাও আবার প্রথম ৪টি স্থানে কোনও ছাত্রী নেই। প্রশ্ন রয়ে গেল।

সরানো হল উচ্চমাধ্যমিকের সচিবকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব পদ থেকে সরানো হল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কন্যা অধ্যাপিকা ড. প্রিয়দর্শিনী মল্লিককে। ১৪ মে চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে চিঠি দিয়ে একথা জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের উপসচিব। তাকে আশুতোষ কলেজের সহকারি অধ্যাপিকা পদে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভাবনীয় সাফল্য কালীঘাট হাইস্কুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালীঘাট চেতলা অঞ্চলের অন্যতম শতাব্দী প্রাচীন বিদ্যালয় কালীঘাট হাইস্কুল। প্রতি বছরই এই সহ শিক্ষামূলক বিদ্যালয় থেকে শতাধিক ছাত্র–ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় কৃতিত্বের সঙ্গে ফলাফল করে বিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যামিক শিক্ষা সংসদের মুখ উজ্জ্বল করে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এ বছরের (২০২৬) ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে ৮০% শতাংশের উপর ফল করেছেন ২০ জন ছাত্র–ছাত্রী। প্রথম বিভাগে উর্ত্তীণ ১৪৮ জন। দ্বিতীয় বিভাগে ৩৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। একজন মাত্র তৃতীয় বিভাগ। বাণিজ্য শাখায় প্রথম হয়েছেন অনিশা শেঠ ও শ্রুতি সাউ। উভয়েরই প্রাপ্ত নাম্বার ৪৬৯। ছাত্রদের মধ্যে প্রথম অসিত দাস। তার প্রাপ্ত নাম্বার ৪৫৯। অসিত দাস বিএসটিডি বিষয়ে ১০০ তে ১০০ বা পূর্ণ মান পেয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী অমিত দাসের পরিচালনায় শতাব্দী প্রাচীন এই বিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক শাখা খুবই সুন্দরভাবে চলেছে। পড়াশোনা, খেলাধূলা, সংস্কৃতি সব কিছুতেই এই বিদ্যালয় সমান দক্ষতার পরিচয় দেয়।

কবিতা

সুরক্ষা যেমন
অর্চনা ঘোষ

আলো ফুরোবার আগে অনেক কষ্টে তুলে এনেছি
ছিনতাইকারী বাতাস বাধা দিয়ে ছিল
চোর কাঁটা, জংলি ঘাস শরবন লোনা মাটি সবাই ছিল দলে
সাবধানে সেই বিপথ মাড়ানো
চোখের সার্চ লাইটের তীক্ষ্ণ আলোয়
মনে হচ্ছিল কেউ আসছে!
ঝড়ের মত দ্রুত গতি সর্বনাশ
উঁচু উঁচু বাড়ি গুলোর দিকে তাকিয়ে
নিরাপত্তা আর সুরক্ষার ঘেরাটোপ খোঁজা
শক্তির প্রাচীরে মুখ থুবড়ে পড়ে শয়তান
বিপরীতে বারে বারে বেড়া ভেঙে খাদকের আনাগোনা
সমস্ত শরীরের মধ্যে নড়বড়ে সাঁকোটা
কাঁপতে থাকে আর কাঁপতে থাকে।

(কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

বীরভূম
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

নয়নে পলাশচূড়া কণ্ঠে বাউল
বৃদয়ে বয়ে যায় সাত নদীর সুর।
সতী পীঠ পীরের মাজার বৌদ্ধতন্ত্র
সব নীলিমায় লীন।
গণদেবতার মুখ শাল বনে
হাঁসুলি বাঁকে শহর থেকে দূরে
লালমাটির আদরে জাগে গণপুরের গ্রাম ।
সময়ের গ্রাসে লোভী মানুষের ভিড়
হারিয়েছে অনেক কিছুই
তবুও অফিরন্ত প্রাণ জিজ্ঞাসা
গীতগোবিন্দের নব বৃন্দাবনে
জাগে আমার বীরভূম,
সবুজ আঁচলে সূর্যোদয়।

(রামপুরহাট, বীরভূম)

দর্পচূর্ণ
সঞ্জয় কুমার নন্দী

এক মুঠো রোদ কবে রেখেছিলাম গোপনে,
মনে নেই
নীরবে ঊষ্ণতা কমে, বোশেখের তপ্ত
রৌদ্র এখন ভেঙে ছড়িয়ে আছে
উপত্যকার এদিক ওদিক ...
তলদেশে মুঠো মুঠো ধূলো ওড়ে
অস্তগামী রৌদ্রে প্রখর হয় তার চলাচল
ভেবেছি ফ্রেমে বন্দী করব
নিমেষে হারিয়ে যায় সময়ের সাথে
হৃদয় ছুঁয়েছে গোধূলি —
প্রলেপ দেয় অহমিকার।

(দক্ষিণ শুঁড়া, চকদীঘি, পূর্ব বর্ধমান)

নব বর্ষের গান
রামচন্দ্র মণ্ডল

নববর্ষ বরণে শ্রদ্ধায় স্মরণে আমাদের মিলন মেলা
সুরে ও সঙ্গীতে নৃত্যের ভঙ্গীতে পরাবো বরণ মালা।
প্রকৃতির প্রান্তরে সবুজের অন্তরে
লাগে আজি নূতন দোলা
জীর্ণ আর্জনা সাথে আর বহিব না
নব রূপে হবে পথ চলা।
তুফানে প্লাবনে অতিমারি দমনে
হৃদয় দুয়ার হল খোলা
তবু কেন হানাহানি মৃত্যুর হাতছানি
ভেসে চলে রক্ত ভেলা।
যুদ্ধের দামামায় কত শিশু ঝরে যায়
শেষ হোক মারণ খেলা।

(বাওয়ালী পুরাতন বাগান, দঃ২৪ পরগণা)

আমার বাবা
স্বপন কুমার মান্না

পয়সা তো নেই মনের আশা
ভাবছি কিনব কিছু
তখনই বাবা দু হাত বাড়িয়ে
আসে আমার পিছু।
জমিতে খেটে যে টুকু আয়
সংসার তাতে চলে,
কষ্ট চেপে থাকে হাসিতে
ভিজে রোদে জলে।
বাবার ছোঁয়া স্নেহের পরশ
আছে আমায় ঘিরে
চোখের জলটা মুছিয়ে বলি
চলো ঘরে ফিরে। সকল সময় ভাবনা বাবার
রাখবে দুধে ভাতে
আমার খুশীতে দুঃখ ভুলে
নতুন কাজে মাতে।
সাহস ভরে এগিয়ে যাব
বাধা বিপদ রুখে
বাবার হাতটা থাকলে মাথায়
কাটবে জীবন সুখে।

(উমেদপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

যদি আঁকতে পারতাম
মধুসূদন লাটু

যদি আঁকতে পারতাম
এঁকে দিতাম এখ দেশের ছবি
সেখানে অসৎ বলে কেউ নেই
মিথ্যে কথা বলে না কেউ!
চুরি ছিনতাই ডাকাতি খুন ধর্ষণ শব্দের সাথে
পরিচিতি নেই কারো,
স্বরাষ্ট্র দপ্তর নেই সরকারে
পুলিশ লাগে না কোন দরকারে
কেউ জানে না কি কাজ লাগে কারাগারে।
সবাই চাষ করে একসাথে ক্ষেতে খামারে, কল-কারখানায়,
কোমর বাঁধে একে অপরের দরকারে,
থাকে না ভুখা পেটে, খালি আকাশের নীচে
নিরাবরণে, নিরাভরণে!

(বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

গতি
ভাগ্যধর মণ্ডল

আসছে গাড়ি যাচ্ছে গাড়ি
সবাই তাতে চড়ছে রে
গতির সাথে তাল মিলিয়ে
যে যার জগৎ গড়ছে রে।

ছুটতে থাকো, হবেই সফল
ইচ্ছেটা তে থাকলে গা,
লক্ষ্যটা তোর বিফল না হয়
সৎ গতিতে দিল্ লাগা ।

যাচ্ছো কোথা নিজেই জানো
কোথায় হবে শেষ থামা
গতির সাথে শেষ প্রভাতে
সুর যেন হয় রে গা মা।

(বাওয়ালী পুরাতন বাগান, দঃ২৪ পরগণা)

ভোর
নিরঞ্জন কুণ্ডু

ভোরের আলো মনকে রাখে ভালো
ভোরের হাওয়া পূর্ণ করে চাওয়া পাওয়া
ভোরের প্রকৃতি হৃদয়ে আনে প্রশান্তি
ভোরের বর্ষণ জুড়িয়ে দেয় প্রাণমন
ভোরের স্নিগ্ধতা অন্তরে আনে পবিত্রতা
ভোরের কুয়াশা পূরবে মনের সব আশা
ভোরের শিশির জীবন তরী যেন বহে ধীর
ভোরের ভ্রমণ শরীরকে করে চনমন
ভোরের ভাবনা দূর হয় মনের যাতনা।
ভোরের কূজন মুখর করে মনো গগন॥

(বড়গোদা গোদার, পূর্ব মেদিনীপুর)

অপেক্ষা
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়

এখন তোমার সঙ্গী হওয়া হলোনা আমার।
দূরে দূরে ঘুরে দেখো কত দেশ
একা ঘরে সেই সব ভাবি।
দিন যায় ফুরায় না রাত
তুমি আমার নিত্যকালের সঙ্গী মিতা,
জুড়ে আছো সমস্ত বলয়।
বৃষ্টিময় দুর্যোগের রাতে মনে হয়
এই অপেক্ষার মধ্যে তুমি আছো
সময়ের বৃথা অপব্যয়।
টোকা দেয় তবু দরজায়
অবুঝ মনের বিষাদে কুহক টান ॥

(বেলগাছিয়া, কলকাতা–৩৭)

তোমায় ঘিরে
নীলরতন মণ্ডল

তাকিয়ে ছিলাম পথ পানে
তুমি আসবে বলে।
প্রাণবন্ত আবেগ নিয়ে চেয়ে রই
হায় ! কথা দিয়েও তুমি এলে না।
সেদিন ছিল ঘন কালো মেঘের বেলা
দূরের আকাশ ধূপছায়া বৃত্ত
ভাবি এমন আকাশ তোমার
মনকে করবে উতলা
সঙ্গী হওয়ার ডাক যদি পাই একবার
তবে মনকে সাজিয়ে নেবো
তোমার মতন করে বারবার।

(ডায়মণ্ড হারবার)

যেমন যুক্তি তেমন জবাব
অপূর্বলাল ঘোষাল

পটলের দাম বেড়ে বেড়ে বড্ড বেশী তো
এমনি হলে পকেট বলে, আমি শেষই তো
দামের বেলায় কমবা না!
খোকা বুঝি বাড়বে না?
তা দাম কমলে বড় খোকা ছোট হবে তো?

(পূর্ব কন্যানগর, কন্যানগর, দঃ ২৪ পরগণা)

বিয়ের উপহার
দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

মিটে গেল গণশার বিয়ে
ভোজ–টোজ সব হলে সারা
উপহার নিয়ে নাড়াচাড়া
শাড়ি ঘড়ি আরও কত কিছু
এইবার ভাগ বাঁটোয়ারা।
সহসা প্যাকেট খুলে দেখি
প্যান্ট শার্ট কে দিয়েছে, এ কি!
তবে এটা গণশাকে দান —
নবযুগ, দাতা কী মহান।
চিরকূটে লাল রঙে কেউ
লিখে গেছে — পরে নাকো শাড়ি
আজকের আধুনিক নারী।

(পানিহাটি, উঃ ২৪ পরগণা)

বর্ষার বর্ষণ
সীতারাম ভকত

দিনভর রিমঝিম কখনো বা টুপটাপ
কি সাজে সেজেছো রাণী কত যেন অপরূপ
রাশি রাশি কালো মেঘ ছুটে চলে আকাশে
শন্ শন্ আওয়াজ শোনা যায় বাতাসে
রিমঝিম ঝমঝম্ হয় কত বরিষণ
পশুপাখি ছোটাছুটি ভাবে বুঝি কলিশন্
গুরু গুরু শুরু হয় মেঘ রাশি করে গর্জন
পথ ঘাট শুনশান মনে হয় কত নির্জন॥

(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

প্রত্যাশা বৃথা
কামাক্ষ্যারঞ্জন দাস

চাইতে না চাইতে গরম কফি
কোথায় বিলীন উপেক্ষা দাপাদাপি
অন্য সময়ে চাইলে বলতো
হবে না এখন, সবাই ব্যস্ত!
ওঁর হল শুভের পরিবর্তন,
পায় না কোথাও সে সমাবর্তন
অনেক চেয়েও পাইনি আমি
ওঁর সুবুদ্ধি দিলেন জগৎস্বামী
ওঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি
এবার ওঁর প্রাপ্তি বন্ধন মুক্তি
মুক্তি পাওয়া কি সহজ কথা ভাই!
বিধাতার প্রতি ভক্তিতে একাগ্রতা চাই॥

(বড়িশা, কলকাতা–৮)

এইতো সেদিন
সন্তোষ কুমার সরকার

কত কথাই মনে পড়ে আজ, শৈশবের কথা
যৌবনের কথা
কাজের আর সংসারের দায়ে ভুলে ছিলাম সব,
এখন শুধু রোমন্থনের পালা, স্মরণে কখনো
পুলকিত বা বিমর্ষ —
সে তো নয় আদিকালের কথা —
বাবুল, জয়ন্তরা ছোট্টবেলার বন্ধু সব
হারিয়ে গেছে কে কোথায়, ঠিকানা মেলে না আর
মোবাইলেও সাড়া মেলে না, হয়তো সুইচ অফ্ তার ।

(যাদবপুর, কলকাতা – ৩২)

দাদুর ডিগবাজী
তড়িৎ রায়

দুষ্টু নাতি সামাল দিতে, খাচ্ছে দাদু ডিগবাজি
অষ্টপ্রহর ওড়ায় ঘুড়ি, দাদুর নাতি বেশ পাজি
দোয়াত খুলে দাদুর টাকে ঢালছে নাতি নীল কালি
দুষ্টু হেসে বলছে নাতি, করছি কলপ, দিই তালি
যুগটা নাকি পাল্টে গেছে,আচার বিচার উল্কাপাত
চোখ মেললেই দুষ্টু নাতি একাই একশো কি বজ্জাত
সকাল থেকেই মজার খেলা, খেলার নামে ভোজবাজি
নাতির সেরা দুষ্টুমিতে দাদুর ডবল ডিগবাজি ॥

(সন্তোষপুর, কলকাতা – ৭০)

কবিতা বা ছড়া (১২–১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি ডাকে পাঠাবেন, এই ঠিকানায়:– সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক/মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ /৯৯০৩৮৩৫৬১১)

বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–এর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আনন্দ, শ্রদ্ধা ও সাংস্কৃতিক আবহে মুখর হয়ে উঠেছিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। কবিগুরুর স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতনে সকাল থেকেই ভিড় জমিয়েছিল ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, আশ্রমিক ও অসংখ্য রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষ। ঐতিহ্য মেনে বৈতালিকের মধ্য দিয়ে দিনের সূচনা হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে গোটা বিশ্বভারতী প্রাঙ্গণ উৎসবের রঙে সেজে উঠেছিল।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ জানিয়েছিলেন, ‘প্রতি বছরের মতো এবারও অত্যন্ত মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল ২৫ বৈশাখের অনুষ্ঠান।’ সকালবেলায় মন্দির প্রাঙ্গণে গুরুদেবের প্রতিকৃতিতে ও সিংহাসনে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল। এরপর শুরু হয়েছিল একের পর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দিনভর রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয়েছিল কবিগুরুকে।

বিশেষ আকর্ষণ ছিল মাধবী বিতানে ছোট ছোট শিশুদের পরিবেশনা। খুদে শিল্পীদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত, কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠান উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। শিশুদের সরল ও প্রাণবন্ত পরিবেশনায় যেন নতুন প্রজন্মের মধ্যেও রবীন্দ্রচেতনার ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অভিভাবক ও দর্শকদের একাংশ জানিয়েছিল,‘এই ধরনের অনুষ্ঠান শিশুদের সাংস্কৃতিক চর্চার

পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে আরও গভীরভাবে পরিচিত হতে সাহায্য করে।’

এবারের অনুষ্ঠানে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল পঞ্চবটী প্রাঙ্গণ। কবিগুরু নিজের হাতে যে গাছগুলি রোপণ করেছিলেন, সেই ঐতিহাসিক স্থান ঘিরে ছিল এক আলাদা আকর্ষণ। শতবর্ষের স্মৃতি বহনকারী এই প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু দর্শনার্থীরা। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের মতে, রবীন্দ্রনাথের পরিবেশচেতনা ও প্রকৃতিপ্রেমের অন্যতম নিদর্শন এই পঞ্চবটী আজও শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

উপাচার্য আরও জানিয়েছিলেন, ‘বিশ্বভারতীর এই ঐতিহ্য শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি বাঙালির সংস্কৃতি ও মানবতার চর্চার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই উদযাপন একই আবেগে বহমান থাকবে।’ সারাদিন জুড়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সন্ধ্যাতেও ছিল বিশেষ সংগীত ও আবৃত্তির আয়োজন।

২৫ বৈশাখ উপলক্ষে শান্তিনিকেতন যেন আবারও ফিরে পেয়েছিল তার চিরচেনা রবীন্দ্রময় রূপ। কবিগুরুর সৃষ্টি, দর্শন ও মানবতার বাণীতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল বিশ্বভারতী প্রাঙ্গণ, যেখানে আজও সমানভাবে বেঁচে আছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শুভঙ্কর সংঘের উদ্যোগে পঁচিশে বৈশাখ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঁচিশ বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫ তম জন্ম দিবস পালন উপলক্ষে বাঁকুড়া প্রতাপ বাগান শুভঙ্কর পল্লীর শুভঙ্কর সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচ গান কবিতা আবৃত্তি এবং যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে কবিগুরুকে

স্মরণ করেছিলেন এলাকার শিল্পীরা।

এদিনের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল নৃত্যনাট্য অভিসার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, গান, নাচ ও ভাষ্যপাঠ্যের সংযোজনায়, নৃত্যনাট্য অভিসার উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিল। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্য শিক্ষিকা মন্দিরা রক্ষিত। শুভঙ্কর সংঘের সভাপতি অশোক রায় জানিয়েছিলেন, ‘প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও আমরা কবি প্রণাম অনুষ্ঠান করলাম। অনুষ্ঠান চলাকালীন ঝড়–বৃষ্টি সামান্য বাধা সৃষ্টি করলেও, অনুষ্ঠান আমাদের নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে।’ শুভঙ্কর সরণীর দুর্গা মন্ডপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যেন আসন্ন দুর্গাপূজার ঢাক বেজে উঠেছিল সদস্য সদস্যাদের মধ্যে।

বাংলা সাহিত্যে ও কাব্যগীতির স্রষ্টা, বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তী। শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে বাঘাযতীন পার্কস্থিত বিশ্বকবির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব ও মেয়র পরিষদ সদস্য ও সদস্য সহ অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ।

সুরবন্ধনের কবি প্রণাম

পার্থ কুশারী : ২৫ বৈশাখ বাঙালি সংস্কৃতির আবেগ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সাউথ গড়িয়া শিল্পী গার্ডেন প্রাঙ্গনে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের

আয়োজন করল স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা সুরবন্ধন। এই বিশেষ দিনে রবীন্দ্র স্মরণে গান, কবিতা ও নৃত্যের সংমিশ্রনে এক মনোরম পরিবেশ গড়ে ওঠে। এদিন সুরবন্ধনের শিল্পীরা কবিগুরুর কালজয়ী গান, যেমন আলোক আমার আলো এবং প্রাণ ভড়িয়ে তৃষা হরিয়ে পরিবেশন করেন। পাশাপাশি ছোটদের কণ্ঠে রবীন্দ্র কবিতা ও নৃত্য পরিবেশনা অনুষ্ঠানের মান আরও বাড়িয়ে তোলে। সংস্থার সভাপতি শংকর মণ্ডল জানান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল সাহিত্যিক নন, তিনি বাঙালির চেতনার দিশারী। বর্তমার অস্থির সময়ে কবিগুরুর গান ও বাণী আমাদের শান্তির পথ দেখায়, তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস, সন্ধ্যা গড়িয়ে গভীর রাত পর্যন্ত সাউথ গড়িয়ার মানুষ এই সাংস্কৃতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আয়োজিত হয়েছিল।

মুরারীলাল দত্ত ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্র জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখর হয়ে উঠল মুরালীলাল দত্ত ঠাকুরবাড়ি। ৯ মে সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত সংগীত শিক্ষায়তন ‘আনন্দ লহরি’–র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক

বর্ণাঢ্য সঙ্গীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত, আবৃত্তির মাধ্যমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও শিল্পীরা। মনোজ্ঞ পরিবেশনায় মুগ্ধ হন উপস্থিত দর্শকরা। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে ছিল উৎসবের আবহ, দর্শকদের ভিড় ও উৎসাহে গোটা পরিবেশ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধর সানন্দা দাস মণ্ডল জানান, ‘প্রতি বছরের মতো এবারও রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্র সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসার ঘটানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।’

অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্টজন, অভিভাবক ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। রবীন্দ্রচর্চার মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান উপস্থিত সকলে।

বাঙ্ময় সংস্থার কবি প্রণাম

মলয় সুর : হুগলীর ভদ্রেশ্বরে ৩১ বছর ধরে বাঙ্ময় কালচারাল সোসাইটি এক টুকরো শান্তিনিকেতনের ধাঁচে আম্রকুঞ্জের ছায়ায় কবি প্রণামের আয়োজন করা হয়। অভিজ্ঞ বাচিক

শিল্পী রীনা দত্ত ও ক্যাপ্টেন ডাক্তার সমীর দত্তের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয়। যদিও বাচিক শিল্পী রীনা দত্তের শারীরিক অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও তার একান্ত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি পূর্ণতা পায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিকেলে এখানে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী, সাহিত্যিক, সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকরা হাজির হন। অনুষ্ঠান শুরু হয় শ্যামল পালের বেহালা বাজানোর মাধ্যমে। ‘হে নতুন দেখা দিক আর–বার’ এদিন রবি ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। চন্দননগরে শিল্পীমন সংস্থার ছোট শিশুদের পরিবেশনায় ‘তোতাকাহিনী’ শ্রুতিনাটক পরিবেশিত হয়। পরিচালনায় গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য। এরপর আবৃত্তি আলেখ্য ‘হেথা আমি যাত্রী শুধু’ পাঠ করেন রীনা দত্ত, ডাক্তার বিমলেন্দু তালুকদার, হৈমন্তী দাস ও সুদীপ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানটি সকল দর্শকের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। চন্দননগরে কলাকেন্দ্রের শিল্পীরা ‘বাঁধ ভেঙে দাও’ গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে। পরিচালনায় ছিলেন পরীক্ষিৎ চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির দায়িত্বে ছিলেন সুজাতা দত্ত।

বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠার কাহিনী

বিধান সাহা : গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মগ্রহণ থেকে কলকাতায় বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করার পর্যায় কালকে ছেলেবেলার বিদ্যাসাগর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন প্রবীর নন্দী। আয়োজন অল্প হলেও গভীরতায় কোন ঘাটতি নেই। ছোটদের মনের মতো করে ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের সমারোহে ছোট্ট গ্রন্থটি সেজে উঠেছে। তার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে চলেছে লেখকের বর্ণনা।

ছেলেবেলায় কেমন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র! তারই অনুসন্ধান চলেছে বিভিন্ন ঘটনার সন্নিবেশে। গ্রামে থাকাকালীন বালক ঈশ্বরের দুরন্তপনার উদাহরণ পাঠক মনে কৌতূহলের উদ্রেক করে। কলকাতায় আসার পথে রাস্তার মাইল স্টোন দেখে ঈশ্বরের ইংরেজি শেখার ঘটনার উল্লেখ গ্রন্থে রয়েছে। কলকাতায় বালক বয়সে ঈশ্বরকে বাজার করতে, রান্না করতে এবং বাসন মাজতে হত। পিতা ঠাকুরদাসের কড়া শাসন ও শারীরিক প্রহারের বিবরণ পাঠক মনকে বিচলিত করে। বিভিন্ন পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ, মানুষকে সাহায্য করবার বিভিন্ন উদাহরণ পাঠকের দরবারে ঈশ্বরকে উপস্থাপিত করে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিপত্নীক বৃদ্ধ শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি বালিকা বিবাহে আগ্রহী হলে তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছেন ঈশ্বর। এখানে তাঁর কঠোর মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

সহজ সরল আটপৌরে ভাষাতেই বিভিন্ন ঘটনাগুলো গেঁথে মালা করে তুলেছেন লেখক প্রবীর নন্দী। সাল তারিখের বাহুল্য বর্জন করেছেন। কোন আসরে কথকতার সহজ ভঙ্গিতে ঈশ্বরচন্দ্রের ছেলেবেলাকে তুলে ধরেছেন। এই ভঙ্গিমা ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে বড়দেরও আকৃষ্ট করে।

মানিক রায়ের রঙিন প্রচ্ছদ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থের অভ্যন্তরে তাঁর অলংকরণ বিভিন্ন ঘটনার মুহূর্তকে মূর্ত করে তুলেছে। গ্রন্থের ছাপা ছবির মত ঝকঝকে। ছোটদের হাতে তুলে দেবার মতো গ্রন্থটি তার বিশিষ্টতায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে দাবি করা অত্যুক্তি হবে না।

□ ছেলেবেলার বিদ্যাসাগর —প্রবীর নন্দী। প্রকাশনা– চিরকালের ছেলেবেলা, প্রাণ বাগিচা, ৭১৩, সোদপুর ব্রিক ফিল্ড রোড, কলকাতা –৭০০০৮২, মূল্য —৬০ টাকা।

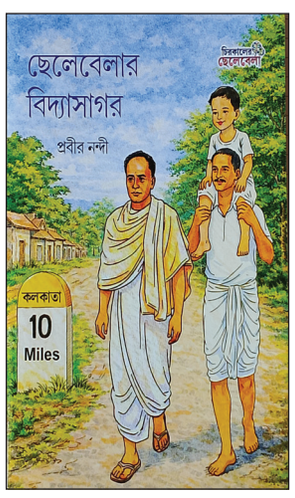

পশ্চিম পুটিয়ারীতে তরুণ দলের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ মে সন্ধ্যায় রবি ঠাকুরের ১৬৬ তম জন্মদিন পালিত হল শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন প্রবীণ গায়িকা শিবানী দত্ত। রবীন্দ্র–কাব্য পাঠ করলেন, অজয় মিশ্র, উদয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, রীতা ঘোষাল। একক সঙ্গীত পরিবেশন করলেন মিনু প্রধান মণ্ডল, মালা চন্দ, রীতা বোস, নিশান্ত মণ্ডল প্রমুখ। স্বরচিত কবিতায় কবিগুরুকে প্রণাম জানালেন, ভীম ঘোষ, দত্তা রায়, কানাইলাল সাহু, ও আরও অনেকে। ছোট্ট শিল্পী সমৃদ্ধি কর্মকার রবীন্দ্র–গানে নৃত্য পরিবেশন করে সবাই–এর মন জিতে নিল। এদিনের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের শেষে মুক্তা চক্রবর্তীর লেখা রবীন্দ্র–গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হল। অংশ নিলেন, শেফালী সরকার, বাবুরাম কর্মকার, বিজয় দাস, অসীম চক্রবর্তী ও মুক্তা চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনা ও সঞ্চালনায় ছিলেন যথাক্রমে তারুণ্য সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল ও মুক্তা চক্রবর্তী। এদিনের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল দীপাঞ্জলী অ্যাকাডেমী ছাত্রীদের একাধিক নৃত্যানুষ্ঠানের পরিবেশন। সম্মিলিত কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করলেন কাজল গুপ্ত, শর্মিষ্ঠা মুখার্জী, রিঙ্কু নস্কর, রীতা হালদার, অণিমা বিশ্বাস, স্বপ্না দাস, মহুয়া নস্কর, পিউ মুখার্জী ও ঝুমা ঘটক।

আতশ কাচে

অরো গ্র্যান্ডমাস্টার

আর্জেন্টিনার দাবাড়ু ফস্টিনো অরো বিশ্বের দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন। জয়ের দিনে তাঁর বয়স ছিল ১২ বছর ৬ মাস ২৬ দিন। বিশ্বের কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ডমাস্টারের রেকর্ডটি রয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন দাবাড়ু অভিমন্যু মিশ্র'র দখলে। ১২ বছর ৪ মাস ২৫ দিন বয়সে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন।

ভারত শীর্ষে

ভারত পুরুষদের একদিনের ও টি-২০ ক্রিকেটে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। আইসিসি প্রকাশিত সর্বশেষ ক্রমতালিকায় একদিনের ক্রিকেটে ভারত ২৭ ম্যাচ খেলে ১১৮ রেটিং পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। ৩০ ম্যাচ খেলে ১১৩ রেটিং পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে তারা। অন্যদিকে, টি-২০ ক্রিকেটে ৫২ ম্যাচ খেলে ২৭৫ রেটিং পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে ভারত। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইংল্যান্ড ৩৪ ম্যাচে ২৬২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।

লা লিগা চ্যাম্পিয়ন

এল ক্লাসিকোতে রিয়াল মাদ্রিদকে ২-০ গোলে হারিয়ে ৩ ম্যাচ বাকি থাকতেই লা লিগা ফুটবল খেতাব জিতে নিলো বার্সেলোনা। এই নিয়ে পরপর দুবার এই খেতাব জয় বার্সেলোনার।ম্যাচের ৯ মিনিটেই একটি ফ্রি কিক থেকে গোল করে বার্সাকে এগিয়ে দেন মার্কাস র‍্যাসফোর্ড। ১৮ মিনিটে ড্যানি ওলমো-র পাশ থেকে ফেরান তোরেস গোল করে ব্যবধান বাড়ান। লা লিগা ও সুপার কাপ জয়ের আনন্দে বার্সেলোনা সমর্থকরা সেখানকার রাস্তায় বিজয় মিছিল করেন।

ভারতের হার

জেদ্দায় অনুষ্ঠিত এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ফুটবলের গ্রুপ 'ডি'-এর দ্বিতীয় ম্যাচে গতকাল ভারত, উজবেকিস্তানের কাছে ৩-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। এর ফলে, ভারতের, ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে খেলার আশা শেষ হয়ে গেল। ৩২ মিনিটে লাজিজ আবদুরাইমভ এবং ৭৮ মিনিটে আখরোরবেক রাভশানবেকভের গোলের পাশাপাশি ৬০ মিনিটে ভারতীয় মিডফিল্ডার ওয়াংখেম ডেনি সিংয়ের আত্মঘাতী গোলে উজবেকিস্তানের জয় নিশ্চিত হয়।

মহমেডানের হার

কোচির জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে আই এস এল ফুটবলে মহমেডান স্পোর্টিং ১-৩ গোলে কেরালা ব্লাস্টার্স এর কাছে পরাজিত হয়েছে। কেরালা ব্লাস্টার্স এর পক্ষে ফ্রান্সিসকো ফেউলাসার, ভিক্টর বারটোমিউ, এম এস শ্রীকুত্তান গোল করেছেন। মহমেডানের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছেন মহিতিশ রায়। ১২ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে কেরালা লিগ তালিকায় অষ্টম স্থানে রয়েছে। অন্যদিকে মহমেডান স্পোর্টিং ১১ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ দলের আই এস এলে সর্বশেষ স্থানে রয়েছে।

আশা শেষ

ভারত মহিলাদের ফিফা অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ ফুটবলে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। চিনের সুঝৌতে অনূর্ধ্ব ১৭ এশিয়ান কাপ ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ভারত ০-৩ গোলে চিনের কাছে পরাজিত হয়েছে।

অর্জুন রানাস

ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাইসি তেপে সিগেমান অ্যান্ড কোম্পানি দাবা প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হয়েছেন। শিরোপা জিতেছেন বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু, নরওয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার ও প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেন। সুইডেনের মালমোয়, আট দাবাড়ুর রাউন্ড রবিন পর্বের শেষে সাত ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে যুগ্মভাবে শীর্ষস্থানে ছিলেন অর্জুন এবং কার্লসেন। টাইব্রেকারে প্রথম দুটি ম্যাচে দুজনেই একটি ক'রে ম্যাচ জেতেন। প্রতিযোগিতার নির্ণায়ক ব্লিৎজ আর্মাগেডনে শেষ মুহূর্তের ভুলে ম্যাচ খোয়ান অর্জুন।

তিরন্দাজিতে ইতিহাস ভারতীয় মেয়েদের, চিনকে হারিয়ে সোনা জয়

সুমনা মণ্ডল: তিরন্দাজিতে ইতিহাস তৈরি করল ভারতের মহিলা রিকার্ভ দল। ২০২৬ তিরন্দাজি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় পর্যায়ে সাংহাইয়ে আয়োজক দেশ চিনকে এক হাড্ডাহাড্ডি ফাইনালে হারিয়ে সোনা জিতেছে। দলে ছিলেন দীপিকা কুমারী, অঙ্কিতা ভাকাত ও ১৭ বছর বয়সি কুমকুম মোহ। এই জয় ভারতীয় রিকার্ভ আর্চারির ক্ষেত্রে এক নবজাগরণ গড়েছে। গোটা প্রতিযোগিতায় ভারতীয় মহিলা দল দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে। সেমিতে তারা ১০ বারের অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিল।এই দলে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন নিঃসন্দেহে দীপিকা কুমারি। এবারও ভারতীয় দলকে তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অঙ্কিতা ভাকাত ধারাবাহিকভাবে ভাল পারফরম্যান্স করেছেন গোটা টুর্নামেন্টে। ১৭ বছর

বয়সি কুমকুম মোহদ তার বয়সের তুলনায় অনেকটাই কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছিল। নির্ণায়ক মুহূর্তটি আসে শেষ রাউন্ডে, যেখানে ভারত আরও নিখুঁত গ্রুপিং এবং কম পয়েন্ট হারিয়ে এগিয়ে যায়।

এই টুর্নামেন্টে ভারতের সফরের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, রাউন্ড অব ১৬-তে উজবেকিস্তানকে ৬-২ ব্যবধানে হারিয়ে ভারতীয় দল দুর্দান্ত শুরু করেছিল। এরপর কোয়ার্টার ফাইনালে তারা মুখোমুখি হয় ভিয়েতনামের। যেখানে ম্যাচটি ৫-৪ টাইয়ে শেষ হয় এবং শ্যুট অফের মাধ্যমে ফল নির্ধারিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভারত স্নায়ু ধরে রেখে ২৮-২৫ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে পৌঁছে যায়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি আসে সেমিফাইনালে, যেখানে তারা শীর্ষ বাছাই দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-১ ব্যবধানে হারিয়ে দেয়। বিশ্ব রিকার্ভ আর্চারিতে দক্ষিণ কোরিয়াকে সবচেয়ে শক্তিশালী দল হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু ভারতীয় দল নিখুঁত শুটিং এবং শক্ত কৌশলের মাধ্যমে তাদের ছাপিয়ে যায়। উদ্বোধনী ও শেষ সেটে স্কোর ছিল ৫৮-৫৫ ও ৫৮-৫৬।

পক-প্রণালী জয় করলেন মেদিনীপুরের আফরিন জাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফের ইতিহাস গড়লেন মেদিনীপুরের সাঁতারু আফরিন জাবি। এবার পক প্রণালী। মাত্র ৭ ঘণ্টা ৫ মিনিটে পক প্রণালী সাঁতরে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ে নজির সৃষ্টি করেছেন মেদিনীপুরের মেয়ে। ঘরের মেয়ের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত গোটা মেদিনীপুর। ২০২৫ সালের ২৯ জুলাই আফরিন ইংলিশ চ্যানেল জয় করেছিলেন। সেই সময় ৩৪ কিমি দীর্ঘ ওই জলপথ অতিক্রম করতে তাঁর সময় লেগেছিল ১৩ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। এ বার ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী পক প্রণালীর ৩৫ কিমি জলপথ ৭ ঘণ্টা ৫ মিনিটেই অতিক্রম করে নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙেছেন আফরিন। ৯ মে শনিবার ভোরে তিনি শ্রীলঙ্কার থালাইমান্নার থেকে সাঁতার কাটতে শুরু করেন। একটানা ৭ ঘণ্টা ৫ মিনিট সাঁতরে সকাল ১০ টা ৪০ মিনিট নাগাদ সফল ভাবে তিনি পৌঁছন তামিলনাড়ুর ধনুষকোডিতে। পক প্রণালীর সমুদ্রের ভয়ংকর স্রোত, অনিশ্চিত আবহাওয়াকে জয় করে এই অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি। ইংলিশ চ্যানেল জয়ের পর লক্ষ্য ছিল পক প্রণালী পার করার। এ বার সেই স্বপ্ন পূরণ করলেন আফরিন। মেদিনীপুর শহরের দেওয়ানচকে বাড়ি আফরিনের। বাবা শেখ পিয়ার আলি, মা সাবিনা

পারভিন মেয়ের এই জয়ের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আর প্রহর গুনছিলেন কখন মেয়ে এই দীর্ঘ পক প্রণালী পাড়ি দিয়ে ইতিহাসের পাতায় নাম তুলবে। মেয়ের জয়ে গর্বিত বাবা-মা। আফরিনের কথায়, বাবা-মার সাহায্য আর বিশ্বাস ছাড়া এই সাফল্য অর্জন সম্ভব ছিল না। যারা আমাকে শিখিয়েছেন, ভুল ধরিয়েছেন, বকেছেন, সাহস দিয়েছেন, বিশ্বাস রেখেছেন প্রত্যেকের অবদান কোনোদিন ভুলব না। এই বিশ্বরেকর্ড বাবা-মাকে উৎসর্গ করেছেন আফরিন। তবে পক প্রণালী অতিক্রমের জন্য যে বিপুল অর্থ দরকার ছিল তা কী করে জোগাড় হবে সেই চিন্তা বড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর সামনে। কিন্তু মেদিনীপুর রোটারি আই হসপিটাল ও রোটারি ক্লাবের তরফে আফরিনকে ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য করা হয়। আর্থিক বাধা কেটে যাওয়ায় আফরিন ফোকাস রেখেছিলেন পক প্রণালী জয় করা নিয়ে। অবশেষে সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে আফরিন বলেন, এই সাফল্যের পিছনে আছে বহু বছরের কষ্ট, পরিশ্রম, কান্না, জেদ। আমাকে পারতেই হবে। সময় খুবই কঠিন ছিল কিন্তু মানুষের ভালোবাসা ও বিশ্বাস আমাকে জলে নামিয়েছে। মেদিনীপুর রোটারি আই হসপিটাল ও রোটারি ক্লাবের আর্থিক সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না।'

ডার্বিতেই লিগের ফয়সালা ড্র হলেই চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ডার্বি মানেই আবেগ, উত্তেজনা আর মর্যাদার লড়াই। কিন্তু এবার সেই আবেগের সঙ্গে জুড়ে গেল ট্রফির অঙ্কও। রবিবারের ডার্বি শুধু দুই প্রধানের লড়াই নয়, আইএসএল জয়ের ভাগ্যও নির্ধারণ করতে পারে এই ম্যাচ। পরিস্থিতি এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে, যেখানে ড্র করলেই

চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে ইস্টবেঙ্গল। আর মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সামনে খোলা রয়েছে একটাই রাস্তা— জিততেই হবে।

সোমবার ঘরের মাঠে পঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে হতাশাজনক ড্র করে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচে অস্কার ব্রুজোর দলের খেলায় তেমন ধার দেখা যায়নি। কিন্তু মোহনবাগানের অবস্থাও খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। বাঙালি কোচ অভিজিৎ মণ্ডলের কৌশলে আটকে গেলেন জেসন কামিন্স, জেমি ম্যাকলরেনরা। আক্রমণে ধারহীন ফুটবল খেলেই কার্যত নিজেদের উপর চাপ বাড়িয়ে ফেলেছে সবুজ-মেরুন শিবির।

দুই দলেরই পয়েন্ট এখন ২২। তবে গোল পার্থক্যে এগিয়ে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ফলে ডার্বি ড্র হলেই লাল-হলুদ শিবিরে শুরু হয়ে যাবে উৎসব। মোহনবাগানের কাছে তাই সমীকরণ অত্যন্ত পরিষ্কার— তিন পয়েন্ট ছাড়া অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নেই।

সবচেয়ে বড় উদ্বেগ অবশ্য মোহনবাগানের আক্রমণভাগ। একাধিক বিদেশি স্ট্রাইকার থাকা সত্ত্বেও গোটা টুর্নামেন্টে প্রত্যাশামতো গোল পায়নি দল। জেসন কামিন্স, ম্যাকলরেনদের মতো তারকারা বড় ম্যাচে এখনও নিজেদের সেরাটা তুলে ধরতে পারেননি। আর সেই কারণেই প্রশ্ন উঠছে দলের ধারাবাহিকতা এবং আক্রমণভাগের কার্যকারিতা নিয়ে।

অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু চোট। দলের অধিনায়ক সল ক্রেসপো ডার্বিসহ বাকি দুই ম্যাচে খেলতে পারবেন না বলেই জানা গিয়েছে। পঞ্জাব ম্যাচের আগেই চোট পেয়েছিলেন তিনি। শেষ মুহূর্তে তাঁকে বাদ দিয়ে দল সাজাতে হয়েছিল অস্কার ব্রুজোকে। কিন্তু তাঁর চোট কতটা গুরুতর, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। সমর্থকদের একাংশের প্রশ্ন, মরসুমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কেন বারবার চোটে পড়ছেন দলের অন্যতম ভরসা?

শুধু সল নন, ডার্বিতে থাকছেন না সৌভিক চক্রবর্তীও। চারটি হলুদ কার্ড দেখায় নির্বাসিত তিনি। ফলে মাঝমাঠে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে হবে ইস্টবেঙ্গল কোচকে। সৌভিকের জায়গায় জিকসন সিং-কে নামানো হতে পারে। এ মরসুমে ডিফেন্স থেকে মিডফিল্ড— একাধিক ভূমিকায় নিজেকে প্রমাণ করেছেন তিনি। নিজের স্বাভাবিক জায়গায় ফিরে ডার্বিতে বড় ভূমিকা নিতে পারেন জিকসন। দূরপাল্লার শটে গোল করার দক্ষতাও রয়েছে তাঁর, যা হাইভোল্টেজ ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। সব মিলিয়ে রবিবারের যুবভারতী এখন শুধু একটা ম্যাচের অপেক্ষায় নয়, অপেক্ষা করছে মরসুমের সবচেয়ে বড় রায়ের। একদিকে ট্রফির হাতছানি, অন্যদিকে ব্যর্থতার ভয়। কলকাতা ডার্বি এবার শুধু আবেগের নয়, অস্তিত্বেরও লড়াই।

শিলিগুড়ির হয়ে খেলবেন সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। চলতি উনিশতম আইপিএল শেষ হলেই জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হয়ে যাবে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ। তিন নম্বর বছরে পা দিতে চলা এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে রবি ও সোমবার কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে হয়ে গেল নিলামের আসর। সেই নিলামের আসরে মহম্মদ সামিকে দলে নিয়ে

চমকে দিল সার্ভোটেল শিলিগুড়ি। ৫.২০ লক্ষ টাকায় সামিকে দলে নেওয়া হয়েছে। সামি ছাড়াও শিলিগুড়ি দলে রয়েছেন ঈশান পোড়েল, করণ লালের মতো বাংলা ক্রিকেটের পরিচিত মুখেরা। নিলামের আসরে সর্বাধিক দর পেয়েছেন অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। ১২.২০ লক্ষ টাকায় তাঁকে দলে নিয়েছে শ্রাচি রাঢ় টাইগার্স। এদিকে, আজ মহিলাদের নিলামে সর্বাধিক দাম পেয়েছেন মিতা পাল। নিলামের আসরে লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স তাঁকে দলে নিয়েছে।

মাথা নত করতে নারাজ বিনেশ ফোগাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের মহিলা কুস্তিগীর বিনেশ ফোগাত এবং ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের মধ্যে বিরোধ আরও তীব্র আকার নিয়েছে। নিজের অবস্থান থেকে সরে আসছেন না ফোগাত।

শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেন বিনেশ ফোগাত। সেখানে তিনি লেখেন, জীবন যেন গভীর এক ঘূর্ণাবর্তে আটকে আছে। পৃথিবী আমার চরিত্রে দোষ খুঁজে চলেছে। কিন্তু জীবন সবসময় মাথা উঁচু করে চলতে শিখিয়েছে। কোনও তলোয়ারের ক্ষমতা নেই, যা এই মাথাকে নত করতে পারে। তাঁর এই বার্তা কুস্তি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হচ্ছে। কুস্তি ফেডারেশনের অভিযোগ, অবসর ভেঙে প্রতিযোগিতায় ফিরতে হলে আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থার অ্যান্টি-ডোপিং নিয়ম অনুযায়ী বাধ্যতামূলক ছয় মাসের নোটিস পিরিয়ড পূরণ করতে হয়। যা বিনেশ মানেননি। এই কারণেই তাঁকে জাতীয় ওপেন র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেওয়া হয়নি বলে জানায় ফেডারেশন।

উল্লেখ্য, প্যারিস অলিম্পিক্সের সোনার লড়াইয়ের আগে নাটকীয়ভাবে অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার পর ২০২৪ সালে কুস্তি থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন বিনেশ। পরে তিনি ফের প্রতিযোগিতায় ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং এই জাতীয় ওপেন র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতাকেই কামব্যাকের মঞ্চ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

কুস্তি ফেডারেশনের পাঠানো ১৫ পাতার নোটিসে অভিযোগ করা হয়েছে, প্যারিস অলিম্পিকের সময় বিনেশের আচরণ ভারতীয় কুস্তির ভাবমূর্তির ক্ষতি করেছে। পাশাপাশি, তিনি ডব্লিউএফআই সংবিধান, ইউডব্লিউডব্লিউ আন্তর্জাতিক নিয়ম এবং অ্যান্টি-ডোপিং বিধি লঙ্ঘন করেছেন বলেও দাবি করা হয়েছে।

অন্যদিকে বিনেশের অভিযোগ, তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিযোগিতার বাইরে রাখা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, প্রাক্তন ডব্লিউএফআই প্রধান ব্রিজ ভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনা ছ'জন মহিলা কুস্তিগীরের মধ্যে তিনিও একজন। তাঁর দাবি, ২০২৬ এশিয়ান গেমসের আগে তাঁর প্রত্যাবর্তন আটকাতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

ডব্লিউএফআই সভাপতি সঞ্জয় সিং অবশ্য জানিয়েছেন, বিশ্ব অ্যান্টি-ডোপিং সংস্থা বা ওয়াডা-র নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক। তাঁর কথায়, বিনেশ এখনও প্রমাণ করতে পারেননি যে তিনি অবসর ভেঙে ফেরার সমস্ত শর্ত পূরণ করেছেন। ছয় মাসের বাধ্যতামূলক নোটিস পিরিয়ড সম্পূর্ণ না হলে তিনি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না।" এর আগে ৩ মে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় বিনেশ অভিযোগ করেন, যৌন হেনস্থার মামলার অভিযোগকারীদের পরিচয় গোপন রাখার আইন থাকা সত্ত্বেও তাঁকে প্রকাশ্যে আসতে বাধ্য করা হয়েছে। তিনি জানান, ব্রিজ ভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে চলা মামলায় এখনও সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে এবং তিনি সেই মামলার অন্যতম অভিযোগকারী হিসেবেই রয়েছেন।

সবুজ মেরুনের আকাশে নক্ষত্রপতন
টুটু বসুর বিদায়ে কাঁদল ময়দান

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার রাতটা যেন আরও একটু নিঃশব্দ হয়ে গিয়েছিল ময়দানে। হাসপাতালের শীতল করিডোর পেরিয়ে যখন খবরটা ছড়িয়ে পড়ল— নেই টুটু বসু, তখন শুধু একজন প্রাক্তন মোহনবাগান সভাপতির মৃত্যু হয়নি, শেষ হয়ে গেল বাংলার ফুটবল প্রশাসনের এক আবেগঘন অধ্যায়। ৭৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন স্বপনসাধন বসু, যাঁকে গোটা ময়দান চিনত একটাই নামে— টুটুদা।

সোমবার গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে শহরের এক নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল। তখন থেকেই তিনি ছিলেন অচেতন। ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসকরা শেষ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে দ্বিতীয়বার হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর আর ফেরানো গেল না তাঁকে। পরিবার মৃত্যুসংবাদ নিশ্চিত করতেই শোকের ছায়া নেমে আসে সবুজ-মেরুন শিবিরে। টুটু বসু শুধু একজন প্রশাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন মোহনবাগানের কঠিন দিনের নির্ভরতার অন্য নাম। ক্লাব যখন সংকটে পড়েছে, তখন বুক চিতিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছেন তিনি। কখনও আর্থিক সমস্যা, কখনও অন্দরকলহ— বারবার নিজের অভিজ্ঞতা আর ব্যক্তিত্ব দিয়ে পরিস্থিতি সামলেছেন। ১৯৯১ সাল থেকে প্রায় তিন দশক ধরে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন মোহনবাগান ক্লাব প্রশাসনের সঙ্গে। তাঁর সময়েই ক্লাব দেখেছে সাফল্য, বিতর্ক, লড়াই এবং পুনর্জন্মের গল্প।

বুধবার সকাল থেকেই তাঁর

বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন প্রিয়জন, সমর্থক, প্রাক্তন ফুটবলার এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। বাড়ি, অফিস, ভবানীপুর ক্লাব ঘুরে তাঁর মরদেহ আনা হয় মোহনবাগান ক্লাবে। শেষবারের মতো টুটুদাকে দেখতে তখন উপচে পড়া ভিড়। অনেকের চোখে জল, কারও মুখে নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস। যেন ক্লাব তাঁবুর প্রতিটি দেওয়াল বলছিল 'টুটুদা আর ফিরবেন না।' বিধানসভা থেকে সরাসরি ক্লাবে পৌঁছে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বলেন, 'টুটু বাবু মানেই মোহনবাগান, আর মোহনবাগান মানেই টুটু বাবু। সমর্থকদের কাছে আবেদন, তিনি যেভাবে ক্লাবকে আগলে রেখেছিলেন, আপনারাও সেইভাবেই আগলে রাখুন।' তাঁর সঙ্গে ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকও। রাজনৈতিক মতাদর্শ ভুলে এদিন এক ছাতার তলায় দেখা গেল শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিমান বসু, ববি হাকিম, অতীন ঘোষদেরও।

খেলার জগতেও ছিল একই ছবি। প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য কার্যত বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। স্মৃতি হাতড়ে শুধু বললেন, 'ওঁর মাঠে আসা প্রেরণা হয়ে উঠত। অনেক স্মৃতি ভিড় করছে। বড় ক্ষতি হয়ে গেল।" বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর গলায়ও ছিল ব্যক্তিগত বেদনা 'রাজনীতির বাইরে আমরা বন্ধু ছিলাম। খুব মিশুকে মানুষ ছিলেন।'

মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্তের কণ্ঠও কেঁপে উঠেছিল। 'আজ আমি অভিভাবকহীন হয়ে গেলাম,' বলার সময় তাঁর চোখেমুখে স্পষ্ট ছিল শূন্যতার ছাপ। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল থেকেও এদিন উঠে এল শ্রদ্ধা। দেবব্রত সরকার বললেন, 'টুটু বসু একটা চরিত্র ছিলেন। ময়দানে এমন মানুষ আরও আসুক।' রাজনীতি, ফুটবল, ক্রিকেট, সিনেজগত, টুটু বসুর প্রয়াণ যেন সব সীমারেখা মুছে দিল এক মুহূর্তে। কারণ তিনি শুধুই কোনও ক্লাবকর্তা ছিলেন না, তিনি ছিলেন ময়দানের এক আবেগ, এক ভরসা, এক নির্ভরতার নাম। সবুজ-মেরুনের ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা থাকবে শুধু প্রশাসক হিসেবে নয়, একজন অভিভাবক হিসেবে। ময়দানের বাতাসে এখন শুধু একটাই শূন্যতা, টুটুদা নেই।

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে
পড়তেই হবে

কি রয়েছে
▲ নারীপাচার ও তার প্রতিকার
▲ ডাকাতির কবলে পড়লে
▲ প্রতারণার ফাঁদ
▲ পুকুর ভরাট
▲ মোবাইল যখন শত্রু হয়
▲ বিজ্ঞাপনে বিপদ
▲ হায়রে চিংড়ি
▲ আরো অনেক কিছু .....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/- টাকা

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com